কাব্যগ্রন্থ

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রাপ্তিস্থান—

ইণ্ডিয়ান্ প্রেস—এলাহাবাদ

ইণ্ডিয়ান পাব্‌লিশিং হাউস

২২ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

Printed and published by Apurva krishna Bose,

at the Indian Press,—Allahabad.

কাব্যগ্রন্থ

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রকাশক

ইণ্ডিয়ান প্রেস—এলাহাবাদ

১৯১৫

সূচী

কড়ি ও কোমল

মানসী

কড়ি ও কোমল

কড়ি ও কোমল

প্রাণ

মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে,
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।
এই সূর্য্যকরে এই পুষ্পিত কাননে
জীবন্ত হৃদয় মাঝে যেন স্থান পাই।
ধরায় প্রাণের খেলা চির তরঙ্গিত,
বিরহ মিলন কত হাসি অশ্রুময়,—
মানবের সুখে দুঃখে গাঁথিয়া সঙ্গীত
যেন গো রচিতে পারি অমর-আলয়।
তা যদি না পারি তবে বাঁচি যত কাল
তোমাদেরি মাঝখানে লভি যেন ঠাঁই,
তোমরা তুলিবে বলে' সকাল বিকাল
নব নব সঙ্গীতের কুসুম ফুটাই।
হাসিমুখে নিও ফুল, তা'র পরে হায়
ফেলে দিও ফুল, যদি সে ফুল শুকায়

পুরাতন

হেথা হ'তে যাও, পুরাতন !
হেথায় নূতন খেলা আরম্ভ হয়েছে।
আবার বাজিছে বাঁশি, আবার উঠিছে হাসি,
বসন্তের বাতাস বয়েছে।
সুনীল আকাশপরে শুভ্র মেঘ থরে থরে
শ্রান্ত যেন রবির আলোকে—
পাখীরা ঝাড়িছে পাখা, কাঁপিছে তরুর শাখা,
খেলাইছে বালিকা বালকে।
সমুখের সরোবরে আলো ঝিকিমিকি করে—
ছায়া কাঁপিতেছে থরথর,—
জলের পানেতে চেয়ে ঘাটে বসে' আছে মেয়ে—
শুনিছে পাতার মরমর।
কি জানি কত কি আশে চলিয়াছে চারি পাশে
কত লোক কত সুখে দুখে,
সবাই ত ভুলে আছে— কেহ হাসে কেহ নাচে,
—তুমি কেন দাঁড়াও সমুখে ?
বাতাস যেতেছে বহি' তুমি কেন রহি' রহি'
তা'রি মাঝে ফেল দীর্ঘশ্বাস ?
সুদূরে বাজিছে বাঁশি, তুমি কেন ঢাল আসি'
তা'রি মাঝে বিলাপ উচ্ছ্বাস ?

পুরাতন

উঠিছে প্রভাতরবি, আঁকিছে সোনার ছবি,
তুমি কেন ফেল তাহে ছায়া,
বারেক যে চলে' যায় তা'রে ত কেহ না চায়
তবু তা'র কেন এত মায়া ?
তবু কেন সন্ধ্যাকালে জলদের অন্তরালে
লুকায়ে, ধরার পানে চায়—
নিশীথের অন্ধকারে পুরানো ঘরের দ্বারে
কেন এসে পুন ফিরে যায় ?
কি দেখিতে আসিয়াছ, যাহা কিছু ফেলে গেছ
কে তাদের করিবে যতন ?
স্মরণের চিহ্ন যত ছিল পড়ে' দিন-কত
ঝরে'-পড়া পাতার মতন ;
আজি বসন্তের বায় একেকটি করে' হায়
উড়ায়ে ফেলিছে প্রতিদিন ;
ধূলিতে মাটিতে রহি' হাসির কিরণে দহি'
ক্ষণে ক্ষণে হতেছে মলিন।
ঢাক তবে ঢাক মুখ নিয়ে যাও দুঃখ সুখ
চেয়ো না চেয়ো না ফিরে ফিরে,
হেথায় আলয় নাহি ; অনন্তের পানে চাহি'
আঁধারে মিলাও ধীরে ধীরে।

নূতন

হেথাও ত পশে সূর্য্যকর।
ঘোর ঝটিকার রাতে দারুণ অশনিপাতে
বিদীরিল যে গিরি-শিখর—
বিশাল পর্ব্বত কেটে, পাষাণ হৃদয় ফেটে,
প্রকাশিল যে ঘোর গহ্বর—
প্রভাতে পুলকে ভাসি', বহিয়া নবীন হাসি,
হেথাও ত পশে সূর্য্যকর।
দুয়ারেতে উঁকি মেরে ফিরে ত যায় না সে রে,
শিহরি' উঠে না আশঙ্কায়,
ভাঙা পাষাণের বুকে খেলা করে কোন্ সুখে,
হেসে আসে, হেসে চলে' যায়।

হের হের, হায়, হায়, যত প্রতিদিন যায়—
কে গাঁথিয়া দেয় তৃণজাল।
লতাগুলি লতাইয়া, বাহুগুলি বিথাইয়া
ঢেকে ফেলে বিদীর্ণ কঙ্কাল।
বজ্রদগ্ধ অতীতের— নিরাশার অতিথের—
ঘোর স্তব্ধ সমাধি আবাস,—

ফুল এসে, পাতা এসে কেড়ে নেয় হেসে হেসে,
অন্ধকারে করে পরিহাস।
এরা সব কোথা ছিল, কেই বা সংবাদ দিল,
গৃহ-হারা আনন্দের দল
বিশ্বে তিল শূন্য হ'লে অনাহূত আসে চলে',
বাসা বেঁধে করে কোলাহল।
আনে হাসি, আনে গান, আনেরে নূতন প্রাণ,
সঙ্গে করে' আনে রবিকর,
অশোক শিশুর প্রায় এত হাসে এত গায়
কাঁদিতে দেয় না অবসর।
বিষাদ বিশাল কায়া ফেলেছে আঁধার ছায়া
তা'রে এরা করে না ত ভয়,
চারিদিক হ'তে তা'রে ছোট ছোট হাসি মারে,
অবশেষে করে পরাজয়।

এই যে রে মরুস্থল, দাব-দগ্ধ ধরাতল,
এইখানে ছিল পুরাতন,
একদিন ছিল তা'র শ্যামল যৌবনভার,
ছিল তা'র দক্ষিণ-পবন।
যদিরে সে চলে' গেল, সঙ্গে যদি নিয়ে গেল
গীত গান হাসি ফুল ফল,

শুষ্ক-স্মৃতি কেন মিছে রেখে তবে গেল পিছে,
শুষ্ক শাখা শুষ্ক ফুলদল।
সে কি চায় শুষ্ক বনে গাহিবে বিহঙ্গগণে
আগে তা'রা গাহিত যেমন?
আগেকার মত করে' স্নেহে তা'র নাম ধরে'
উচ্ছ্বসিবে বসন্তপবন?
নহে নহে, সে কি হয়! সংসার জীবনময়,
নাহি হেথা মরণের স্থান।
আয়রে, নূতন, আয়, সঙ্গে করে' নিয়ে আয়,
তোর সুখ, তোর হাসি গান।
ফোটা' নব ফুলচয়, ওঠা' নব কিশলয়,
নবীন বসন্ত আয় নিয়ে!
যে যায় সে চলে' যাক্, সব তা'র নিয়ে যাক্,
নাম তা'র যাক্ মুছে দিয়ে।
এ কি ঢেউ-খেলা হায়, এক আসে আর যায়,
কাঁদিতে কাঁদিতে আসে হাসি
বিলাপের শেষ তান না হইতে অবসান
কোথা হ'তে বেজে ওঠে বাঁশি।
আয়রে কাঁদিয়া লই, শুকাবে দুদিন বই
এ পবিত্র অশ্রুবারিধারা।
সংসারে ফিরিব ভুলি', ছোট ছোট সুখগুলি
রচি' দিবে আনন্দের কারা।

না রে, করিব না শোক, এসেছে নূতন লোক,
তা'রে কে করিবে অবহেলা।
সেও চলে' যাবে কবে, গীত গান সাঙ্গ হবে,
ফুরাইবে দুদিনের খেলা।

উপকথা

মেঘের আড়ালে বেলা কখন্ যে যায়,
বৃষ্টি পড়ে সারাদিন থামিতে না চায়।
আর্দ্র-পাখা পাখীগুলি গীত গান গেছে ভুলি',
নিস্তব্ধ ভিজিছে তরুলতা।
বসিয়া আঁধার ঘরে বরষার ঝরঝরে
মনে পড়ে কত উপকথা।
কভু মনে লয় হেন এ সব কাহিনী যেন
সত্য ছিল নবীন জগতে।
উড়ন্ত মেঘের মত ঘটনা ঘটিত কত,
সংসার উড়িত মনোরথে।
রাজপুত্র অবহেলে কোন্ দেশে যেত চলে',
কত নদী কত সিন্ধু পার।
সরোবর ঘাট আলা মণি হাতে নাগবালা
বসিয়া বাঁধিত কেশভার।
সিন্ধুতীরে কত দূরে কোন্ রাক্ষসের পুরে
ঘুমাইত রাজার ঝিয়ারি।
হাসি তা'র মণিকণা কেহ তাহা দেখিত না,
মুকুতা ঢালিত অশ্রুবারি।

সাত ভাই একত্তরে চাঁপা হ'য়ে ফুটিতরে
এক বোন ফুটিত পারুল।
সম্ভব কি অসম্ভব একত্রে আছিল সব
ছুটি ভাই সত্য আর ভুল।
বিশ্ব নাহি ছিল বাঁধা, না ছিল কঠিন বাধা,
নাহি ছিল বিধির বিধান,
হাসি কান্না লঘুকায়া শরতের আলো ছায়া
কেবল সে ছুঁয়ে যেত প্রাণ।
আজি ফুরায়েছে বেলা, জগতের ছেলেখেলা
গেছে আলো-আঁধারের দিন।
আর ত নাইরে ছুটি মেঘরাজ্য গেছে টুটি',
পদে পদে নিয়ম-অধীন।
মধ্যাহ্নে রবির দাপে বাহিরে কে র'বে তাপে
আলয় গড়িতে সবে চায়।
যবে হায় প্রাণপণ করে তাহা সমাপন
খেলারই মতন ভেঙে যায়।

যোগিয়া

বহুদিন পরে আজি মেঘ গেছে চলে,
রবির কিরণসুধা আকাশে উথলে।
স্নিগ্ধ শ্যাম পত্রপুটে আলোক ঝলকি উঠে,
পুলক নাচিছে গাছে গাছে।
নবীন যৌবন যেন প্রেমের মিলনে কাঁপে,
আনন্দ বিদ্যুৎ-আলো নাচে।
জুঁই সরোবর-তীরে নিশ্বাস ফেলিয়া ধীরে
ঝরিয়া পড়িতে চায় ভুঁয়ে,
অতি মৃদু হাসি তা'র, বরষার বৃষ্টিধার
গন্ধটুকু নিয়ে গেছে ধুয়ে।
আজিকে আপন প্রাণে না জানি বা কোন্ খানে
যোগিয়া রাগিণী গায় কেরে।
ধীরে ধীরে সুর তা'র মিলাইছে চারিধার
আচ্ছন্ন করিছে প্রভাতেরে।
গাছপালা চারিভিতে সঙ্গীতের মাধুরীতে
মগ্ন হ'য়ে ধরে স্বপ্নছবি।
এ প্রভাত মনে হয় আরেক প্রভাতময়,
রবি যেন আর কোনো রবি।

ভাবিতেছি মনে মনে কোথা কোন্ উপবনে
কি ভাবে সে গাইছে না জানি,
চোখে তা'র অশ্রুরেখা, একটু দেছে কি দেখা,
ছড়ায়েছে চরণ দুখানি।
তা'র কি পায়ের কাছে বাঁশিটি পড়িয়া আছে—
আলো ছায়া পড়েছে কপোলে।
মলিন মালাটি তুলি' ছিঁড়ি' ছিঁড়ি' পাতাগুলি
ভাসাইছে সরসীর জলে।
বিষাদ-কাহিনী তা'র সাধ যায় শুনিবার,
কোন্ খানে তাহার ভবন।
তাহার আঁখির কাছে যার মুখ জেগে আছে
তাহারে বা দেখিতে কেমন।
একিরে আকুল ভাষা! প্রাণের নিরাশ আশা
পল্লবের মর্ম্মরে মিশালো।
না জানি কাহারে চায় তা'র দেখা নাহি পায়
ম্লান তাই প্রভাতের আলো।
এমন কত না প্রাতে চাহিয়া আকাশ পাতে
কত লোক ফেলেছে নিশ্বাস,
সে সব প্রভাত গেছে তা'রা তা'র সাথে গেছে
লয়ে' গেছে হৃদয়-হুতাশ।
এমন কত না আশা কত ম্লান ভালবাসা
প্রতিদিন পড়িছে ঝরিয়া,

তাদের হৃদয়ব্যথা তাদের মরণ-গাথা
কে গাইছে একত্র করিয়া।
পরস্পর পরস্পরে ডাকিতেছে নাম ধরে'
কেহ তাহা শুনিতে না পায়।
কাছে আসে, বসে পাশে, তবুও কথা না ভাষে
অশ্রুজলে ফিরে ফিরে যায়।
চায় তবু নাহি পায় অবশেষে নাহি চায়,
অবশেষে নাহি গায় গান,
ধীরে ধীরে শূন্য হিয়া বনের ছায়ায় গিয়া
মুছে আসে সজল নয়ান।

কাঙালিনী

আনন্দময়ীর আগমনে
　　আনন্দে গিয়েছে দেশ ছেয়ে।
হের ওই ধনীর দুয়ারে
　　দাঁড়াইয়া কাঙালিনী মেয়ে।
উৎসবের হাসি-কোলাহল
　　শুনিতে পেয়েছে ভোর বেলা,
নিরানন্দ গৃহ তেয়াগিয়া
তাই আজ বাহির হইয়া
আসিয়াছে ধনীর দুয়ারে
　　দেখিবারে আনন্দের খেলা।
বাজিতেছে উৎসবের বাঁশি
কানে তাই পশিতেছে আসি',
ম্লান চোখে তাই ভাসিতেছে
　　দুরাশার সুখের স্বপন ;
চারিদিকে প্রভাতের আলো
নয়নে লেগেছে বড় ভালো,
আকাশেতে মেঘের মাঝারে
　　শরতের কনক তপন।

কত কে যে আসে, কত যায়,
কেহ হাসে কেহ গান গায়,
কত বরণের বেশ ভূষা—
    ঝলকিছে কাঞ্চন-রতন,—
কত পরিজন দাসদাসী,
পুষ্প পাতা কত রাশি রাশি
চোখের উপরে পড়িতেছে
    মরীচিকা-ছবির মতন।
হের তাই রহিয়াছে চেয়ে
    শূন্যমনা কাঙালিনী মেয়ে।

শুনেছে সে, মা এসেছে ঘরে,
    তাই বিশ্ব আনন্দে ভেসেছে,
মা'র মায়া পায়নি কখনো,
    মা কেমন দেখিতে এসেছে।
তাই বুঝি আঁখি ছলছল,
    বাষ্পে ঢাকা নয়নের তারা!
চেয়ে যেন মা'র মুখপানে
বালিকা কাতর অভিমানে
বলে,—"মা গো এ কেমনধারা?
এত বাঁশি, এত হাসিরাশি,
    এত তোর রতন-ভূষণ,

তুই যদি আমার জননী,
মোর কেন মলিন বসন !”

ছোট ছোট ছেলেমেয়েগুলি
ভাই বোন করি’ গলাগলি
অঙ্গনেতে নাচিতেছে ওই ;
বালিকা দুয়ারে হাত দিয়ে
তাদের হেরিছে দাঁড়াইয়ে,
ভাবিতেছে নিশ্বাস ফেলিয়ে
“আমি ত ওদের কেহ নই ।
স্নেহ করে’ আমার জননী
পরায়ে ত দেয়নি বসন,
প্রভাতে কোলেতে করে’ নিয়ে
মুছায়ে ত দেয়নি নয়ন ।”

আপনার ভাই নেই বলে’
ওরে কি রে ডাকিবে না কেহ ?
আর কারো জননী আসিয়া
ওরে কি রে করিবে না স্নেহ ?
ও কি শুধু দুয়ার ধরিয়া
উৎসবের পানে র’বে চেয়ে,
শূন্যমনা কাঙালিনী মেয়ে ?

ওর প্রাণ আঁধার যখন
করুণ শুনায় বড় বাঁশি,
দুয়ারেতে সজল নয়ন
এ বড় নিষ্ঠুর হাসিরাশি।
আজি এই উৎসবের দিনে
কত লোক ফেলে অশ্রুধার
গেহ নেই, স্নেহ নেই, আহা,
সংসারেতে কেহ নাই আর।
শূন্য হাতে গৃহে যায় কেহ
ছেলেরা ছুটিয়া আসে কাছে
কি দিবে কিছুই নেই তা'র
চোখে শুধু অশ্রু-জল আছে।
অনাথ ছেলেরে কোলে নিবি
জননীরা আয় তোরা সব,
মাতৃহারা মা যদি না পায়
তবে আজ কিসের উৎসব ?
দ্বারে যদি থাকে দাঁড়াইয়া
ম্লানমুখ বিষাদে বিরস,—
তবে মিছে সহকার-শাখা
তবে মিছে মঙ্গল কলস।

ভবিষ্যতের রঙ্গভূমি

সম্মুখে রয়েছে পড়ি' যুগ-যুগান্তর।
অসীম নীলিমে লুটে ধরণী ধাইবে ছুটে,
প্রতিদিন আসিবে, যাইবে রবিকর।
প্রতিদিন প্রভাতে জাগিবে নরনারী,
প্রতিসন্ধ্যা শ্রান্ত দেহে ফিরিয়া আসিবে গেহে,
প্রতিরাত্রে তারকা ফুটিবে সারি সারি।
কত আনন্দের ছবি, কত সুখ আশা,
আসিবে যাইবে, হায়, সুখ-স্বপনের প্রায়
কত প্রাণে জাগিবে, মিলাবে ভালবাসা।

তখনো ফুটিবে হেসে কুসুম কানন,
তখনো রে কত লোকে কত স্নিগ্ধ চন্দ্রালোকে
আঁকিবে আকাশ-পটে সুখের স্বপন।
নিবিলে দিনের আলো, সন্ধ্যা হ'লে, নিতি
বিরহী নদীর ধারে না-জানি ভাবিবে কারে,
না জানি সে কি কাহিনী—কি সুখ—কি স্মৃতি!

দূর হ'তে আসিতেছে—শুন কান পেতে—
কত গান, সেই মহা-রঙ্গভূমি হ'তে।
কত যৌবনের হাসি, কত উৎসবের বাঁশি,
তরঙ্গের কলধ্বনি প্রমোদের স্রোতে।
কত মিলনের গীত, বিরহের শ্বাস,
তুলেছে মর্ম্মর তান বসন্ত-বাতাস,
সংসারের কোলাহল ভেদ করি' অবিরল
লক্ষ নব কবি ঢালে প্রাণের উচ্ছ্বাস।

ওই দূর খেলাঘরে খেলাইছ কা'রা ?
উঠেছে মাথার পরে আমাদেরি তারা।
আমাদেরি ফুলগুলি সেথাও নাচিছে দুলি',
আমাদেরি পাখীগুলি গেয়ে হ'ল সারা।
ওই দূর খেলাঘরে করে আনাগোনা
হাসে কাঁদে কত কে যে নাহি যায় গণা।
আমাদের পানে, হায়, ভুলেও ত নাহি চায়,
মোদের ওরা ত কেউ নাম ধরিবে না।
ওই সব মধুমুখ অমৃত-সদন,
না জানিরে আর কা'রা করিবে চুম্বন।
সরমময়ীর পাশে বিজড়িত আধ-ভাষে
আমরা ত শুনাব না প্রাণের বেদন।

ভবিষ্যতের রঙ্গভূমি

আমাদের খেলাঘরে কা'রা খেলাইছ ?
সাঙ্গ না হইতে খেলা   চলে' এনু সন্ধ্যাবেলা,
ধূলির সে ঘর ভেঙে কোথা ফেলাইছ।
হোথা, যেথা বসিতাম মোরা দুই জন,
হাসিয়া কাঁদিয়া হ'ত মধুর মিলন,
মাটিতে কাটিয়া রেখা   কত লিখিতাম লেখা,
কে তোরা মুছিলি সেই সাধের লিখন।
সুধাময়ী মেয়েটি সে হোথায় লুটিত,
চুমো খেলে হাসিটুকু ফুটিয়া উঠিত।
তাইরে মাধবীলতা   মাথা তুলেছিল হোথা ;
ভেবেছিনু চিরদিন র'বে মুকুলিত।
কোথায়রে—কে তাহারে করিলি দলিত ?
ওই যে শুকানো ফুল ছুঁড়ে ফেলে দিলে,
উহার মরম কথা বুঝিতে নারিলে।
ও যেদিন ফুটেছিল,   নব রবি উঠেছিল,
কানন মাতিয়াছিল বসন্ত-অনিলে।
ওই যে শুকায় চাঁপা পড়ে' একাকিনী,
তোমরা ত জানিবে না উহার কাহিনী।
কবে কোন্ সন্ধ্যেবেলা   ওরে তুলেছিল বালা,
ওরি মাঝে বাজে কোন্ পূরবী রাগিণী।
যারে দিয়েছিল ওই ফুল উপহার,
কোথায় সে গেছে চলে' সে ত নেই আর।

একটু কুসুমকণা তাও নিতে পারিল না,
ফেলে রেখে যেতে হ'ল মরণের পার।
কত সুখ, কত ব্যথা সুখের দুখের কথা
মিশিছে ধূলির সাথে ফুলের মাঝার।

মিছে শোক, মিছে এই বিলাপ কাতর,
সম্মুখে রয়েছে পড়ে' যুগ-যুগান্তর।

মথুরায়

মিশ্র কাফি—একতালা

বাঁশরি বাজাতে চাহি বাঁশরি বাজিল কই ?
বিহরিছে সমীরণ, কুহরিছে পিকগণ,
মথুরায় উপবন কুসুমে সাজিল ওই।
বাঁশরি বাজাতে চাহি বাঁশরি বাজিল কই ?

বিকচ বকুল ফুল দেখে যে হতেছে ভুল,
কোথাকার অলিকুল গুঞ্জরে কোথায়।
এ নহে কি বৃন্দাবন ? কোথা সেই চন্দ্রানন,
ওই কি নূপুর-ধ্বনি বন-পথে শুনা যায় ?
একা আছি বনে বসি', পীতধড়া পড়ে খসি',
সোঙরি সে মুখ-শশী পরাণ মজিল সই।
বাঁশরি বাজাতে চাহি বাঁশরি বাজিল কই ?

একবার রাধে রাধে ডাক্‌ বাঁশি মনোসাধে,
আজি এ মধুর চাঁদে মধুর যামিনী ভায়।
কোথা সে বিধুরা বালা, মলিন মালতী-মালা,
হৃদয়ে বিরহ-জ্বালা, এ নিশি পোহায়, হায় !
কবি যে হ'ল আকুল, এ কি রে বিধির ভুল ?
মথুরায় কেন ফুল ফুটেছে আজি লো সই !
বাঁশরি বাজাতে গিয়ে বাঁশরি বাজিল কই ?

বনের ছায়া

কোথারে তরুর ছায়া, বনের শ্যামল স্নেহ ?
তট-তরু কোলে কোলে সারাদিন কলরোলে
স্রোতস্বিনী যায় চলে' সুদূরে সাধের গেহ ;
কোথারে তরুর ছায়া বনের শ্যামল স্নেহ।
কোথারে সুনীল দিশে বনান্ত রয়েছে মিশে,
অনন্তের অনিমিষে নয়ন নিমেষ-হারা।
দূর হ'তে বায়ু এসে চলে' যায় দূর-দেশে,
গীত গান যায় ভেসে কোন্ দেশে যায় তা'রা।
হাসি, বাঁশি, পরিহাস, বিমল সুখের শ্বাস,
মেলা-মেশা বারো মাস নদীর শ্যামল তীরে ;
কেহ খেলে, কেহ দোলে, ঘুমায় ছায়ার কোলে,
বেলা শুধু যায় চলে' কুলুকুলু নদীনীরে।
বকুল কুড়োয় কেহ, কেহ গাঁথে মালাখানি ;
ছায়াতে ছায়ার প্রায়, বসে' বসে' গান গায়,
করিতেছে কে কোথায় চুপি চুপি কানাকানি।
খুলে গেছে চুলগুলি, বাঁধিতে গিয়েছে ভুলি',
আঙুলে ধরেছে তুলি' আঁখি পাছে ঢেকে যায়,
কাঁকন খসিয়া গেছে খুঁজিছে গাছের ছায়।

বনের ছায়া

বনের মর্ম্মের মাঝে বিজনে বাঁশরি বাজে,
তারি সুরে মাঝে মাঝে ঘুঘু দুটি গান গায়।
ঝুরু ঝুরু কত পাতা গাহিছে বনের গাথা,
কত না মনের কথা তারি সাথে মিশে যায়।
লতাপাতা কতশত খেলে কাঁপে কত মত,
ছোট ছোট আলোছায়া ঝিকিমিকি বন ছেয়ে,
তারি সাথে তারি মত খেলে কত ছেলেমেয়ে।

কোথায় সে গুন্ গুন্ ঝর ঝর মরমর,
কোথা সে মাথার পরে লতাপাতা থরথর।
কোথায় সে ছায়া আলো, ছেলেমেয়ে, খেলাধূলি,
কোথা সে ফুলের মাঝে এলোচুলে হাসিগুলি!
কোথারে সরল প্রাণ, গভীর আনন্দ গান,
অসীম শান্তির মাঝে প্রাণের সাধের গেহ,
তরুর শীতল ছায়া বনের শ্যামল স্নেহ।

কোথায়

হায়, কোথা যাবে !
অনন্ত অজানা দেশ, নিতান্ত যে একা তুমি,
পথ কোথা পাবে ?
হায়, কোথা যাবে

কঠিন বিপুল এ জগৎ,
খুঁজে নেয় যে যাহার পথ।
স্নেহের পুতলি তুমি সহসা অসীমে গিয়ে
কার মুখে চাবে ?
হায়, কোথা যাবে।

মোরা কেহ সাথে রহিব না,
মোরা কেহ কথা কহিব না।
নিমেষ যেমনি যাবে, আমাদের ভালবাসা
আর নাহি পাবে।
হায়, কোথা যাবে।

মোরা বসে' কাঁদিব হেথায়,
শূন্যে চেয়ে ডাকিব তোমায় ;
মহা সে বিজন মাঝে হয় ত বিলাপধ্বনি
মাঝে মাঝে শুনিবারে পাবে,
হায়, কোথা যাবে।

কোথায়

দেখ, এই ফুটিয়াছে ফুল,
বসন্তেরে করেছে আকুল ;
পুরানো সুখের স্মৃতি বাতাস আনিছে নিতি
কত স্নেহভাবে,
হায়, কোথা যাবে।

খেলাধূলা পড়ে না কি মনে,
কত কথা স্নেহের স্মরণে ?
সুখে দুখে শত ফেরে সে কথা জড়িত যে রে
সেও কি ফুরাবে ?
হায়, কোথা যাবে !

চির দিন তরে হবে পর,
এ ঘর র'বে না তব ঘর।
যারা ওই কোলে যেত তারাও পরের মত,
বারেক ফিরেও নাহি চাবে ?
হায়, কোথা যাবে।

হায়, কোথা যাবে !
যাবে যদি, যাও যাও অশ্রু তবে মুছে যাও,
এইখানে দুঃখ রেখে যাও।
যে বিশ্রাম চেয়েছিলে, তাই যেন সেথা মিলে,
আরামে ঘুমাও।

শান্তি

থাক্ থাক্ চুপ কর্ তোরা, ও আমার ঘুমিয়ে পড়েছে
আবার যদি জেগে ওঠে বাছা কান্না দেখে কান্না পাবে যে।
কত হাসি হেসে গেছে ও, মুছে গেছে কত অশ্রুধার,
হেসে কেঁদে আজ ঘুমালো, ওরে তোরা কাঁদাস্‌নে আর।

কত রাত গিয়েছিল হায়, বয়েছিল বসন্তের বায়,
পূবের জানালাখানি দিয়ে চন্দ্রালোক পড়েছিল গায় ;
কত রাত গিয়েছিল হায়, দূর হ'তে বেজেছিল বাঁশি,
স্বরগুলি কেঁদে ফিরেছিল বিছানার কাছে কাছে আসি'।
কত রাত গিয়েছিল হায় কোলেতে শুকানো ফুলমালা
নত মুখে উলটি পালটি চেয়ে চেয়ে কেঁদেছিল বালা।
কতদিন ভোরে শুকতারা উঠেছিল ওর আঁখি পরে,
সমুখের কুসুম কাননে ফুল ফুটেছিল থরে থরে।
একটি ছেলেরে কোলে নিয়ে বলেছিল সোহাগের ভাষা,
কারেও বা ভালবেসেছিল, পেয়েছিল কারো ভালবাসা।
হেসে হেসে গলাগলি করে' খেলেছিল যাহাদের নিয়ে,
আজো তারা ওই খেলা করে, ওর খেলা গিয়েছে ফুরিয়ে।
সেই রবি উঠেছে সকালে ফুটেছে সমুখে সেই ফুল,
ও কখন্ খেলাতে খেলাতে মাঝখানে ঘুমিয়ে আকুল।
শ্রান্ত দেহ, নিস্পন্দ নয়ন, ভুলে গেছে হৃদয়-বেদনা।
চুপ করে' চেয়ে দেখ ওরে—থাম' থাম', হেস না, কেঁদ না

পাষাণী মা

হে ধরণী, জীবের জননী
শুনেছি যে মা তোমায় বলে,
তবে কেন সবে তোর কোলে
কেঁদে আসে কেঁদে যায় চলে'
তবে কেন তোর কোলে এসে
সন্তানের মেটে না পিপাসা।
কেন চায়—কেন কাঁদে সবে,
কেন কেঁদে পায় না ভালবাসা
কেন হেথা পাষাণ পরাণ,
কেন সবে নীরস নিষ্ঠুর।
কেঁদে কেঁদে দুয়ারে যে আসে
কেন তারে করে' দেয় দূর্।
কাঁদিয়া যে ফিরে চলে' যায়,
তা'র তরে কাঁদিস্‌নে কেহ,
এই কি, মা, জননীর প্রাণ,
এই কি, মা, জননীর স্নেহ?

হৃদয়ের ভাষা

হৃদয়, কেন গো মোরে ছলিছ সতত,
আপনার ভাষা তুমি শিখাও আমায়।
প্রত্যহ আকুল কণ্ঠে গাহিতেছি কত,
ভগ্ন বাঁশরিতে শ্বাস করে হায় হায়!
সন্ধ্যাকালে নেমে যায় নীরব তপন
সুনীল আকাশ হ'তে সুনীল সাগরে।
আমার মনের কথা, প্রাণের স্বপন
ভাসিয়া উঠিছে যেন আকাশের পরে।
ধ্বনিছে সন্ধ্যার মাঝে কার শান্ত বাণী,
ও কি রে আমারই গান? ভাবিতেছি তাই।
প্রাণের যে কথাগুলি আমি নাহি জানি,
সে কথা কেমন করে' জেনেছে সবাই।
মোর হৃদয়ের গান সকলেই গায়,
গাহিতে পারিনে তাহা আমি শুধু হায়!

বিদেশী ফুলের গুচ্ছ

শেলি

১

মধুর সূর্য্যের আলো, আকাশ বিমল,
সঘনে উঠিছে নাচি' তরঙ্গ উজ্জ্বল।
মধ্যাহ্নের স্বচ্ছ করে
সাজিয়াছে থরে থরে
ক্ষুদ্র নীল দ্বীপগুলি, শুভ্র-শৈল-শির;
কাননে কুঁড়িরে ঘিরি',
পড়িতেছে ধীরি ধীরি
পৃথিবীর অতি মৃদু নিশ্বাস সমীর।
একই আনন্দে যেন গায় শত প্রাণ;
বাতাসের গান আর পাখীদের গান,
সাগরের জলরব
পাখীদের কলরব
এসেছে কোমল হয়ে' স্তব্ধতার সঙ্গীত সমান।

আমি দেখিতেছি চেয়ে সমুদ্রের জলে
শৈবাল বিচিত্র বর্ণ ভাসে দলে দলে।

আমি দেখিতেছি চেয়ে,
উপকূলপানে ধেয়ে
মুঠি মুঠি তারাবৃষ্টি করে ঢেউগুলি।
বিরলে বালুকাতীরে
একা বসে' রয়েছিরে,
চারিদিকে চমকিছে জলের বিজুলী।
তালে তালে ঢেউগুলি করিছে উত্থান,
তাই হ'তে উঠিতেছে কি একটি তান।
মধুর ভাবের ভরে
হৃদয় কেমন করে
আমার সে ভাব আজি বুঝিবে কি আর কোনো প্রাণ?

৩

হায় মোর নাই আশা, নাইক আরাম,
ভিতরে নাইক শান্তি বাহিরে বিরাম।
নাই সে সন্তোষধন—
জ্ঞানী ঋষি যোগিগণ
ধ্যান সাধনায় যাহা পায় করতলে;
আনন্দ-মগন মন
করে তারা বিচরণ
বিমল মহিমালোক অন্তরেতে জ্বলে।

নাই যশ, নাই প্রেম, নাই অবসর ;
পূর্ণ করে' আছে এরা সকলেরি ঘর,
স্থখে তা'রা হাসে খেলে,
স্থখের জীবন বলে',
আমার কপালে বিধি লিখিয়াছে আরেক অক্ষর।

৪

কিন্তু নিরাশাও শান্ত হয়েছে এমন,
যেমন বাতাস এই সলিল যেমন।
মনে হয় মাথা থুয়ে
এই খানে থাকি শুয়ে,
অতিশয় শ্রান্তকায় শিশুটির মত,
কাঁদিয়া দুঃখের প্রাণ
করে' দিই অবসান
যে দুঃখ বহিতে হবে, বহিয়াছি কত।
আসিবে ঘুমের মত মরণের কোল,
ধীরে ধীরে হিম হয়ে' আসিবে কপোল।
মুমূর্ষু শ্রবণতলে
মিশাইবে পলে পলে
সাগরের অবিরাম একতান অন্তিম কল্লোল।

ব্রাউনিং জায়া

সারাদিন গিয়েছিনু বনে,
ফুলগুলি তুলেছি যতনে।
প্রাতে মধুপানে রত
মুগ্ধ মধুপের মত
গান গাহিয়াছি আন্‌মনে।

এখন চাহিয়া দেখি, হায়,
ফুলগুলি শুকায় শুকায়।
যত চাপিলাম মুঠি
পাপ্‌ড়িগুলি গেল টুটি',
কান্না ওঠে, গান থেমে যায়।

কি বলিছ সখা হে আমার,
ফুল নিতে যাব কি আবার ?
থাক্ বঁধু, থাক্ থাক্,
আর কেহ যায় যাক্,
আমি ত যাব না কভু আর।

শ্রান্ত এ হৃদয় অতি দীন,
পরাণ হয়েছে বলহীন।
ফুলগুলি মুঠা ভরি'
মুঠায় রহিবে মরি,
আমি না মরিব যতদিন।

আর্নেষ্ট্‌ মায়ার্স্‌

আমায় রেখো না ধরে' আর
আর হেথা ফুল নাহি ফুটে।
হেমন্তের পড়িছে নীহার,
আমায় রেখো না ধরে' আর।
যাই হেথা হ'তে যাই উঠে,
আমার স্বপন গেছে টুটে।
কঠিন পাষাণ পথে
যেতে হবে কোনোমতে
পা দিয়েছি যবে।
একটি বসন্ত রাতে
ছিলে তুমি মোর সাথে,
পোহাল ত, চলে' যাও তবে।

ওব্রে ডি ভিয়র

প্রভাতে একটি দীর্ঘশ্বাস
একটি বিরল অশ্রুবারি
ধীরে ওঠে, ধীরে ঝরে' যায় ;

শুনিলে তোমার নাম আজ,
কেবল একটুখানি লাজ—
এই শুধু বাকি আছে হায় !
আর সব পেয়েছে বিনাশ।
এককালে ছিল যে আমারি,
গেছে আজ করি' পরিহাস।

অগষ্টা ওয়েব্‌ষ্টার

গোলাপ হাসিয়া বলে, "আগে বৃষ্টি যাক্ চলে',
দিক্ দেখা তরুণ তপন,
তখন ফুটাব এ যৌবন।"
গেল মেঘ, এল ঊষা, আকাশের আঁখি হ'তে
মুছে দিল বৃষ্টি বারিকণা
সেত রহিল না।
কোকিল ভাবিছে মনে, "শীত যাবে কতক্ষণে,
গাছপালা ছাইবে মুকুলে,
তখন গাহিব মন খুলে।"
কুয়াশা কাটিয়া যায়— বসন্ত হাসিয়া চায়,
কানন কুসুমে ভরে' গেল,
সে যে মরে' গেল।

ঐ

এত শীঘ্র ফুটিলি কেনরে ?
ফুটিলে পড়িতে হয় ঝরে' ;
মুকুলের দিন আছে তবু,
ফোটা ফুল ফোটে না ত আর।
বড় শীঘ্র গেলি মধু মাস,
দুদিনেই ফুরাল নিশ্বাস ;
বসন্ত আবার আসে বটে,
গেলে যে সে ফেরে না আবার।

মার্স্‌ষ্টন্‌

হাসির সময় বড় নেই,
দুদণ্ডের তরে গান গাওয়া ;
নিমেষের মাঝে চুমো খেয়ে
মুহূর্ত্তে ফুরাবে চুমো খাওয়া।
বেলা নাই শেষ করিবারে
অসম্পূর্ণ প্রেমের মন্ত্রণা ;
সুখস্বপ্ন পলকে ফুরায়,
তার পরে জাগ্রত যন্ত্রণা।
কিছুক্ষণ কথা কয়ে' লও,
তাড়াতাড়ি দেখে লও মুখ ;

দুদণ্ডের খোঁজ দেখাশুনা,
ফুরাইবে খুঁজিবার সুখ।
বেলা নাই কথা কহিবারে
যে কথা কহিতে ফাটে প্রাণ ;
দেবতারে দুটো কথা বলে'
পূজার সময় অবসান।
কাঁদিতে রয়েছে দীর্ঘ দিন,
জীবন করিতে মরুময়,
ভাবিতে রয়েছে চিরকাল,
ঘুমাইতে অনন্ত সময়।

ভিক্টর হ্যুগো

বেঁচেছিল, হেসে হেসে,
খেলা করে' বেড়াত সে,
হে প্রকৃতি, তারে নিয়ে কি হ'ল তোমার ?
শত রঙ্-করা পাখী
তোর কাছে ছিল না কি ?
কত তারা, বন, সিন্ধু, আকাশ অপার।
জননীর কোল হ'তে কেন তবে কেড়ে নিলি।
লুকায়ে ধরার কোলে ফুল দিয়ে ঢেকে দিলি।

শত-তারা-পুষ্পময়ী
মহতী-প্রকৃতি অয়ি,
না হয় একটি শিশু নিলি চুরি করে'—
অসীম ঐশ্বর্য্য তব
তাহে কি বাড়িল নব ?
নূতন আনন্দ-কণা মিলিল কি ওরে ?
অথচ তোমারি মত বিশাল মায়ের হিয়া,
সব শূন্য হয়ে' গেল একটি সে শিশু গিয়া।

ম্যুর

নিদাঘের শেষ গোলাপ কুসুম
একা বন আলো করিয়া ;
রূপসী তাহার সহচরীগণ
শুকায়ে পড়েছে ঝরিয়া।
একাকিনী আহা, চারিদিকে তার
কোনো ফুল নাহি বিকাশে,
হাসিতে তাহার মিশাইতে হাসি
নিশাস তাহার নিশাসে।
বোঁটার উপরে শুকাইতে তোরে
রাখিব না একা ফেলিয়া,

সবাই ঘুমায়, তুইও ঘুমা'গে
তাহাদের সাথে মিলিয়া।
ছড়ায়ে দিলাম দলগুলি তোর
কুসুম-সমাধি-শয়নে,
যেথা তোর বন-সখীরা সবাই
ঘুমায় মুদিত নয়নে।
তেমনি আমার সখারা যখন
যেতেছেন মোরে ফেলিয়া,
প্রেমহার হ'তে একটি একটি
রতন পড়িছে খুলিয়া,
প্রণয়ি-হৃদয় গেল গো শুকায়ে
প্রিয়জন গেল চলিয়া,
তবে এ আঁধার আঁধার জগতে
রহিব বল কি বলিয়া।

ব্রাউনিং জায়া

ওই আদরের নামে ডেকো সখা মোরে
ছেলেবেলা ওই নামে আমায় ডাকিত,
তাড়াতাড়ি খেলা-ধূলা সব ত্যাগ করে'
অমনি যেতেম ছুটে
কোলে পড়িতাম লুটে,
রাশিকরা ফুলগুলি পড়িয়া থাকিত।

নীরব হইয়া গেছে সে স্নেহের স্বর
কেবল স্তব্ধতা রাজে
আজি এ শ্মশান মাঝে,
কেবল ডাকি গো আমি ঈশ্বর—ঈশ্বর।
মৃত কণ্ঠে আর যাহা শুনিতে না পাই,
সে নাম তোমারি মুখে শুনিবারে চাই।
হাঁ সখা, ডাকিও তুমি সেই নাম ধরে',
ডাকিলেই সাড়া পাবে,
কিছু না বিলম্ব হবে,
তখনি কাছেতে যাব সব ত্যাগ করে'।

ক্রিষ্টিনা রসেটি

কেমনে কি হ'ল পারিনে বলিতে,
এইটুকু শুধু জানি—
নবীন কিরণে ভাসিছে সে দিন
প্রভাতের তনুখানি।
বসন্ত তখনো কিশোর কুমার,
কুঁড়ি উঠে নাই ফুটি'
শাখায় শাখায় বিহগ বিহগী
বসে' আছে দুটি দুটি।

কি যে হয়ে' গেল পারিনে বলিতে,
এইটুকু শুধু জানি—
বসন্তও গেল তা'ও চলে' গেল
একটি না কয়ে' বাণী।
যা-কিছু মধুর সব ফুরাইল,
সেও হল অবসান,
আমারেই শুধু ফেলে রেখে গেল
সুখহীন ম্রিয়মাণ।

———

সুইন্‌বর্ণ্

রবির কিরণ হ'তে আড়াল করিয়া রেখে
মনটি আমার আমি গোলাপে রাখিনু ঢেকে ;
সে বিছানা সুকোমল, বিমল নীহার চেয়ে,
তারি মাঝে মনখানি রাখিলাম লুকাইয়ে।
একটি ফুল না নড়ে, একটি পাতা না পড়ে,
তবু কেন ঘুমায় না, চমকি চমকি চায় ?
ঘুম কেন পাখা নেড়ে উড়িয়ে পালিয়ে যায় ?
আর কিছু নয়, শুধু গোপনে একটি পাখী
কোথা হ'তে মাঝে মাঝে উঠিতেছে ডাকি' ডাকি'।

ঘুমা তুই, ওই দেখ্, বাতাস মুদেছে পাখা,
রবির কিরণ হ'তে পাতায় আছিস্ ঢাকা ;
ঘুমা তুই, ওই দেখ্, তো চেয়ে দুরন্ত বায়
ঘুমেতে সাগর পরে ঢুলে পড়ে পায় পায় ;
দুখের কাঁটায় কি রে বিঁধিতেছে কলেবর ?
বিষাদের বিষ-দাঁতে করিছে কি জরজর ?
কেন তবে ঘুম তোর ছাড়িয়া গিয়াছে আঁখি ?
কে জানে, গোপনে কোথা ডাকিছে একটি পাখী।

শ্যামল কানন এই মোহমন্ত্রজালে ঢাকা,
অমৃত-মধুর ফল ভরিয়ে রয়েছে শাখা ;
স্বপনের পাখীগুলি চঞ্চল ডানাটি তুলি,'
উড়িয়া চলিয়া যায় আঁধার প্রান্তর পরে ;
গাছের শিখর হ'তে ঘুমের সঙ্গীত ঝরে।
নিভৃত কানন পর শুনি না ব্যাধের স্বর,
তবে কেন এ হরিণী চমকায় থাকি' থাকি'।
কে জানে, গোপনে কোথা ডাকিছে একটি পাখী।

———

ক্রিষ্টিনা রসেটি

দেখিনু যে এক আশার স্বপন
শুধু তা স্বপন, স্বপনময়,
স্বপন বই সে কিছুই নয়।
অবশ হৃদয় অবসাদময়,
হারাইয়া সুখ শ্রান্ত অতিশয়
আজিকে উঠিনু জাগি
কেবল একটি স্বপন লাগি।

বীণাটি আমার নীরব হইয়া
গেছে গীত গান ভুলি,
ছিঁড়িয়া টুটিয়া ফেলেছি তাহার
একে একে তারগুলি।
নীরব হইয়া রয়েছে পড়িয়া
সুদূর শ্মশান পরে,
কেবল একটি স্বপন তরে।

থাম্ থাম্ ওরে হৃদয় আমার,
থাম্ থাম্ একেবারে।
নিতান্তই যদি টুটিয়া পড়িবি
একেবারে ভেঙে যা'রে—
এই তোর কাছে মাগি।

আমার জগৎ, আমার হৃদয়
আগে যাহা ছিল এখন্ তা নয়
কেবল একটি স্বপন লাগি।

হুড্

নহে নহে, এ নহে মরণ।
সহসা এ প্রাণপূর্ণ নিশ্বাস বাতাস
নীরবে করে যে পলায়ন,
আলোতে ফুটায় আলো এই আঁখি-তারা
নিবে যায় একদা নিশীথে,
বহে না রুধির নদী,—সুকোমল তনু
ধূলায় মিলায় ধরণীতে,
ভাবনা মিলায় শূন্যে, মৃত্তিকার তলে
রুদ্ধ হয় অমর হৃদয়—
এই মৃত্যু ? এ ত মৃত্যু নয়।
কিন্তু রে পবিত্র শোক যায় না যে দিন
পিরীতির স্মিরিতি-মন্দিরে,
উপেক্ষিত অতীতের সমাধির পরে
তৃণরাজি দোলে ধীরে ধীরে।
মরণ-অতীত চির-নূতন পরাণ
স্মরণে করে না বিচরণ,
সেই বটে সেই ত মরণ !

জাপানী কবিতার ইংরাজি অনুবাদ হইতে

বাতাসে অশথ পাতা পড়িছে খসিয়া,
বাতাসেতে দেবদারু উঠিছে শ্বসিয়া।
দিবসের পরে বসি' রাত্রি মুদে আঁখি,
নীড়েতে বসিয়া যেন পাহাড়ের পাখী।
শ্রান্ত পদে ভ্রমি আমি নগরে নগরে,
বিজন অরণ্য দিয়া পর্ব্বতে সাগরে।
উড়িয়া গিয়াছে সেই পাখীটি আমার,
খুঁজিয়া বেড়াই তারে সকল সংসার।
দিন রাত্রি চলিয়াছি—শুধু চলিয়াছি—
ভুলে যেতে ভুলিয়া গিয়াছি।
আমি যত চলিতেছি রৌদ্র বৃষ্টি বায়ে
হৃদয় আমার তত পড়িছে পিছায়ে।
হৃদয় রে, ছাড়াছাড়ি হ'ল তোর সাথে,
একভাব রহিল না তোমাতে আমাতে।
নীড় বেঁধেছিনু যেথা যা'রে সেইখানে,
একবার ডাক্ গিয়ে আকুল পরাণে।
কে জানে, হ'তেও পারে, সে নীড়ের কাছে
হয়ত পাখীটি মোর লুকাইয়ে আছে।
কেঁদে কেঁদে বৃষ্টি জলে আমি ভ্রমিতেছি,
ভুলে যেতে ভুলিয়ে গিয়েছি।

বিদেশী ফুলের গুচ্ছ

দেশের সবাই জানে কাহিনী আমার,
বলে তা'রা "এত প্রেম আছে বা কাহার।"
পাখী সে পালায়ে গেছে কথাটি না বলে',
এমন ত সব পাখী উড়ে যায় চলে'।
চিরদিন তা'রা কভু থাকে না সমান,
এমন ত কত শত রয়েছে প্রমাণ।
ডাকে, আর গায়, আর উড়ে যায় পরে,
এ ছাড়া বল ত তা'রা আর কিবা করে?
পাখী গেল যার, তার এক দুঃখ আছে—
ভুলে যেতে ভুলে সে গিয়াছে।
সারাদিন দেখি আমি উড়িতেছে কাক,
সারারাত শুনি আমি পেচকের ডাক।
চন্দ্র উঠে অস্ত যায় পশ্চিম সাগরে,
পূরবে তপন উঠে জলদের স্তরে।
পাতা ঝরে, শুভ্র রেণু উড়ে চারিধার,
বসন্ত মুকুল এ কি? অথবা তুষার?
হৃদয় বিদায় লই এবে তোর কাছে—
বিলম্ব হইয়া গেল—সময় কি আছে?
শান্ত হ'রে—একদিন সুখী হ'বি তবু
মরণ সে ভুলে যেতে ভোলে না ত কভু।

বিষ্টি পড়ে টাপুর্ টুপুর্

দিনের আলো নিবে এল, সূয্যি ডোবে-ডোবে।
আকাশ ঘিরে মেঘ জুটেছে চাঁদের লোভে লোভে
মেঘের উপর মেঘ করেছে, রঙের উপর রঙ।
মন্দিরেতে কাঁশর ঘণ্টা বাজ্‌ল ঠং ঠং।
ও পারেতে বিষ্টি এল ঝাপ্‌সা গাছপালা।
এ পারেতে মেঘের মাথায় এক্‌শো মাণিক জ্বালা
বাদ্‌লা হাওয়ায় মনে পড়ে ছেলেবেলার গান—
"বিষ্টি পড়ে টাপুর্ টুপুর্ নদেয় এল বান।"

আকাশ জুড়ে মেঘের খেলা, কোথায় বা সীমানা!
দেশে দেশে খেলে বেড়ায় কেউ করে না মানা।
কত নতুন ফুলের বনে বিষ্টি দিয়ে যায়;
পলে পলে নতুন খেলা কোথায় ভেবে পায়।
মেঘের খেলা দেখে কত খেলা পড়ে মনে,
কত দিনের নুকোচুরী কত ঘরের কোণে।
তারি সঙ্গে মনে পড়ে ছেলেবেলার গান—
"বিষ্টি পড়ে টাপুর্ টুপুর্ নদেয় এল বান।"

বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর

মনে পড়ে ঘরটি আলো মায়ের হাসিমুখ,
মনে পড়ে মেঘের ডাকে গুরুগুরু বুক।
বিছানাটির একটি পাশে ঘুমিয়ে আছে খোকা,
মায়ের পরে দৌরাত্মি, সে না যায় লেখাজোকা।
ঘরেতে দুরন্ত ছেলে করে দাপাদাপি,
বাইরেতে মেঘ ডেকে ওঠে সৃষ্টি ওঠে কাঁপি'।
মনে পড়ে মায়ের মুখে শুনেছিলেম গান—
"বিষ্টি পড়ে টাপুর্ টুপুর্ নদেয় এল বান।"

মনে পড়ে সুয়োরাণী দুয়োরাণীর কথা,
মনে পড়ে অভিমানী কঙ্কাবতীর ব্যথা,
মনে পড়ে ঘরের কোণে মিটিমিটি আলো,
চারিদিকের দেয়ালেতে ছায়া কালো কালো;
বাইরে কেবল জলের শব্দ ঝুপ্ ঝুপ্ ঝুপ্—
দস্যি ছেলে গল্প শোনে একেবারে চুপ্;
তারি সঙ্গে মনে পড়ে মেঘ্‌লা দিনের গান—
"বিষ্টি পড়ে টাপুর্ টুপুর্ নদেয় এল বান।"

কবে বিষ্টি পড়েছিল, বাণ এল সে কোথা?
শিবুঠাকুরের বিয়ে হ'ল কবেকার সে কথা?

সে দিনো কি এম্‌নিতর মেঘের ঘটাখানা ?
থেকে থেকে বিজুলী কি দিতেছিল হানা ?
তিন কন্যে বিয়ে করে' কি হ'ল তার শেষে ?
না জানি কোন্ নদীর ধারে, না জানি কোন্ দেশে,
কোন্ ছেলেরে ঘুম পাড়াতে কে গাহিল গান—
"বিষ্টি পড়ে টাপুর্ টুপুর্ নদেয় এল বান।"

সাত ভাই চম্পা

সাতটি চাঁপা সাতটি গাছে, সাতটি চাঁপা ভাই ;
রাঙা-বসন পারুল দিদি, তুলনা তার নাই।
সাতটি সোনা চাঁপার মধ্যে সাতটি সোনা মুখ,
পারুল দিদির কচি মুখটি কর্চ্ছে টুক্‌টুক্।
ঘুমটি ভাঙে পাখীর ডাকে রাতটি যে পোহালো,
ভোরের বেলা চাঁপায় পড়ে চাঁপার মত আলো।
শিশির দিয়ে মুখটি মেজে মুখখানি বের করে',
কি যে দেখ্‌চে সাত ভায়েতে সারা সকাল ধরে'।

দেখ্‌চে চেয়ে ফুলের বনে গোলাপ ফোটে-ফোটে,
পাতায় পাতায় রোদ পড়েছে, চিক্‌চিকিয়ে ওঠে।
দোলা দিয়ে বাতাস পালায় দুষ্টু ছেলের মত,
লতায় পাতায় হেলাদোলা কোলাকুলি কত।
গাছটি কাঁপে নদীর ধারে ছায়াটি কাঁপে জলে,
ফুলগুলি সব কেঁদে পড়ে শিউলি গাছের তলে।
ফুলের থেকে মুখ বাড়িয়ে দেখ্‌তেচে ভাই বোন্,
দুখিনী এক মায়ের তরে আকুল হ'ল মন।

সারাটা দিন কেঁপে কেঁপে পাতার ঝুরু ঝুরু,
মনের সুখে বনের যেন বুকের দুরু দুরু।
কেবল শুনি কুলু কুলু এ কি ঢেউয়ের খেলা,
বনের মধ্যে ঘুঘু ডাকে সারা দুপুর বেলা।
মৌমাছি সে গুন্‌গুনিয়ে খুঁজে বেড়ায় কা'কে,
ঘাসের মধ্যে ঝিঁঝিঁ করে' ঝিঁঝিঁ পোকা ডাকে।
ফুলের পাতায় মাথা রেখে শুন্‌তেচে ভাই বোন,
মায়ের কথা মনে পড়ে' আকুল করে মন।

মেঘের পানে চেয়ে দেখে মেঘ চলেছে ভেসে,
পাখীগুলি উড়ে উড়ে চলেছে কোন্ দেশে।
প্রজাপতির বাড়ি কোথায় জানে না ত কেউ ;
সমস্ত দিন কোথায় চলে লক্ষ হাজার ঢেউ।
দুপুর বেলা থেকে থেকে উদাস হ'ল বায়,
শুক্‌নো পাতা খসে' পড়ে' কোথায় উড়ে যায়।
ফুলের মাঝে গালেতে হাত দেখ্‌তেচে ভাই বোন,
মায়ের কথা পড়চে মনে কাঁদ্‌চে পরাণ মন।

সন্ধ্যে হ'লে জোনাই জ্বলে পাতায় পাতায়,
অশথ গাছে দুটি তারা গাছের মাথায়।
বাতাস বওয়া বন্ধ হ'ল স্তব্ধ পাখীর ডাক,
থেকে থেকে করচে কা কা দুটো-একটা কাক।

সাত ভাই চম্পা

পশ্চিমেতে ঝিকিমিকি, পূবে আঁধার করে,
সাতটি ভায়ে গুটিসুটি চাঁপা ফুলের ঘরে।
"গল্প বল পারুল দিদি" সাতটি চাঁপা ডাকে,
পারুল দিদির গল্প শুনে মনে পড়চে মা'কে।

প্রহর বাজে, রাত হয়েছে, ঝাঁঝাঁ করে বন,
ফুলের মাঝে ঘুমিয়ে প'ল আটটি ভাই বোন।
সাতটি তারা চেয়ে আছে সাতটি চাঁপার বাগে,
চাঁদের আলো সাতটি ভায়ের মুখের পরে লাগে।
ফুলের গন্ধে ঘিরে আছে সাতটি ভায়ের তনু—
কোমল শয্যা কে পেতেছে সাতটি ফুলের রেণু।
ফুলের মধ্যে সাত ভায়েতে স্বপন দেখে মা'কে,
সকাল বেলা "জাগো জাগো" পারুল দিদি ডাকে।

———

পুরানো বট

লুটিয়ে পড়ে জটিল জটা,
ঘন পাতার গহন ঘটা,
হেথা হোথায় রবির ছটা,
পুকুর ধারে বট।
দশ দিকেতে ছড়িয়ে শাখা,
কঠিন বাহু আঁকা বাঁকা,
স্তব্ধ যেন আছ আঁকা,
শিরে আকাশ পট।

নেবে নেবে গেছে জলে
শিকড়গুলো দলে দলে,
সাপের মত রসাতলে
আলয় খুঁজে মরে।
শতেক শাখা-বাহু তুলি'
বায়ুর সাথে কোলাকুলি
আনন্দেতে দোলাদুলি
গভীর প্রেমভরে।

পুরানো বট

ঝড়ের তালে নড়ে মাথা,
কাঁপে লক্ষ কোটি পাতা,
আপন মনে কি গাও গাথা,
দুলাও মহাকায়া।
তড়িৎ পাশে উঠে হেসে
ঝড়ের বেলা ঝটিৎ এসে;
দাঁড়িয়ে থাকে এলোকেশে
তলে গভীর ছায়া।
দখিন বায়ু তোমার কোলে
তোমার বাহু পরে দোলে,
গান গাহে সে উতরোলে,
ঘুমিয়ে তবে থামে।
পাতার ফাঁকে তারা ফুটে,
পাতার কোলে বাতাস লুটে,
ডাইনে তব প্রভাত উঠে,
সন্ধ্যা টুটে বামে।
নিশি-দিসি দাঁড়িয়ে আছ
মাথায় লয়ে জট,
ছোট ছেলেটি মনে কি পড়ে
ওগো প্রাচীন বট?
কতই শাখী তোমার শাখে
বসে' যে চলে' গেছে,

ছোট ছেলেরে তাদেরি মত
ভুলে কি যেতে আছে ?
তোমার মাঝে হৃদয় তারি
বেঁধেছিল যে নীড়,
ডালপালাতে সাধগুলি তার
কত করেছে ভিড় ।
মনে কি নেই সারাটা দিন
বসিয়ে বাতায়নে,
তোমার পানে রইত চেয়ে
অবাক্ দু-নয়নে ?
তোমার তলে মধুর ছায়া
তোমার তলে ছুটি,
তোমার তলে নাচ্‌ত বসে’
শালিখ পাখী দুটি ।
ভাঙা ঘাটে নাইত কা’রা
তুল্‌ত কা’রা জল,
পুকুরেতে ছায়া তোমার
কর্‌ত টলমল ।
জলের উপর রোদ পড়েছে
সোনামাখা মায়া,
ভেসে বেড়ায় দুটি সে হাঁস
দুটি হাঁসের ছায়া ।

পুরানো বট

ছোট ছেলে রইত চেয়ে
বাসনা অগাধ,
মনের মধ্যে খেলাত তার
কত খেলার সাধ।

বায়ুর মত খেল্‌ত যদি
তোমার চারিভিতে,
ছায়ার মত শুত যদি
তোমার ছায়াটিতে।

পাখীর মত উড়ে যেত
উড়ে আস্‌ত ফিরে,
হাঁসের মত ভেসে যেত
তোমার তীরে তীরে।

নাইচে যারা তাদের মত
নাইতে যেত যদি,
জল আন্‌তে যেত পথে
কোথায় গঙ্গা নদী।

খেল্‌ত যে সব ছেলেগুলি
ডাক্‌ত যদি তারে,
তাদের সাথে খেল্‌ত সুখে
তাদের ঘরে দ্বারে।

মনে হ'ত তোমার ছায়ে
কতই কি যে আছে,
কাদের যেন ঘুম পাড়াতে
ঘুঘু ডাক্‌ত গাছে।
মনে হ'ত তোমার মাঝে
কাদের যেন ঘর।
আমি যদি তাদের হতেম,
কেন হলেম পর?
ছায়ার তলে তা'রা থাকে
পাতার ঝরঝরে,
গুন্‌গুনিয়ে সবাই মিলে
কতই যে গান করে।
দূরে বাজে মূলতানে তান
পড়ে' আসে বেলা,
ঘাসে বসে' দেখে তা'রা
আলো ছায়ার খেলা।
সন্ধ্যে হলে বেণী বাঁধে
তাদের মেয়েগুলি,
ছেলেরা সব দোলায় বসে'
খেলায় দুলি' দুলি'।
গহিন রাতে দখিন বাতে
নিঝুম চারিভিত,

পুরানো বট

চাঁদের আলোয় শুভ্রতনু—
ঝিমি ঝিমি গীত।
ওখানেতে পাঠশালা নেই,
পণ্ডিত মশাই,
বেত হাতে নাইক বসে'
মাধব গোঁসাই।
সারাটা দিন ছুটি কেবল,
সারাটা দিন খেলা,
পুকুর ধারে আঁধার-করা
বট গাছের তলা!

আজকে কেন নাইক তারা,
আছে আর সকলে,
তা'রা তাদের বাসা ভেঙে
কোথায় গেছে চলে।
ছায়ার মধ্যে মায়া ছিল
ভেঙে দিল কে?
ছায়া কেবল রৈল পড়ে,
কোথায় গেল সে?
ডালে বসে' পাখীরা আজ
কোন্ প্রাণেতে ডাকে?

রবির আলো কাদের খোঁজে
পাতার ফাঁকে ফাঁকে ?
গল্প যত ছিল যেন
তোমার খোপে খাপে,
পাখীর সঙ্গে মিলেমিশে
ছিল চুপেচাপে,—
দুপুর বেলা নূপুর তাদের
বাজ্‌ত অনুক্ষণ,
শুনে ছোট ভাই ভগিনীর
আকুল হ'ত মন।
ছেলেবেলায় ছিল তা'রা,
কোথায় গেল শেষে।
গেছে বুঝি ঘুমপাড়ানি
মাসিপিসির দেশে।

———

হাসিরাশি

নাম রেখেছি বাব্‌লা রাণী, একরত্তি মেয়ে।
হাসিখুসি চাঁদের আলো মুখটি আছে ছেয়ে।
ফুটফুটে তার দাঁত ক'খানি পুট্‌পুটে তার ঠোঁট্‌।
মুখের মধ্যে কথাগুলি সব্‌ উলোট পালোট্‌।
কচি কচি হাত দুখানি, কচি কচি মুঠি,
মুখ নেড়ে কেউ কৈলে কথা হেসেই কুটিকুটি।
তাই তাই তাই তালি দিলে দুলে দুলে নড়ে,
চুলগুলি সব কালো কালো মুখে এসে পড়ে।
"চলি—চলি—পা—পা" টলি' টলি' যায়,
গরবিণী হেসে হেসে আড়ে আড়ে চায়।
হাতটি তুলে চুড়ি দু-গাছি দেখায় যাকে তাকে,
হাসির সঙ্গে নেচে নেচে নোলক দোলে নাকে।
রাঙা দুটি ঠোঁটের কাছে মুক্ত' আছে ফলে',
মায়ের চুমোখানি যেন মুক্ত' হয়ে দোলে।
আকাশেতে চাঁদ দেখেছে দুহাত তুলে চায়,
মায়ের কোলে দুলে দুলে ডাকে আয় আয়।
চাঁদের আঁখি জুড়িয়ে গেল তার মুখেতে চেয়ে,
চাঁদ ভাবে কোথেকে এল চাঁদের মত মেয়ে!

কচি প্রাণের হাসিখানি চাঁদের পানে ছোটে,
চাঁদের মুখের হাসি আরো বেশি ফুটে ওঠে।
এমন সাধের ডাক শুনে চাঁদ কেমন করে' আছে,
তারাগুলি ফেলে বুঝি নেমে আস্‌বে কাছে।
সুধামুখের হাসিখানি চুরি করে' নিয়ে
রাতারাতি পালিয়ে যাবে মেঘের আড়াল দিয়ে।
আমরা তারে রাখ্‌ব ধরে' রাণীর পাশেতে।
হাসিরাশি বাঁধা র'বে হাসিরাশিতে।

মা লক্ষ্মী

কার পানে, মা, চেয়ে আছ
মেলি' দুটি করুণ আঁখি ?
কে ছিঁড়েছে ফুলের পাতা,
কে ধরেছে বনের পাখী ?
কে কারে কি বলেছে গো,
কার প্রাণে বেজেছে ব্যথা,
করুণায় যে ভরে' এল
দুখানি তোর আঁখির পাতা।
খেল্‌তে খেল্‌তে মায়ের আমার,
আর বুঝি হ'ল না খেলা,
ফুলের গুচ্ছ কোলে পড়ে'
কেন মা এই হেলাফেলা।
অনেক দুঃখ আছে হেথায়,
এ জগৎ যে দুঃখে ভরা,
তোমার দুটি আঁখির সুধায়
জুড়িয়ে গেল নিখিল ধরা।
লক্ষ্মী আমার বল্‌ দেখি মা
লুকিয়ে ছিলি কোন্‌ সাগরে,

সহসা আজ কাহার পুণ্যে
উদয় হ'লি মোদের ঘরে ?
সঙ্গে করে' নিয়ে এলি
হৃদয়-ভরা স্নেহের সুধা,
হৃদয় ঢেলে মিটিয়ে যাবি
এ জগতের প্রেমের ক্ষুধা।
থামো, থামো, ওর কাছেতে
কোয়ো না কেউ কঠোর কথা,
করুণ আঁখির বালাই নিয়ে
কেউ কারে দিও না ব্যথা।
সইতে যদি না পারে ও,
কেঁদে যদি চলে' যায়—
এ ধরণীর পাষাণ প্রাণে
ফুলের মত ঝরে' যায়।
ওযে আমার শিশির-কণা,
ওযে আমার সাঁঝের তারা,
কবে এল কবে যাবে,
এই ভয়েতে হইরে সারা।

আহ্বান

অভিমান করে' কোথায় গেলি,
আয় মা ফিরে, আয় মা ফিরে আয়
দিন রাত কেঁদে কেঁদে ডাকি,
আয় মা ফিরে, আয় মা ফিরে আয়
সন্ধ্যে হল, গৃহ অন্ধকার,
মাগো, হেথায় প্রদীপ জ্বলে না,
একে একে সবাই ঘরে এল,
আমায় যে, মা, মা কেউ বলে না।
সময় হ'ল বেঁধে দেব' চুল,
পরিয়ে দেব' রাঙা কাপড়খানি।
সাঁঝের তারা সাঁঝের গগনে—
কোথায় গেল, রাণী আমার রাণী ?
রাত হ'ল যে, আঁধার করে' আসে
ঘরে ঘরে প্রদীপ নিবে যায়।
আমার ঘরে ঘুম নেইক শুধু—
শূন্য নয়ন শূন্য পানেই চায়।
কোথায় দুটি নয়ন ঘুমে ভরা,
নেতিয়ে-পড়া ঘুমিয়ে-পড়া মেয়ে।

শ্রান্ত দেহ ঢুলে ঢুলে পড়ে,
মায়ের তরে আছে তবু চেয়ে।

আঁধার রাতে চলে' গেলি তুই,
আঁধার রাতে চুপি চুপি আয়।
কেউ ত তোরে দেখ্‌তে পাবে না,
তারা শুধু তারার পানে চায়।
পথে কোথাও জনপ্রাণী নেই,
ঘরে ঘরে সবাই ঘুমিয়ে আছে।
মা তোর শুধু একলা দ্বারে বসে',
চুপি চুপি আয় মা মায়ের কাছে।
এ জগৎ যে কঠিন—কঠিন—
কঠিন, শুধু মায়ের প্রাণ ছাড়া,
সেইখানে তুই আয় মা ফিরে আয়,
এত ডাকি, নাই কি তোমার সাড়া?

মায়ের আশা

ফুলের দিনে সে যে চলে' গেল,
ফুল ফোটা সে দেখে গেল না,
ফুলে ফুলে ভরে' গেল বন
একটি সেত পরতে পেল না।
ফুল ত ফোটে, ফুল ত ঝরে' যায়—
ফুল নিয়ে ত আর সকলে পরে,
ফিরে এসে সে যদি দাঁড়ায়,
একটিও যে র'বে না তার তরে।
তা'র তরে যে মা শুধু তা'র আছে,
আছে শুধু মায়ের প্রাণে স্নেহ,
আছে শুধু মায়ের অশ্রুধারা,
নাইরে কিছু—নাই ত রে আর কেহ।
খেল্‌ত যারা তা'রা খেল্‌তে গেছে,
হাস্‌ত যারা আজও তা'রা হাসে,
তা'র তরে যে পথ চেয়ে কেউ নেই
মা এখনো রয়েছে তা'র আশে।
হায় গো বিধি, এ কি ব্যর্থ হ'বে,
ব্যর্থ হ'বে মায়ের ভালবাসা ?
কত জনের কত আশা পূরে,
ব্যর্থ হ'বে মা'র প্রাণেরই আশা ?

পত্র*

সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ সেন

স্থলচরবরেষু।

জলে বাসা বেঁধেছিলেম, ডাঙায় বড় কিচিমিচি,
সবাই গলা জাহির করে', চেঁচায় কেবল মিছিমিছি।
সস্তা লেখক কোকিয়ে মরে, ঢাক নিয়ে সে খালি পিটোয়,
ভদ্র লোকের গায়ে পড়ে' কলম নেড়ে কালি ছিটোয়।
এখেনে যে বাস করা দায় ভন্‌ভনানির বাজারে,
প্রাণের মধ্যে গুলিয়ে ওঠে হট্টগোলের মাঝারে।
কানে যখন তালা ধরে উঠি যখন হাঁপিয়ে
কোথায় পালাই—কোথায় পালাই—জলে পড়ি ঝাঁপিয়ে।
গঙ্গা-প্রাপ্তির আশা করে' গঙ্গাযাত্রা করেছিলেম।
তোমাদের না বলে' কয়ে' আস্তে আস্তে সরেছিলেম।

দুনিয়ার এই মজ্‌লিষেতে এসেছিলেম গান শুন্‌তে ;
আপন মনে গুন্‌গুনিয়ে রাগরাগিণীর জাল বুন্‌তে।
গান শোনে সে কাহার সাধ্যি, ছোঁড়াগুলো বাজায় বাছি,
বিদ্যেখানা ফাটিয়ে ফেলে থাকে তারা তূলো ধুন্‌তে।

* নৌকা যাত্রা হইতে ফিরিয়া আসিয়া লিখিত।

ডেকে বলে, হেঁকে বলে, ভঙ্গী করে' বেঁকে বলে—
"আমার কথা শোন সবাই গান শোন আর নাই শোন।
গান যে কা'কে বলে সেইটে বুঝিয়ে দেব', তাই শোন।"

টীকে করেন ব্যাখা করেন, জেঁকে ওঠে বক্তিমে,
কে দেখে তার হাত পা নাড়া, চক্ষু দুটোর রক্তিমে।
চন্দ্র সূর্য্য জ্বল্‌চে মিছে আকাশ খানার চালাতে—
তিনি বলেন "আমিই আছি জ্বল্‌তে এবং জ্বালাতে।"
কুঞ্জবনের তানপুরোতে সুর বেঁধেছে বসন্ত,
সেটা শুনে নাড়েন কর্ণ হয়নাকো তাঁর পছন্দ।
তাঁরি সুরে গাক্ না সবাই টপ্পা খেয়াল ধুরবোদ,—
গায় না যে কেউ—আসল কথা নাইক কারো সুর বোধ!
কাগজওয়ালা সারি সারি নাড়চে কাগজ হাতে নিয়ে—
বাঙলা থেকে শান্তি বিদায় তিনশো কুলোর বাতাস দিয়ে!
কাগজ দিয়ে নৌকা বানায় বেকার যত ছেলেপিলে,—
কর্ণ ধরে' পার করবেন দু-এক পয়সা খেয়া দিলে।
সস্তা শুনে ছুটে আসে যত দীর্ঘকর্ণগুলো—
বঙ্গদেশের চতুর্দ্দিকে তাই উড়েছে এত ধূলো।
ক্ষুদে ক্ষুদে "আর্য্য" গুলো ঘাসের মত গজিয়ে ওঠে,
ছুঁচোলো সব জিবের ডগা কাঁটার মত পায়ে ফোটে।
তাঁরা ভাবেন "আমি কল্কি," গাঁজার কল্কি হবেন বুঝি!
অবতারে ভরে' গেল যত রাজ্যের গলি ঘুঁজি।

পাড়ায় এমন কত আছে কত ক'ব তার,
বঙ্গদেশে ভিড় করেছে বরা' অবতার।
দাঁতের জোরে হিন্দু-শাস্ত্র তুল্‌বে তা'রা পাঁকের থেকে,
দাঁতকপাটি লাগে, তাদের দাঁত খিঁচুনীর ভঙ্গী দেখে।
আগাগোড়াই মিথ্যে কথা মিথ্যেবাদীর কোলাহল,
জিব নাচিয়ে বেড়ায় যত জিহ্বা-ওয়ালা সঙের দল।
বাক্য-বন্যা ফেনিয়ে আসে ভাসিয়ে নে যায় তোড়ে,
কোনো ক্রমে রক্ষে পেলেম মা-গঙ্গারি ক্রোড়ে।

হেথায় কিবা শান্তি-ঢালা কুলুকুলু তান
সাগর পানে বহন করে গিরিরাজের গান।
ধীরি ধীরি বাতাসটি দেয় জলের গায়ে কাঁটা।
আকাশেতে আলো আঁধার খেলে জোয়ার ভাঁটা।
তীরে তীরে গাছের সারি পল্লবেরি ঢেউ।
সারাদিবস হেলে দোলে দেখে না ত কেউ।
পূর্ব্বতীরে তরুশিরে অরুণ হেসে চায়—
পশ্চিমেতে কুঞ্জমাঝে সন্ধ্যা নেমে যায়।
তীরে ওঠে শঙ্খধ্বনি ধীরে আসে কানে,
সন্ধ্যাতারা চেয়ে থাকে ধরণীর পানে।
ঝাউ বনের আড়ালেতে চাঁদ ওঠে ধীরে,
ফোটে সন্ধ্যাদীপগুলি অন্ধকার তীরে।

এই শান্তি-সলিলেতে দিয়েছিলেম ডুব,
হট্টগোলটা ভুলেছিলেম সুখে ছিলেম খুব।

জানত ভাই আমি হচ্চি জলচরের জাত,
আপন মনে সাঁৎরে বেড়াই—ভাসি যে দিন রাত।
রোদ পোহাতে ডাঙায় উঠি, হাওয়াটি খাই চোখ্ বুজে,
ভয়ে ভয়ে কাছে এগোই তেমন তেমন লোক বুঝে।
গতিক মন্দ দেখ্‌লে আবার ডুবি অগাধ জলে,
এমনি করে'ই দিনটা কাটাই লুকোচুরির ছলে।
তুমি কেন ছিপ্ ফেলেছো শুক্‌নো ডাঙায় বসে'?
বুকের কাছে বিদ্ধ করে' টান মেরেচ কসে'।
আমি তোমায় জলে টানি তুমি ডাঙায় টানো,
অটল হয়ে' বসে' আছ হার ত নাহি মানো।
আমারি নয় হার হয়েছে তোমারি নয় জিৎ—
খাবি খাচ্চি ডাঙায় পড়ে' হয়ে' পড়ে' চিৎ।
আর কেন ভাই, ঘরে চল, ছিপ গুটিয়ে নাও,—
রবীন্দ্রনাথ পড়ল ধরা ঢাক পিটিয়ে দাও।

বিরহীর পত্র

হয় কি না হয় দেখা, ফিরি কি না ফিরি,
দূরে গেলে এই মনে হয় ;
দুজনার মাঝখানে অন্ধকারে ঘিরি'
জেগে থাকে সতত সংশয় ।
এত লোক, এত জন, এত পথ, গলি,
এমন বিপুল এ সংসার,
ভয়ে ভয়ে হাতে হাতে বেঁধে বেঁধে চলি
ছাড়া পেলে কে আর কাহার ?

তারায় তারায় সদা থাকে চোখে চোখে
অন্ধকারে অসীম গগনে ।
ভয়ে ভয়ে অনিমেষে কম্পিত আলোকে
বাঁধা থাকে নয়নে নয়নে ।
চৌদিকে অটল স্তব্ধ সুগভীর রাত্রি,
তরুহীন মরুময় ব্যোম,
মুখে মুখে চেয়ে তাই চলে যত যাত্রী,
চলে গ্রহ রবি তারা সোম ।

নিমেষের অন্তরালে কি আছে কে জানে,
নিমেষে অসীম পড়ে ঢাকা—
অন্ধ কাল-তুরঙ্গম রাশ নাহি মানে
বেগে ধায় অদৃষ্টের চাকা।
কাছে কাছে পাছে পাছে চলিবারে চাই
জেগে জেগে দিতেছি পাহারা,
একটু এসেছে ঘুম—চমকি তাকাই
গেছে চলে কোথায় কাহারা!

ছাড়িয়া চলিয়া গেলে কাঁদি তাই একা
বিরহের সমুদ্রের তীরে ;
অনন্তের মাঝখানে দুদণ্ডের দেখা
তাও কেন রাহু এসে ঘিরে।
মৃত্যু যেন মাঝে মাঝে দেখা দিয়ে যায়
পাঠায় সে বিরহের চর।
সকলেই চলে' যাবে পড়ে' র'বে হায়
ধরণীর শূন্য খেলাঘর!
গ্রহ তারা ধূমকেতু কত রবি শশী
শূন্য ঘেরি' জগতের ভিড়,
তারি মাঝে যদি ভাঙে, যদি যায় খসি'
আমাদের দুদণ্ডের নীড়,—

কোথায় কে হারাইব—কোন্ রাত্রি বেলা
কে কোথায় হইব অতিথি।
তখন কি মনে র'বে দুদিনের খেলা
দরশের পরশের স্মৃতি।
তাই মনে করে' কি রে চোখে জল আসে
একটুকু চোখের আড়ালে।
প্রাণ যারে প্রাণের অধিক ভালবাসে
সেও কি র'বে না এক কালে।
আশা নিয়ে এ কি শুধু খেলাই কেবল—
সুখ দুঃখ মনের বিকার।
ভালবাসা কাঁদে, হাসে, মোছে অশ্রুজল,
চায়, পায়, হারায় আবার।

———

পত্র

(১)

এত বড় এ ধরণী মহাসিন্ধু ঘেরা,
　　দুলিতেছে আকাশ সাগরে,—
দিন-দুই হেথা রহি মোরা মানবেরা
　　শুধু কি মা যাব খেলা করে'।
তাই কি ধাইছে গঙ্গা ছাড়ি' হিমগিরি,
　　অরণ্য বহিছে ফুল ফল,—
শত কোটি রবি তারা আমাদের ঘিরি'
　　গণিতেছে প্রতি দণ্ড পল।

শুধু কি মা হাসি-খেলা প্রতি দিন রাত,
　　দিবসের প্রত্যেক প্রহর।
প্রভাতের পরে আসি নূতন প্রভাত
　　লিখিছে কি একই অক্ষর।
কানাকানি হাসাহাসি কোণেতে গুটায়ে,
　　অলস নয়ন নিমীলন,
দণ্ড-দুই ধরণীর ধূলিতে লুটায়ে
　　ধূলি হয়ে' ধূলিতে শয়ন।

নাই কি, মা, মানবের গভীর ভাবনা,
হৃদয়ের সীমাহীন আশা।
জেগে নাই অন্তরেতে অনন্ত চেতনা,
জীবনের অনন্ত পিপাসা।
হৃদয়েতে শুষ্ক কি, মা, উৎস করুণার,
শুনি না কি দুখীর ক্রন্দন।
জগৎ শুধু কি মা গো তোমার আমার
ঘুমাবার কুসুম-আসন।

শুনো না কাহারা ওই করে কানাকানি
অতি তুচ্ছ ছোট ছোট কথা।
পরের হৃদয় লয়ে' করে টানাটানি
শকুনীর মত নির্ম্মমতা।
শুনো না করিছে কা'রা কথা-কাটাকাটি
মাতিয়া জ্ঞানের অভিমানে,
রসনায় রসনায় ঘোর লাঠালাঠি,
আপনার বুদ্ধিরে বাখানে।

তুমি এস দূরে এস, পবিত্র নিভৃতে,
ক্ষুদ্র অভিমান যাও ভুলি'।
সযতনে ঝেড়ে ফেল বসন হইতে
প্রতি নিমেষের যত ধূলি।

নিমেষের ক্ষুদ্র কথা, ক্ষুদ্র রেণুজাল
আচ্ছন্ন করিছে মানবেরে,
উদার অনন্ত তাই হতেছে আড়াল
তিল তিল ক্ষুদ্রতার ঘেরে।

আছে মা, তোমার মুখে স্বর্গের কিরণ,
হৃদয়েতে উষার আভাস,
খুঁজিছে সরল পথ ব্যাকুল নয়ন,
চারিদিকে মর্ত্ত্যের প্রবাস।
আপনার ছায়া ফেলি' আমরা সকলে
পথ তোর অন্ধকারে ঢাকি,
ক্ষুদ্র কথা, ক্ষুদ্র কাজে, ক্ষুদ্র শত ছলে,
কেন তোরে ভুলাইয়া রাখি।

কেন মা, তোমারে কেহ চাহে না জানাতে
মানবের উচ্চ কুলশীল,
অনন্ত জগৎব্যাপী ঈশ্বরের সাথে
তোমার যে সুগভীর মিল।
কেন কেহ দেখায় না, চারিদিকে তব
ঈশ্বরের বাহুর বিস্তার।
ঘেরি' তোরে, ভোগ-সুখ ঢালি' নব নব
গৃহ বলি' রচে কারাগার।

অনন্তের মাঝখানে দাঁড়াও মা আসি,
চেয়ে দেখ আকাশের পানে,
পড়ুক বিমল-বিভা, পূর্ণ রূপরাশি
স্বর্গমুখী কমল-নয়ানে।
আনন্দে ফুটিয়া ওঠ শুভ্র সূর্য্যোদয়ে
প্রভাতের কুসুমের মত,
দাঁড়াও সায়াহ্নমাঝে পবিত্র হৃদয়ে
মাথাখানি করিয়া আনত।

শোন শোন উঠিতেছে সুগম্ভীর বাণী
ধ্বনিতেছে আকাশ পাতাল।
বিশ্ব-চরাচর গাহে কাহারে বাখানি
আদিহীন অন্তহীন কাল।
যাত্রী সবে ছুটিয়াছে শূন্য পথ দিয়া,
উঠিছে সঙ্গীত কোলাহল,
ওই নিখিলের সাথে কণ্ঠ মিলাইয়া
মা আমরা যাত্রা করি চল্।

যাত্রা করি বৃথা যত অহঙ্কার হতে,
যাত্রা করি ছাড়ি হিংসা দ্বেষ,
যাত্রা করি স্বর্গময়ী করুণার পথে,
শিরে ধরি' সত্যের আদেশ।

যাত্রা করি মানবের হৃদয়ের মাঝে
প্রাণে লয়ে’ প্রেমের আলোক,
আয় মাগো যাত্রা করি জগতের কাজে
তুচ্ছ করি’ নিজ দুঃখ শোক।

জেনো মা এ সুখে-দুঃখে-আকুল সংসারে
মেটে না সকল তুচ্ছ আশ,
তা বলিয়া অভিমানে অনন্ত তাঁহারে
কোরো না কোরো না অবিশ্বাস।
সুখ বলে’ যাহা চাই সুখ তাহা নয়,
কি যে চাই জানি না আপনি,
আঁধারে জ্বলিছে ওই, ওরে কোরো ভয়,
ভুজঙ্গের মাথার ও মণি।

ক্ষুদ্র সুখ ভেঙে যায় না সহে নিশ্বাস,
ভাঙে বালুকার খেলাঘর,
ভেঙে দিয়ে বলে’ দেয়, এ নহে আবাস,
জীবনের এ নহে নির্ভর।
সকলে শিশুর মত কত আব্‌দার
আনিছে তাঁহার সন্নিধান,
পূর্ণ যদি নাহি হ’ল, অমনি তাহার
ঈশ্বরে করিছে অপমান।

কিছুই চাব না মাগো আপনার তরে,
পেয়েছি যা' শুধিব সে ঋণ,
পেয়েছি যে প্রেম-সুধা হৃদয় ভিতরে
ঢালিয়া তা' দিব নিশিদিন।
সুখ শুধু পাওয়া যায় সুখ না চাহিলে,
প্রেম দিলে প্রেমে পূরে প্রাণ,
নিশিদিসি আপনার ক্রন্দন গাহিলে
ক্রন্দনের নাহি অবসান।

মধুপাত্রে হতপ্রাণ পিপীলির মত
ভোগসুখে জীর্ণ হয়ে' থাকা,
ঝুলে থাকা বাদুড়ের মত শির নত
আঁকড়িয়া সংসারের শাখা,
জগতের হিসাবেতে শূন্য হয়ে' হায়
আপনারে আপনি ভক্ষণ,
ফুলে উঠে ফেটে যাওয়া জলবিম্ব প্রায়
এই কি রে সুখের লক্ষণ ?

এই অহিফেন-সুখ কে চায় ইহাকে
মানবত্ব এ নয় এ নয়।
রাহুর মতন সুখ গ্রাস করে' রাখে
মানবের মানব-হৃদয়।

মানবেরে বল দেয় সহস্র বিপদ,
প্রাণ দেয় সহস্র ভাবনা,
দারিদ্র্যে খুঁজিয়া পাই মনের সম্পদ,
শোকে পাই অনন্ত সান্ত্বনা।

চিরদিবসের সুখ রয়েছে গোপন
আপনার আত্মার মাঝার।
চারিদিকে সুখ খুঁজে শ্রান্ত প্রাণ মন,
হেথা আছে, কোথা নেই আর।
বাহিরের সুখ সে সুখের মরীচিকা,
বাহিরেতে নিয়ে যায় ছলে',
যখন মিলায়ে যায় মায়া-কুহেলিকা,
কেন কাঁদি সুখ নেই বলে'।

দাঁড়াও সে অন্তরের শান্তি-নিকেতনে
চিরজ্যোতি চিরছায়াময়।
ঝড়হীন রৌদ্রহীন নিভৃত আলয়ে
জীবনের অনন্ত আলয়।
পুণ্য-জ্যোতি মুখে লয়ে' পুণ্য হাসিখানি,
অন্নপূর্ণা জননী সমান,
মহা সুখে সুখ দুঃখ কিছু নাহি মানি
কর সবে সুখ শান্তিদান।

মা, আমার এই জেনো হৃদয়েরি সাধ
তুমি হও লক্ষ্মীর প্রতিমা ;
মানবেরে জ্যোতি দাও, কর আশীর্ব্বাদ,
অকলঙ্ক মূর্ত্তি মধুরিমা।
কাছে থেকে এত কথা বলা নাহি হয়,
হেসে খেলে দিন যায় কেটে,
দূরে ভয় হয় পাছে না পাই সময়,
বলিবার সাধ নাহি মেটে।

কত কথা বলিবারে চাহি প্রাণপণে
কিছুতে মা, বলিতে না পারি,
স্নেহমুখখানি তোর পড়ে মোর মনে,
নয়নে উথলে অশ্রুবারি।
সুন্দর মুখেতে তোর মগ্ন আছে ঘুমে
একখানি পবিত্র জীবন।
ফলুক সুন্দর ফল সুন্দর কুসুমে
আশীর্ব্বাদ কর মা গ্রহণ।

বান্দোরা

পত্র

(২)

চারিদিকে তর্ক উঠে সাঙ্গ নাহি হয়,
কথায় কথায় বাড়ে কথা।
সংশয়ের উপরেতে চাপিছে সংশয়
কেবলি বাড়িছে ব্যাকুলতা।
ফেনার উপরে ফেনা, ঢেউ পরে ঢেউ,
গরজনে বধির শ্রবণ,
তরী কোন্ দিকে আছে নাহি জানে কেউ,
হা হা করে আকুল পবন।

এই কল্লোলের মাঝে নিয়ে এস কেহ
পরিপূর্ণ একটি জীবন,
নীরবে মিটিয়া যাবে সকল সন্দেহ,
থেমে যাবে সহস্র বচন।
তোমার চরণে আসি মাগিবে মরণ
লক্ষ্যহারা শত শত মত,
যে দিকে ফিরাবে তুমি দুখানি নয়ন
সেদিকে হেরিবে সবে পথ।

অন্ধকার নাহি যায় বিবাদ করিলে
মানে না বাহুর আক্রমণ।
একটি আলোকশিখা সমুখে ধরিলে
নীরবে করে সে পলায়ন।
এস মা, ঊষার আলো, অকলঙ্ক প্রাণ,
দাঁড়াও এ সংসার-আঁধারে।
জাগাও জাগ্রত-হৃদে আনন্দের গান,
কূল দাও নিদ্রার পাথারে।

চারিদিকে নৃশংসতা করে হানাহানি,
মানবের পাষাণ পরাণ।
শাণিত ছুরীর মত বিঁধাইয়া বাণী
হৃদয়ের রক্ত করে পান।
তৃষিত কাতর প্রাণী মাগিতেছে জল
উল্কাধারা করিছে বর্ষণ,
শ্যামল আশার ক্ষেত্র করিয়া বিফল
স্বার্থ দিয়ে করিছে কর্ষণ।

শুধু এসে একবার দাঁড়াও কাতরে
মেলি' দুটি সকরুণ চোখ,
পড়ুক দু-ফোঁটা অশ্রু জগতের পরে
যেন দুটি বাল্মীকির শ্লোক।

ব্যথিত করুক ম্লান তোমার নয়নে
করুণার অমৃত-নির্ঝরে,
তোমারে কাতর হেরি, মানবের মনে
দয়া হবে মানবের পরে।

সমুদয় মানবের সৌন্দর্য্যে ডুবিয়া
হও তুমি অক্ষয় সুন্দর।
ক্ষুদ্র রূপ কোথা যায় বাতাসে উবিয়া
দুই চারি পলকের পর।
তোমার সৌন্দর্য্যে হোক্ মানব সুন্দর,
প্রেমে তব বিশ্ব হোক্ আলো।
তোমারে হেরিয়া যেন মুগ্ধ অন্তর
মানুষে মানুষ বাসে ভালো।

বান্দোরা

পত্র

(৩)

আমার এ গান, মাগো, শুধু কি নিমেষে
মিলাইবে হৃদয়ের কাছাকাছি এসে ?
আমার প্রাণের কথা
নিদ্রাহীন আকুলতা
শুধু নিশ্বাসের মত যাবে কি মা ভেসে ?

এ গান তোমারে সদা ঘিরে যেন রাখে,
সত্যের পথের পরে নাম ধরে' ডাকে।
সংসারের সুখে দুখে
চেয়ে থাকে তোর মুখে,
চির আশীর্ব্বাদসম কাছে কাছে থাকে।

বিজনে সঙ্গীর মত করে যেন বাস।
অনুক্ষণ শোনে তোর হৃদয়ের আশ।
পড়িয়া সংসারঘোরে
কাঁদিতে হেরিলে তোরে
ভাগ করে' নেয় যেন দুখের নিশ্বাস।

সংসারের প্রলোভন যবে আসি হানে
মধুমাখা বিষবাণী দুর্ব্বল পরাণে,
এ গান আপন সুরে
মন তোর রাখে পূরে,
ইষ্টমন্ত্রসম সদা বাজে তোর কানে।

আমার এ গান যেন সুদীর্ঘ জীবন
তোমার বসন হয় তোমার ভূষণ।
পৃথিবীর ধূলিজাল
করে' দেয় অন্তরাল
তোমারে করিয়া রাখে সুন্দর শোভন।

আমার এ গান যেন নাহি মানে মানা,
উদার বাতাস হয়ে' এলাইয়া ডানা,
সৌরভের মত তোরে
নিয়ে যায় চুরি করে',
খুঁজিয়া দেখাতে যায় স্বর্গের সীমানা।

এ গান যেনরে হয় তোর ধ্রুবতারা,
অন্ধকারে অনিমেষে নিশি করে সারা।
তোমার মুখের পরে
জেগে থাকে স্নেহভরে
অকূলে নয়ন মেলি' দেখায় কিনারা।

আমার এ গান যেন পশি তোর কানে
মিলায়ে মিশায়ে যায় সমস্ত পরাণে।
তপ্ত শোণিতের মত
বহে শিরে অবিরত,
আনন্দে নাচিয়া উঠে মহত্ত্বের গানে।

এ গান বাঁচিয়া থাকে যেন তোর মাঝে,
আঁখিতারা হয়ে' তোর আঁখিতে বিরাজে।
এ যেন রে করে দান
সতত নূতন প্রাণ,
এ যেন জীবন পায় জীবনের কাজে।

যদি যাই, মৃত্যু যদি নিয়ে যায় ডাকি,'
এই গানে রেখে যাব মোর স্নেহ-আঁখি।
যবে হায় সব গান
হয়ে' যাবে অবসান,
এ গানের মাঝে আমি যেন বেঁচে থাকি।

খেলা

পথের ধারে অশথ্‌-তলে
মেয়েটি খেলা করে ;
আপন মনে আপনি আছে
সারাটি দিন ধরে'।
উপর পানে আকাশ শুধু,
সমুখ পানে মাঠ,
শরৎকালে রোদ্‌ পড়েছে
মধুর পথ ঘাট।
দুটি একটি পথিক চলে
গল্প করে হাসে।
লজ্জাবতী বধূটি গেল
ছায়াটি নিয়ে পাশে।
আকাশ-ঘেরা মাঠের ধারে
বিশাল খেলা-ঘরে
একটি মেয়ে আপন মনে
কতই খেলা করে।

মাথার পরে ছায়া পড়েছে
রোদ পড়েছে কোলে,

কড়ি ও কোমল

পায়ের কাছে একটি লতা
বাতাস পেয়ে দোলে
মাঠের থেকে বাছুর আসে
দেখে নূতন লোক,
ঘাড় বেঁকিয়ে চেয়ে থাকে
ড্যাবা ড্যাবা চোখ।
কাঠ-বিড়ালী উস্কুখুস্কু
আশে পাশে ছোটে,
শব্দ পেলে লেজটি তুলে'
চমক খেয়ে ওঠে।
মেয়েটি তাই চেয়ে দেখে
কত যে সাধ যায়,
কোমল গায়ে হাত বুলায়ে
চুমো খেতে চায়।

সাধ যেতেছে কাঠ-বিড়ালী
তুলে নিয়ে বুকে,
ভেঙে ভেঙে টুকুটুকু
খাবার দেবে মুখে।
মিষ্টি-নামে ডাক্‌বে তারে
গালের কাছে রেখে,

বুকের মধ্যে রেখে দেবে
আঁচল দিয়ে ঢেকে।
"আয় আয়" ডাকে সে তাই,
করুণ স্বরে কয়
"আমি কিছু বলব না ত
আমায় কেন ভয়।"
মাথা তুলে চেয়ে থাকে
উঁচু ডালের পানে,
কাঠ-বিড়ালী ছুটে পালায়
ব্যথা সে পায় প্রাণে।

রাখাল ছেলের বাঁশি বাজে
সুদূর তরু-ছায়,
খেল্‌তে খেল্‌তে মেয়েটি তাই
খেলা ভুলে যায়।
তরুর মূলে মাথা রেখে
চেয়ে থাকে পথে,
না জানি কোন্ পরীর দেশে
ধায় সে মনোরথে।
এক্‌লা কোথায় ঘুরে বেড়ায়
মায়া-দ্বীপে গিয়ে ;—

হেনকালে চাষী আসে
　　　　দুটি গরু নিয়ে।
শব্দ শুনে কেঁপে ওঠে
　　　　চমক্ ভেঙে চায়।
আঁখি হ'তে মিলায় মায়া,
　　　　স্বপন টুটে যায়।

পাখীর পালক

খেলাধূলো সব রহিল পড়িয়া ছুটে চলে' আসে মেয়ে—
বলে তাড়াতাড়ি—"ওমা দেখ্ দেখ্, কি এনেছি দেখ্ চেয়ে।"
আঁখির পাতায় হাসি চমকায়, ঠোঁটে নেচে ওঠে হাসি,
হয়ে' যায় ভুল বাঁধেনাকো চুল, খুলে পড়ে কেশরাশি।
দুটি হাত তার ঘিরিয়া ঘিরিয়া রাঙা চুড়ি কয়-গাছি,
করতালি পেয়ে বেজে ওঠে তা'রা কেঁপে ওঠে তা'রা নাচি।
মায়ের গলায় বাহু দুটি বেঁধে কোলে এসে বসে মেয়ে।
বলে তাড়াতাড়ি—"ওমা দেখ্ দেখ্ কি এনেছি দেখ্ চেয়ে।"

সোনালী রঙের পাখীর পালক ধোওয়া সে সোনার স্রোতে,
খসে' এল যেন তরুণ আলোক অরুণের পাখা হ'তে ;
নয়ন-ঢুলানো কোমল পরশ ঘুমের পরশ যথা,
মাখা যেন তায় মেঘের কাহিনী নীল আকাশের কথা।
ছোটখাট নীড়, শাবকের ভিড়, কতমত কলরব,
প্রভাতের সুখ, উড়িবার আশা, মনে পড়ে যেন সব।
লয়ে' সে পালক কপোলে বুলায়, আঁখিতে বুলায় মেয়ে,
বলে হেসে হেসে—"ওমা দেখ্ দেখ্, কি এনেছি দেখ্ চেয়ে।"

মা দেখিল চেয়ে, কহিল হাসিয়ে—"কিবা জিনিষের ছিরি !"
ভূমিতে ফেলিয়া গেল মা চলিয়া চেয়ে দেখিল না ফিরি'।
মেয়েটির মুখে কথা না ফুটিল মাটিতে রহিল বসি'।
শূন্য হ'তে যেন পাখীর পালক ভূতলে পড়িল খসি'।
খেলাধূলো তার হলোনাকো আর, হাসি মিলাইল মুখে,
ধীরে ধীরে শেষে দুটি ফোঁটা জল দেখা দিল দুটি চোখে।
পালকটি লয়ে' রাখিল লুকায়ে গোপনের ধন তা'র,
আপনি খেলিত আপনি তুলিত দেখাত না কা'রে আর।

আশীর্ব্বাদ

ইহাদের কর আশীর্ব্বাদ।
ধরায় উঠেছে ফুটি' শুভ্র প্রাণগুলি,
নন্দনের এনেছে সম্বাদ,
ইহাদের কর আশীর্ব্বাদ।

ছোট ছোট হাসিমুখ জানে না ধরার দুখ
হেসে আসে তোমাদের দ্বারে।
নবীন নয়ন তুলি' কৌতুকেতে দুলি' দুলি'
চেয়ে চেয়ে দেখে চারি ধারে।
সোনার রবির আলো কত তা'র লাগে ভালো,
ভালো লাগে মায়ের বদন।
হেথায় এসেছে ভুলি', ধূলিরে জানে না ধূলি,
সবই তার আপনার ধন।
কোলে তুলে লও এরে, এ যেন কেঁদে না ফেরে,
হরষেতে না ঘটে বিষাদ,
বুকের মাঝারে নিয়ে পরিপূর্ণ প্রাণ দিয়ে
ইহাদের কর আশীর্ব্বাদ।

তোমার কোলের কাছে কত সাধে আসিয়াছে,
তোমা-পরে কত না বিশ্বাস।
ওই কোল হ'তে খসে' এ যেন গো পথে বসে'
একদিন না ফেলে নিশ্বাস।
নতুন প্রবাসে এসে সহস্র পথের দেশে
নীরবে চাহিছে চারিভিতে,
এত শত লোক আছে এসেছে তোমারি কাছে
সংসারের পথ শুধাইতে।
যেথা তুমি লয়ে' যাবে কথাটি না কয়ে' যাবে,
সাথে যাবে ছায়ার মতন,
তাই বলি—দেখো দেখো এ বিশ্বাস রেখো রেখো,
পাথারে দিও না বিসর্জ্জন।

ক্ষুদ্র এ মাথার পর রাখিয়ো করুণ-কর,
ইহারে কোরো না অবহেলা।
এ ঘোর সংসার মাঝে এসেছে কঠিন কাজে,
আসেনি করিতে শুধু খেলা।
দেখে মুখ-শতদল চোখে মোর আসে জল,
মনে হয় বাঁচিবে না বুঝি,
পাছে, সুকুমার প্রাণ ছিঁড়ে হয় খান্ খান্
জীবনের পারাবারে যুঝি'।

এই হাসিমুখগুলি হাসি পাছে যায় ভুলি,'
পাছে ঘেরে আঁধার প্রমাদ ;
উহাদের কাছে ডেকে বুকে রেখে কোলে রেখে
তোমরা কর গো আশীর্ব্বাদ।
বল, "সুখে যাও চলে' ভবের তরঙ্গ দলে,'
স্বর্গ হ'তে আসুক্ বাতাস,—
সুখ দুঃখ কোরো হেলা সে কেবল ঢেউ-খেলা
নাচিবে তোদের চারিপাশ।"

———

বসন্ত অবসান

কখন্ বসন্ত গেল, এবার হ'ল না গান।
কখন্ বকুল-মূল ছেয়েছিল ঝরা ফুল,
কখন্ যে ফুল-ফোটা হ'য়ে গেল অবসান।
কখন্ বসন্ত গেল এবার হ'ল না গান।

এবার বসন্তে কি রে যূঁথিগুলি জাগেনিরে ?
অলিকুল গুঞ্জরিয়া করেনি কি মধুপান ?
এবার কি সমীরণ জাগায়নি ফুলবন,
সাড়া দিয়ে গেল না ত, চলে' গেল ম্রিয়মাণ।
কখন্ বসন্ত গেল, এবার হ'ল না গান।

যতগুলি পাখী ছিল গেয়ে বুঝি চলে' গেল,
সমীরণে মিলে গেল বনের বিলাপ তান।
ভেঙেছে ফুলের মেলা, চলে' গেছে হাসি খেলা,
এতক্ষণে সন্ধ্যে-বেলা জাগিয়া চাহিল প্রাণ
কখন্ বসন্ত গেল, এবার হ'ল না গান।

বসন্তের শেষ রাতে   এসেছিরে শূন্য হাতে,
এবার গাঁথিনি মালা কি তোমারে করি দান।
কাঁদিছে নীরব বাঁশি,   অধরে মিলায় হাসি,
তোমার নয়নে ভাসে ছল ছল অভিমান।
এবার বসন্ত গেল, হ'ল না, হ'ল না গান।

বাঁশি

ওগো শোন কে বাজায়।
বন-ফুলের মালার গন্ধ বাঁশির তানে মিশে যায়।
অধর ছুঁয়ে বাঁশিখানি   চুরি করে হাসিখানি,
বঁধুর হাসি মধুর গানে প্রাণের পানে ভেসে যায়।
ওগো শোন কে বাজায়।
কুঞ্জবনের ভ্রমর বুঝি বাঁশির মাঝে গুঞ্জরে,
বকুলগুলি আকুল হ'য়ে বাঁশির গানে মুঞ্জরে।
যমুনারি কলতান   কানে আসে, কাঁদে প্রাণ,
আকাশে ঐ মধুর বিধু কাহার পানে হেসে চায়।
ওগো শোন কে বাজায়।

বিরহ

আমি নিশি নিশি কত রচিব শয়ন
আকুল নয়ন রে।
কত নিতি নিতি বনে করিব যতনে
কুসুম চয়ন রে।
কত শারদ যামিনী হইবে বিফল,
বসন্ত যাবে চলিয়া।
কত উদিবে তপন, আশার স্বপন
প্রভাতে যাইবে ছলিয়া।
এই যৌবন কত রাখিব বাঁধিয়া,
মরিব কাঁদিয়া রে।
সেই চরণ পাইলে মরণ মাগিব
সাধিয়া সাধিয়া রে।
আমি কার পথ চাহি' এ জনম বাহি'
কার দরশন যাচি রে।
যেন আসিবে বলিয়া কে গেছে চলিয়া
তাই আমি বসে' আছি রে

তাই মালাটি গাঁথিয়া পরেছি মাথায়
নীলবাসে তনু ঢাকিয়া,
তাই বিজন-আলয়ে প্রদীপ জ্বালায়ে
একেলা রয়েছি জাগিয়া।
ওগো তাই কত নিশি চাঁদ ওঠে হাসি,
তাই কেঁদে যায় প্রভাতে।
ওগো তাই ফুল-বনে মধু-সমীরণে
ফুটে ফুল কত শোভাতে।

ওই বাঁশি স্বর তার আসে বারবার
সেই শুধু কেন আসে না।
এই হৃদয়-আসন শূন্য যে থাকে
কেঁদে মরে শুধু বাসনা।
মিছে পরশিয়া কায় বায়ু বহে' যায়
বহে যমুনার লহরী,
কেন কুহু কুহু পিক কুহরিয়া ওঠে
যামিনী যে ওঠে শিহরি।
ওগো যদি নিশি-শেষে আসে হেসে হেসে,
মোর হাসি আর র'বে কি ?
এই জাগরণে ক্ষীণ বদন মলিন
আমারে হেরিয়া ক'বে কি ?

আমি সারা রজনীর গাঁথা ফুলমালা
প্রভাতে চরণে ঝরিব,
ওগো আছে সুশীতল যমুনার জল
দেখে তারে আমি মরিব।

বাকি

কুসুমের গিয়েছে সৌরভ,
জীবনের গিয়েছে গৌরব।
এখন যা-কিছু সব ফাঁকি,
ঝরিতে মরিতে শুধু বাকি।

বিলাপ

ওগো　　এত প্রেম আশা প্রাণের তিয়াষা
　　　　কেমনে আছে সে পাসরি।
তবে　　সেথা কি হাসে না চাঁদিনী যামিনী,
　　　　সেথা কি বাজে না বাঁশরি।
সখি　　হেথা সমীরণ লুঠে ফুলবন
　　　　সেথা কি পবন বহে না।
সে যে　তা'র কথা মোরে কহে অনুক্ষণ
　　　　মোর কথা তা'রে কহে না।
যদি　　আমারে আজি সে ভুলিবে সজনি,
　　　　আমারে ভুলালে কেন সে।
ওগো　　এ চির জীবন করিব রোদন
　　　　এই ছিল তা'র মানসে ;
যবে　　কুসুম-শয়নে নয়নে নয়নে
　　　　কেটেছিল সুখ রাতি রে,
তবে　　কে জানিত তা'র বিরহ আমার
　　　　হবে জীবনের সাথী রে।

যদি　　　মনে নাহি রাখে সুখে যদি থাকে
　　　　　তোরা একবার দেখে আয়,
এই　　　নয়নের তৃষা পরাণের আশা
　　　　　চরণের তলে রেখে আয়।
আর　　　নিয়ে যা' রাধার বিরহের ভার
　　　　　কত আর ঢেকে রাখি বল্।
আর　　　পারিস্ যদি ত আনিস্ হরিয়ে
　　　　　এক ফোঁটা তা'র আঁখিজল।
না না　　এত প্রেম সখি ভুলিতে যে পারে
　　　　　তা'রে আর কেহ সেধ' না।
আমি　　কথা নাহি কব, দুখ লয়ে' র'ব,
　　　　　মনে মনে স'ব বেদনা।
ওগো　　মিছে, মিছে সখি, মিছে এই প্রেম,
　　　　　মিছে পরাণের বাসনা।
ওগো　　সুখ দিন হায় যবে চলে' যায়
　　　　　আর ফিরে আর আসে না।

———

সারাবেলা

হেলাফেলা সারাবেলা
　　এ কি খেলা আপন সনে।
এই বাতাসে ফুলের বাসে
　　মুখখানি কার পড়ে মনে।
আঁখির কাছে বেড়ায় ভাসি'
　কে জানে গো কাহার হাসি,
　দুটি ফোঁটা নয়ন-সলিল
　　রেখে যায় এই নয়ন-কোণে।
কোন্ ছায়াতে কোন্ উদাসী
　দূরে বাজায় অলস বাঁশি,
　মনে হয় কার মনের বেদন
　　কেঁদে বেড়ায় বাঁশির গানে।
সারা দিন গাঁথি গান
　কারে চাহে গাহে প্রাণ,
　তরুতলের ছায়ার মতন
　　বসে' আছি ফুল-বনে।

আকাঙ্ক্ষা

আজি শরত তপনে প্রভাত স্বপনে
কি জানি পরাণ কি যে চায়।
ওই শেফালির শাখে কি বলিয়া ডাকে
বিহগ বিহগী কি যে গায়।
আজি মধুর বাতাসে হৃদয় উদাসে
রহে না আবাসে মন হায়।
কোন্ কুসুমের আশে, কোন্ ফুল বাসে
সুনীল আকাশে মন ধায়।

আজি কে যেন গো নাই এ প্রভাতে তাই
জীবন বিফল হয় গো।
তাই চারিদিকে চায় মন কেঁদে গায়
"এ নহে, এ নহে, নয় গো।"
কোন্ স্বপনের দেশে আছে এলোকেশে,
কোন্ ছায়াময়ী অমরায়।
আজি কোন্ উপবনে বিরহ বেদনে
আমারি কারণে কেঁদে যায়।

আকাঙ্ক্ষা

আমি যদি গাঁথি গান অথির পরাণ
সে গান শুনাব কারে আর।
আমি যদি গাঁথি মালা লয়ে' ফুল-ডালা
কাহারে পরাব ফুলহার।
আমি আমার এ প্রাণ যদি করি দান
দিব প্রাণ তবে কার পায়।
সদা ভয় হয় মনে আছে অযতনে
মনে মনে কেহ ব্যথা পায়।

তুমি

তুমি কোন্ কাননের ফুল,
তুমি কোন্ গগনের তারা ।
তোমায় কোথায় দেখেছি
যেন কোন্ স্বপনের পারা
কবে তুমি গেয়েছিলে,
আঁখির পানে চেয়েছিলে
ভুলে গিয়েছি,
শুধু মনের মধ্যে জেগে আছে,
ঐ নয়নের তারা ।
তুমি কথা কোয়ো না,
তুমি চেয়ে চলে' যাও ।
এই চাঁদের আলোতে
তুমি হেসে গলে' যাও ।
আমি ঘুমের ঘোরে চাঁদের পানে
চেয়ে থাকি মধুর প্রাণে,
তোমার আঁখির মতন দুটি তারা
ঢালুক কিরণ-ধারা ।

ভুল

বিদায় করেছ যারে নয়নজলে,
এখন ফিরাবে তা'রে কিসের ছলে ?
আজি মধু সমীরণে, নিশীথে কুসুম-বনে,
তা'রে কি পড়েছে মনে বকুল তলে ?
এখন ফিরাবে তা'রে কিসের ছলে ?

সেদিনো ত মধুনিশি প্রাণে গিয়েছিল মিশি,
মুকুলিত দশদিশি কুসুম-দলে ;
দুটি সোহাগের বাণী যদি হ'ত কানাকানি,
যদি ওই মালাখানি পরাতে গলে ।
এখন ফিরাবে তা'রে কিসের ছলে ?

মধুরাতি পূর্ণিমার ফিরে আসে বারবার,
সে জন ফেরে না আর যে গেছে চলে' ।
ছিল তিথি অনুকূল, শুধু নিমেষের ভুল,
চিরদিন তৃষাকুল পরাণ জ্বলে ।
এখন ফিরাবে তা'রে কিসের ছলে ?

গান

ওগো কে যায় বাঁশরি বাজায়ে।
আমার ঘরে কেহ নাই যে।
তা'রে মনে পড়ে যারে চাই যে।
তা'র আকুল পরাণ বিরহের গান
বাঁশি বুঝি গেল জানায়ে।
আমি আমার কথা তা'রে জানাব কি করে',
প্রাণ কাঁদে মোর তাই যে।
কুসুমের মালা গাঁথা হ'ল না,
ধূলিতে পড়ে' শুকায় রে,
নিশি হয় ভোর, রজনীর চাঁদ
মলিন মুখ লুকায় রে।
সারা বিভাবরী কার পূজা করি
যৌবন-ডালা সাজায়ে,
বাঁশিস্বরে হায় প্রাণ নিয়ে যায়
আমি কেন থাকি হায় রে।

ছোট ফুল

আমি শুধু মালা গাঁথি ছোট ছোট ফুলে,
সে ফুল শুকায়ে যায় কথায় কথায়,
তাই যদি, তাই হোক্, দুঃখ নাহি তায়,
তুলিব কুসুম আমি অনন্তের কূলে।
যারা থাকে অন্ধকারে, পাষাণ-কারায়,
আমার এ মালা যদি লহে গলে তুলে,
নিমেষের তরে তা'রা যদি সুখ পায়,
নিষ্ঠুর বন্ধন-ব্যথা যদি যায় ভুলে!
ক্ষুদ্র ফুল, আপনার সৌরভের সনে
নিয়ে আসে স্বাধীনতা,—গভীর আশ্বাস—
মনে আনে রবিকর নিমেষ-স্বপনে,
মনে আনে সমুদ্রের উদার বাতাস।
ক্ষুদ্র ফুল দেখে যদি কারো পড়ে মনে
বৃহৎ জগৎ, আর বৃহৎ আকাশ।

———

যৌবন-স্বপ্ন

আমার যৌবন-স্বপ্নে যেন ছেয়ে আছে বিশ্বের আকাশ।
ফুলগুলি গায়ে এসে পড়ে রূপসীর পরশের মত।
পরাণে পুলক বিকাশিয়া বহে কেন দক্ষিণা বাতাস
যেথা ছিল যত বিরহিণী সকলের কুড়ায়ে নিশ্বাস।
বসন্তের কুসুম-কাননে গোলাপের আঁখি কেন নত ?
জগতের যত লাজময়ী যেন মোর আঁখির সকাশ
কাঁপিছে গোলাপ হয়ে' এসে মরমের সরমে বিব্রত।
প্রতি নিশি ঘুমাই যখন পাশে এসে বসে যেন কেহ
সচকিত স্বপনের মত জাগরণে পলায় সলাজে ;
যেন কার আঁচলের বায় উষায় পরশি যায় দেহ ;
শত নূপুরের রুণুঝুনু বনে যেন গুঞ্জরিয়া বাজে ;
মদির প্রাণের ব্যাকুলতা ফুটে ফুটে বকুল মুকুলে।
কে আমারে করেছে পাগল—শূন্যে কেন চাই আঁখি তুলে,
যেন কোন্ উর্ব্বশীর আঁখি চেয়ে আছে আকাশের মাঝে।

———

ক্ষণিক মিলন

আকাশের দুইদিক হ'তে দুইখানি মেঘ এল ভেসে,
দুইখানি দিশাহারা মেঘ—কে জানে এসেছে কোথা হ'তে।
সহসা থামিল থমকিয়া আকাশের মাঝখানে এসে'।
দোঁহাপানে চাহিল দুজনে চতুর্থীর চাঁদের আলোতে।
ক্ষীণালোকে বুঝি মনে পড়ে দুই অচেনার চেনা-শোনা,
মনে পড়ে কোন্ ছায়া-দ্বীপে, কোন্ কুহেলিকা-ঘেরা দেশে,
কোন্ সন্ধ্যা-সাগরের কূলে দুজনের ছিল আনাগোনা।
মেলে দোঁহে তবুও মেলে না তিলেক বিরহ রহে মাঝে,
চেনা বলে' মিলিবারে চায়, অচেনা বলিয়া মরে লাজে।
মিলনের বাসনার মাঝে আধখানি চাঁদের বিকাশ—
দুটি চুম্বনের ছোঁয়াছুঁয়ি, মাঝে যেন সরমের হাস,
দুখানি অলস আঁখি-পাতা, মাঝে সুখ-স্বপন আভাস।
দোঁহার পরশ লয়ে' দোঁহে ভেসে গেল, কহিল না কথা,
বলে' গেল সন্ধ্যার কাহিনী, লয়ে' গেল উষার বারতা।

———

গীতোচ্ছ্বাস

নীরব বাঁশরিখানি বেজেছে আবার।
প্রিয়ার বারতা বুঝি এসেছে আমার
বসন্ত কাননমাঝে বসন্ত সমীরে।
তাই বুঝি মনে পড়ে ভোলা গান যত।
তাই বুঝি ফুলবনে জাহ্নবীর তীরে
পুরাতন হাসিগুলি ফুটে শত শত।
তাই বুঝি হৃদয়ের বিস্মৃত বাসনা
জাগিছে নবীন হয়ে' পল্লবের মত।

জগৎ-কমল-বনে কমল-আসনা
কতদিন পরে বুঝি তাই এল ফিরে।
সে এল না এল তা'র মধুর মিলন,
বসন্তের গান হয়ে' এল তা'র স্বর,
দৃষ্টি তা'র ফিরে এল—কোথা সে নয়ন?
চুম্বন এসেছে তা'র—কোথা সে অধর?

স্তন

(১)

নারীর প্রাণের প্রেম মধুর কোমল,
বিকশিত যৌবনের বসন্ত সমীরে
কুসুমিত হয়ে' ওই ফুটেছে বাহিরে,
সৌরভ সুধায় করে পরাণ পাগল।
মরমের কোমলতা তরঙ্গ তরল
উথলি উঠেছে যেন হৃদয়ের তীরে।
কি যেন বাঁশির ডাকে জগতের প্রেমে
বাহিরিয়া আসিতেছে সলাজ হৃদয়;
সহসা আলোতে এসে গেছে যেন থেমে
সরমে মরিতে চায় অঞ্চল আড়ালে।
প্রেমের সঙ্গীত যেন বিকশিয়া রয়,
উঠিছে পড়িছে ধীরে হৃদয়ের তালে।
হের গো কমলাসন জননী লক্ষ্মীর—
হের নারী-হৃদয়ের পবিত্র মন্দির।

স্তন

(২)

পবিত্র সুমেরু বটে এই সে হেথায়,
দেবতা-বিহার-ভূমি কনক-অচল।
উন্নত সতীর স্তন স্বরগ-প্রভায়
মানবের মর্ত্ত্যভূমি করেছে উজ্জ্বল।
শিশু-রবি হোথা হ'তে উঠে সুপ্রভাতে,
শ্রান্ত-রবি সন্ধ্যাবেলা হোথা অস্ত যায়।
দেবতার আঁখিতারা জেগে থাকে রাতে
বিমল পবিত্র দুটি বিজন-শিখরে।
চিরস্নেহ-উৎস-ধারে অমৃত নির্ঝরে
সিক্ত করি' তুলিতেছে বিশ্বের অধর।
জাগে সদা সুখ-সুপ্ত ধরণীর পরে
অসহায় জগতের অসীম নির্ভর।

ধরণীর মাঝে থাকি' স্বর্গ আছে চুমি'
দেব-শিশু মানবের ওই মাতৃভূমি।

চুম্বন

অধরের কোণে যেন অধরের ভাষা।
দোঁহার হৃদয় যেন দোঁহে পান করে।
গৃহ ছেড়ে নিরুদ্দেশ দুটি ভালবাসা
তীর্থযাত্রা করিয়াছে অধর-সঙ্গমে।
দুইটি তরঙ্গ উঠি প্রেমের নিয়মে
ভাঙিয়া মিলিয়া যায় দুইটি অধরে।
ব্যাকুল বাসনা দুটি চাহে পরস্পরে,
দেহের সীমায় আসি' দুজনের দেখা।
প্রেম লিখিতেছে গান কোমল আখরে
অধরেতে থরে থরে চুম্বনের লেখা।
দুখানি অধর হ'তে কুসুম চয়ন,
মালিকা গাঁথিবে বুঝি ফিরে গিয়ে ঘরে।
দুটি অধরের এই মধুর মিলন
দুইটি হাসির রাঙা বাসরশয়ন।

বিবসনা

ফেল গো বসন ফেল—ঘুচাও অঞ্চল
পর শুধু সৌন্দর্য্যের নগ্ন আবরণ
সুরবালিকার বেশ কিরণ বসন।
পরিপূর্ণ তনুখানি—বিকচ কমল,
জীবনের যৌবনের লাবণ্যের মেলা।
বিচিত্র বিশ্বের মাঝে দাঁড়াও একেলা
সর্ব্বাঙ্গে পড়ুক তব চাঁদের কিরণ,
সর্ব্বাঙ্গে মলয় বায়ু করুক সে খেলা।
অসীম নীলিমা মাঝে হও নিমগন
তারাময়ী বিবসনা প্রকৃতির মত।
অতনু ঢাকুক মুখ বসনের কোণে
তনুর বিকাশ হেরি লাজে শির নত।
আসুক বিমল উষা মানব ভবনে,
লাজহীনা পবিত্রতা—শুভ্র বিবসনে।

বাহু

কাহারে জড়াতে চাহে দুটি বাহুলতা।
কাহারে কাঁদিয়া বলে যেও না যেও না
কেমনে প্রকাশ করে ব্যাকুল বাসনা,
কে শুনেছে বাহুর নীরব আকুলতা।
কোথা হ'তে নিয়ে আসে হৃদয়ের কথা,
গায়ে লিখে দিয়ে যায় পুলক-অক্ষরে।
পরশে বহিয়া আনে মরম বারতা
মোহ মেখে রেখে যায় প্রাণের ভিতরে।
কণ্ঠ হ'তে উতারিয়া যৌবনের মালা
দুইটি আঙুলে ধরি' তুলি' দেয় গলে।
দুটি বাহু বহি' আনে হৃদয়ের ডালা
রেখে দিয়ে যায় যেন চরণের তলে।
লতায়ে থাকুক বুকে চির আলিঙ্গন,
ছিঁড়ো না ছিঁড়ো না দুটি বাহুর বন্ধন।

চরণ

দুখানি চরণ পড়ে ধরণীর গায়,
দুখানি অলস রাঙা কোমল চরণ।
শত বসন্তের স্মৃতি জাগিছে ধরায়,
শতলক্ষ কুসুমের পরশ-স্বপন।
শত বসন্তের যেন ফুটন্ত অশোক
ঝরিয়া মিলিয়া গেছে দুটি রাঙা পায়
প্রভাতের প্রদোষের দুটি সূর্যালোক
অস্ত গেছে যেন দুটি চরণ ছায়ায়।
যৌবনসঙ্গীত পথে যেতেছে ছড়ায়ে,
নূপুর কাঁদিয়া মরে চরণ জড়ায়ে,
নৃত্য সদা বাঁধা যেন মধুর মায়ায়।
হোথা যে নিঠুর মাটি, শুষ্ক ধরাতল,–
এস গো হৃদয়ে এস, ঝুরিছে হেথায়
লাজ-রক্ত লালসার রাঙা শতদল।

হৃদয়-আকাশ

আমি ধরা দিয়েছি গো আকাশের পাখী
নয়নে দেখেছি তব নূতন আকাশ।
দুখানি আঁখির পাতে কি রেখেছ ঢাকি
হাসিলে ফুটিয়া পড়ে উষার আভাস।
হৃদয় উড়িতে চায় হোথায় একাকী
আঁখি-তারকার দেশে করিবারে বাস।
ওই গগনেতে চেয়ে উঠিয়াছে ডাকি'
হোথায় হারাতে চায় এ গীত-উচ্ছ্বাস।
তোমার হৃদয়াকাশ অসীম বিজন—
বিমল নীলিমা তা'র শান্ত সুকুমার,
যদি নিয়ে যাই ওই শূন্য হয়ে' পার
আমার দুখানি পাখা কনক বরণ,
হৃদয় চাতক হয়ে' চাবে অশ্রুধার,
হৃদয় চকোর চাবে হাসির কিরণ।

অঞ্চলের বাতাস

পাশ দিয়ে গেল চলি' চকিতের প্রায়,
অঞ্চলের প্রান্তখানি ঠেকে গেল গায়,
শুধু দেখা গেল তা'র আধখানি পাশ,
শিহরি পরশি গেল অঞ্চলের বায়।
অজানা হৃদয়-বনে উঠেছে উচ্ছ্বাস,
অঞ্চলে বহিয়া এল দক্ষিণে বাতাস;
সেথা যে বেজেছে বাঁশি তাই শুনা যায়,
সেথায় উঠিছে কেঁদে ফুলের সুবাস।
কার প্রাণখানি হ'তে করি' হায় হায়
বাতাসে উড়িয়া এল পরশ আভাস।
ওগো কার তনুখানি হয়েছে উদাস।
ওগো কে জানাতে চাহে মরম বারতা।
দিয়ে গেল সর্ব্বাঙ্গের আকুল নিশ্বাস,
বলে' গেল সর্ব্বাঙ্গের কানে কানে কথা।

দেহের মিলন

প্রতি অঙ্গ কাঁদে তব প্রতি অঙ্গ তরে,
প্রাণের মিলন মাগে দেহের মিলন।
হৃদয়ে আচ্ছন্ন দেহ হৃদয়ের ভরে
মূরছি পড়িতে চায় তব দেহ পরে।
তোমার নয়ন পানে ধাইছে নয়ন,
অধর মরিতে চায় তোমার অধরে।
তৃষিত পরাণ আজি কাঁদিছে কাতরে
তোমারে সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে করিতে দর্শন।
হৃদয় লুকানো আছে দেহের সায়রে
চিরদিন তীরে বসি' করি গো ক্রন্দন,
সর্ব্বাঙ্গ ঢালিয়া আজি আকুল অন্তরে
দেহের রহস্য মাঝে হইব মগন।
আমার এ দেহ মন চির রাত্রি দিন
তোমার সর্ব্বাঙ্গে যাবে হইয়া বিলীন।

তনু

ওই তনুখানি তব আমি ভালবাসি,
এ প্রাণ তোমার দেহে হয়েছে উদাসী
শিশিরেতে টলমল ঢল ঢল ফুল
টুটে পড়ে থরে থরে যৌবন বিকাশি।
চারিদিকে গুঞ্জরিছে জগৎ আকুল
সারা নিশি সারা দিন ভ্রমর পিপাসী।
ভালবেসে বায়ু এসে দুলাইছে দুল,
মুখে পড়ে মোহভরে পূর্ণিমার হাসি।
পূর্ণ দেহখানি হ'তে উঠিছে সুবাস।
মরি মরি কোথা সেই নিভৃত নিলয়
কোমল শয়নে যেথা ফেলিছে নিশ্বাস
তনু-ঢাকা মধুমাখা বিজন হৃদয়।
ওই দেহখানি বুকে তুলে নেব' বালা,
পঞ্চদশ বসন্তের একগাছি মালা।

স্মৃতি

ওই দেহপানে চেয়ে পড়ে মোর মনে
যেন কত শত পূর্ব্ব জনমের স্মৃতি।
সহস্র হারানো সুখ আছে ও নয়নে,
জন্ম জন্মান্তের যেন বসন্তের গীতি।
যেন গো আমারি তুমি আত্ম-বিস্মরণ,
অনন্ত কালের মোর সুখ দুঃখ শোক,
কত নব জগতের কুসুমকানন,
কত নব আকাশের চাঁদের আলোক ;
কত দিবসের তুমি বিরহের ব্যথা,
কত রজনীর তুমি প্রণয়ের লাজ,
সেই হাসি সেই অশ্রু সেই সব কথা
মধুর মূরতি ধরি' দেখা দিল আজ।
তোমার মুখেতে চেয়ে তাই নিশিদিন
জীবন সুদূরে যেন হতেছে বিলীন !

হৃদয়-আসন

কোমল দুখানি বাহু সরমে লতায়ে
বিকশিত স্তন দুটি আগুলিয়া রয়,
তারি মাঝখানে কি রে রয়েছে লুকায়ে
অতিশয় সযতন গোপন হৃদয়।
সেই নিরালায়, সেই কোমল আসনে,
দুইখানি স্নেহস্ফুট স্তনের ছায়ায়,
কিশোর প্রেমের মৃদু প্রদোষ কিরণে
আনত আঁখির তলে রাখিবে আমায়?
কত না মধুর আশা ফুটিছে সেথায়—
গভীর নিশীথে কত বিজন কল্পনা,
উদাস নিশ্বাস বায়ু বসন্ত সন্ধ্যায়,
গোপনে চাঁদিনী রাতে দুটি অশ্রুকণা।
তারি মাঝে আমারে কি রাখিবে যতনে
হৃদয়ের সুমধুর স্বপন-শয়নে?

কল্পনার সাথী

যখন কুসুম-বনে ফির একাকিনী,
ধরায় লুটায়ে পড়ে পূর্ণিমা যামিনী,
দক্ষিণে বাতাসে আর তটিনীর গানে
শোন যবে আপনার প্রাণের কাহিনী ;—
যখন শিউলি ফুলে কোলখানি ভরি',
দুটি পা ছড়িয়ে দিয়ে আনত বয়ানে
ফুলের মতন দুটি অঙ্গুলিতে ধরি'
মালা গাঁথ ভোরবেলা গুন্ গুন্ তানে ;—
মধ্যাহ্নে একেলা যবে বাতায়নে বসে,'
নয়নে মিলাতে চায় সুদূর আকাশ,
কখনো আঁচলখানি পড়ে যায় খসে,'
কখনো হৃদয় হ'তে উঠে দীর্ঘশ্বাস,
কখনো অশ্রুটি কাঁপে নয়নের পাতে,
তখন আমি কি সখি থাকি তব সাথে ?

হাসি

সুদূর প্রবাসে আজি কেনরে কি জানি
কেবলি পড়িছে মনে তা'র হাসিখানি।
কখন্ নামিয়া গেল সন্ধ্যার তপন,
কখন্ থামিয়া গেল সাগরের বাণী।
কোথায় ধরার ধারে বিরহ-বিজন
একটি মাধবী লতা আপন ছায়াতে
ছুটি অধরের রাঙা কিশলয়-পাতে
হাসিটি রেখেছে ঢেকে কুঁড়ির মতন।
সারারাত নয়নের সলিল সিঞ্চিয়া
রেখেছে কাহার তরে যতনে সঞ্চিয়া।
সে হাসিটি কে আসিয়া করিবে চয়ন,
লুব্ধ এই জগতের সবারে বঞ্চিয়া।
তখন ছুখানি হাসি মরিয়া বাঁচিয়া
তুলিবে অমর করি' একটি চুম্বন।

নিদ্রিতার চিত্র

মাথায় রয়েছে বাঁধা প্রদোষ-আঁধার,
চিত্রপটে সন্ধ্যাতারা অস্ত নাহি যায়।
এলাইয়া ছড়াইয়া গুচ্ছ কেশভার
বাহুতে মাথাটি রেখে রমণী ঘুমায়।
চারিদিকে পৃথিবীতে চির জাগরণ
কে ওরে পাড়ালে ঘুম তারি মাঝখানে।
কোথা হ'তে আহরিয়া নীরব গুঞ্জন
চিরদিন রেখে গেছে ওরি কানে কানে।
ছবির আড়ালে কোথা অনন্ত নির্ঝর
নীরব ঝর্ঝর গানে পড়িছে ঝরিয়া ;
চিরদিন কাননের নীরব মর্ম্মর।
লজ্জা চিরদিন আছে দাঁড়ায়ে সম্মুখে,
যেমনি ভাঙিবে ঘুম মরমে মরিয়া
বুকের বসনখানি তুলে দিবে বুকে।

কল্পনা-মধুপ

প্রতিদিন প্রাতে শুধু গুন্ গুন্ গান,
লালসে অলস-পাখা অলির মতন।
বিকল হৃদয় লয়ে' পাগল পরাণ
কোথায় করিতে যায় মধু অন্বেষণ।
বেলা বহে' যায় চলে'—শ্রান্ত দিনমান,
তরুতলে ক্লান্ত ছায়া করিছে শয়ন,
মূরছিয়া পড়িতেছে বাঁশরির তান,
সেঁউতি শিথিলবৃন্ত মুদিছে নয়ন।
কুসুমদলের বেড়া তারি মাঝে ছায়া,
সেথা বসে' করি আমি কল্পমধু পান;
বিজনে সৌরভময়ী মধুময়ী মায়া
তাহারি কুহকে আমি করি আত্মদান;
রেণুমাখা পাখা লয়ে' ঘরে ফিরে আসি'
আপন সৌরভে থাকি আপনি উদাসী।

———

পূর্ণ মিলন

নিশিদিন কাঁদি সখি মিলনের তরে,
যে মিলন ক্ষুধাতুর মৃত্যুর মতন।
লও লও বেঁধে লও কেড়ে লও মোরে,
লও লজ্জা লও বস্ত্র লও আবরণ।
এ তরুণ তনুখানি লহ চুরি করে',
আঁখি হ'তে লও ঘুম, ঘুমের স্বপন।
জাগ্রত বিপুল বিশ্ব লও তুমি হরে'
অনন্তকালের মোর জীবন মরণ।
বিজন বিশ্বের মাঝে, মিলন শ্মশানে,
নির্ব্বাপিত সূর্য্যালোক লুপ্ত চরাচর,
লাজমুক্ত বাসমুক্ত দুটি নগ্ন প্রাণে
তোমাতে আমাতে হই অসীম সুন্দর।
এ কি দুরাশার স্বপ্ন হায় গো ঈশ্বর,
তোমা ছাড়া এ মিলন আছে কোন্‌খানে

শ্রান্তি

সুখশ্রমে আমি সখি শ্রান্ত অতিশয় ;
পড়েছে শিথিল হয়ে' শিরার বন্ধন ।
অসহ্য কোমল ঠেকে কুসুম-শয়ন,
কুসুম-রেণুর সাথে হয়ে' যাই লয় ।
স্বপনের জালে যেন পড়েছি জড়ায়ে ।
যেন কোন্ অস্তাচলে সন্ধ্যা-স্বপ্নময়
রবির ছবির মত যেতেছি গড়ায়ে ;
সুদূরে মিলিয়া যায় নিখিল নিলয় ।
ডুবিতে ডুবিতে যেন সুখের সাগরে
কোথাও না পাই ঠাঁই, শ্বাসরুদ্ধ হয়,
পরাণ কাঁদিতে থাকে মৃত্তিকার তরে ।
এ যে সৌরভের বেড়া পাষাণের নয় ;
কেমনে ভাঙিতে হবে ভাবিয়া না পাই,
অসীম নিদ্রার ভারে পড়ে' আছি তাই ।

—

বন্দী

দাও খুলে দাও সখি ওই বাহুপাশ,
চুম্বন-মদিরা আর করায়ো না পান।
কুসুমের কারাগারে রুদ্ধ এ বাতাস,
ছেড়ে দাও ছেড়ে দাও বদ্ধ এ পরাণ।
কোথায় উষার আলো কোথায় আকাশ ?
এ চির পূর্ণিমারাত্রি হোক্ অবসান।
আমারে ঢেকেছে তব মুক্ত কেশপাশ,
তোমার মাঝারে আমি নাহি দেখি ত্রাণ।
আকুল অঙ্গুলিগুলি করি' কোলাকুলি
গাঁথিছে সর্ব্বাঙ্গে মোর পরশের ফাঁদ।
ঘুমঘোরে শূন্যপানে দেখি মুখ তুলি'
শুধু অবিশ্রাম-হাসি একখানি চাঁদ।
স্বাধীন করিয়া দাও বেঁধ না আমায়
স্বাধীন হৃদয়খানি দিব তব পায়।

কেন ?

কেন গো এমন স্বরে বাজে তবে বাঁশি,
মধুর সুন্দর রূপে কেঁদে ওঠে হিয়া ?
রাঙা অধরের কোণে হেরি মধু হাসি
পুলকে যৌবন কেন উঠে বিকশিয়া ?
কেন তনু বাহু-ডোরে ধরা দিতে চায়,
ধায় প্রাণ দুটি কালো আঁখির উদ্দেশে,
হায় যদি এত লজ্জা কথায় কথায়,
হায় যদি এত শ্রান্তি নিমেষে নিমেষে।
কেন কাছে ডাকে যদি মাঝে অন্তরাল,
কেনরে কাঁদায় প্রাণ সবি যদি ছায়া,
আজ হাতে তুলে নিয়ে ফেলে দিবে কাল
এরি তরে এত তৃষ্ণা, এ কাহার মায়া ?
মানব-হৃদয় নিয়ে এত অবহেলা,
খেলা যদি, কেন হেন মর্ম্মভেদী খেলা ?

———

মোহ

এ মোহ ক দিন থাকে, এ মায়া মিলায় ;
কিছুতে পারে না আর বাঁধিয়া রাখিতে ;
কোমল বাহুর ডোর ছিন্ন হয়ে' যায়,
মদিরা উথলেনাকো মদির আঁখিতে।
কেহ কারে নাহি চিনে আঁধার নিশায় ;
ফুল ফোটা সাঙ্গ হ'লে গাহে না পাখীতে।
কোথা সেই হাসিপ্রান্ত চুম্বন-তৃষিত
রাঙা পুষ্পটুকু যেন প্রস্ফুট অধর ?
কোথা কুসুমিত তনু পূর্ণ বিকশিত
কম্পিত পুলকভরে, যৌবনকাতর ?
তখন কি মনে পড়ে সেই ব্যাকুলতা,
সেই চিরপিপাসিত যৌবনের কথা,
সেই প্রাণ-পরিপূর্ণ মরণ অনল,
মনে পড়ে হাসি আসে ? চোখে আসে জল ?

পবিত্র প্রেম

ছুঁয়ো না ছুঁয়ো না ও'রে দাঁড়াও সরিয়া।
ম্লান করিও না আর মলিন পরশে।
ওই দেখ তিলে তিলে যেতেছে মরিয়া,
বাসনা-নিশ্বাস তব গরল বরষে।
জান না কি হৃদিমাঝে ফুটেছে যে ফুল,
ধূলায় ফেলিলে তা'রে ফুটিবে না আর ?
জান না কি সংসারের পাথার অকূল,
জান না কি জীবনের পথ অন্ধকার ?
আপনি উঠেছে ওই তব ধ্রুবতারা,
আপনি ফুটেছে ফুল বিধির কৃপায় ;
সাধ করে' কে আজিরে হবে পথহারা,
সাধ করে' এ কুসুম কে দলিবে পায় ?
যে প্রদীপ আলো দেবে তাহে ফেল শ্বাস,
যারে ভালবাস তা'রে করিছ বিনাশ ?

পবিত্র জীবন

মিছে হাসি, মিছে বাঁশি, মিছে এ যৌবন,
মিছে এই দরশের পরশের খেলা।
চেয়ে দেখ, পবিত্র এ মানবজীবন,
কে ইহারে অকাতরে করে অবহেলা ?
ভেসে ভেসে এই মহা চরাচরস্রোতে
কে জানে গো আসিতেছে কোন্‌খান হ'তে ;
কোথা হ'তে নিয়ে এল প্রেমের আভাস,
কোন্ অন্ধকার ভেদি উঠিল আলোতে ?
এ নহে খেলার ধন, যৌবনের আশ,
বোলো না ইহার কানে আবেশের বাণী,
নহে নহে এ তোমার বাসনার দাস,
তোমার ক্ষুধার মাঝে আনিও না টানি ;
এ তোমার ঈশ্বরের মঙ্গল আশ্বাস,
স্বর্গের আলোক তব এই মুখখানি।

মরীচিকা

এস, ছেড়ে এস, সখি, কুসুম-শয়ন !
বাজুক কঠিন মাটি চরণের তলে।
কতবা করিবে আর বসিয়া বিরলে
আকাশ-কুসুমবনে স্বপন চয়ন ?
দেখ ওই দূর হ'তে আসিছে ঝটিকা,
স্বপ্নরাজ্য ভেসে যাবে খর অশ্রুজলে।
দেবতার বিদ্যুতের অভিশাপ-শিখা
দহিবে আঁধার নিদ্রা বিমল অনলে।
চল গিয়ে থাকি দোঁহে মানবের সাথে,
সুখ দুঃখ লয়ে' সবে গাঁথিছে আলয়,
হাসি কান্না ভাগ করি' ধরি' হাতে হাতে
সংসার-সংশয়-রাত্রি রহিব নির্ভয়।
সুখ-রৌদ্র-মরীচিকা নহে বাসস্থান,
মিলায় মিলায় বলি' ভয়ে কাঁপে প্রাণ।

গান রচনা

এ শুধু অলস মায়া, এ শুধু মেঘের খেলা,
এ শুধু মনের সাধ বাতাসেতে বিসর্জ্জন ;
এ শুধু আপন মনে মালা গেঁথে ছিঁড়ে ফেলা,
নিমেষের হাসিকান্না গান গেয়ে সমাপন।
শ্যামল পল্লবপাতে রবিকরে সারাবেলা
আপনার ছায়া লয়ে' খেলা করে ফুলগুলি,
এও সেই ছায়া-খেলা বসন্তের সমীরণে।
কুহকের দেশে যেন সাধ করে' পথ ভুলি'
হেথা হোথা ঘুরি ফিরি সারাদিন আনমনে।
কারে যেন দেব' বলে কোথা যেন ফুল তুলি,
সন্ধ্যায় মলিন ফুল উড়ে যায় বনে বনে।
এ খেলা খেলিবে হায় খেলার সাথী কে আছে ?
ভুলে ভুলে গান গাই—কে শোনে, কে নাই শোনে,
যদি কিছু মনে পড়ে, যদি কেহ আসে কাছে।

সন্ধ্যার বিদায়

সন্ধ্যা যায়, সন্ধ্যা ফিরে চায়, শিথিল কবরী পড়ে খুলে,—
যেতে যেতে কনক আঁচল বেধে যায় বকুল-কাননে,
চরণের পরশ-রাঙিমা রেখে যায় যমুনার কূলে ;—
নীরবে-বিদায়-চাওয়া চোখে, গ্রন্থি-বাঁধা রক্তিম দুকূলে
আঁধারের ম্লান-বধূ যায় বিষাদের বাসর-শয়নে।
সন্ধ্যাতারা পিছনে দাঁড়ায়ে চেয়ে থাকে আকুল-নয়নে।
যমুনা কাঁদিতে চাহে বুঝি, কেনরে কাঁদে না কণ্ঠ তুলে,
বিস্ফারিত হৃদয় বহিয়া চলে' যায় আপনার মনে।
মাঝে মাঝে ঝাউবন হ'তে গভীর নিশ্বাস ফেলে ধরা।
সপ্ত ঋষি দাঁড়াইল আসি' নন্দনের সুরতরুমূলে,
চেয়ে থাকে পশ্চিমের পথে ভুলে যায় আশীর্ব্বাদ করা।
নিশীথিনী রহিল জাগিয়া বদন ঢাকিয়া এলোচুলে।
কেহ আর কহিল না কথা, একটিও বহিল না শ্বাস ;
আপনার সমাধি মাঝারে নিরাশা নীরবে করে বাস।

রাত্রি

জগতেরে জড়াইয়া শতপাকে যামিনী-নাগিনী,
আকাশ পাতাল জুড়ি' ছিল পড়ে' নিদ্রায় মগনা,
আপনার হিম দেহে আপনি বিলীনা একাকিনী।
মিটি মিটি তারকায় জ্বলে তার অন্ধকার-ফণা।
উষা আসি' মন্ত্র পড়ি' বাজাইল ললিত রাগিণী।
রাঙা-আঁখি পাকালিয়া সাপিনী উঠিল তাই জাগি,'
একে একে খুলে পাক, আঁকিবাঁকি কোথা যায় ভাগি'
পশ্চিম সাগরতলে আছে বুঝি বিরাট গহ্বর,
সেথায় ঘুমাবে বলে' ডুবিতেছে বাসুকি-ভগিনী,
মাথায় বহিয়া তার শত লক্ষ রতনের কণা ;
শিয়রেতে সারাদিন জেগে র'বে বিপুল সাগর ;
নিভৃতে স্তিমিত দীপে চুপি চুপি কহিয়া কাহিনী
মিলি' কত নাগবালা স্বপ্নমালা করিবে রচনা।

বৈতরণী

অশ্রুস্রোতে স্ফীত হয়ে' বহে বৈতরণী,
চৌদিকে চাপিয়া আছে আঁধার রজনী।
পূর্ব্ব তীর হ'তে হুহু আসিছে নিশ্বাস,
যাত্রী লয়ে' পশ্চিমেতে চলেছে তরণী।
মাঝে মাঝে দেখা দেয় বিদ্যুৎ বিকাশ,
কেহ কারে নাহি চেনে বসে নত শিরে।
গলে ছিল বিদায়ের অশ্রু-কণা-হার
ছিন্ন হয়ে' একে একে ঝরে পড়ে নীরে।
ওই বুঝি দেখা যায় ছায়া পরপার,
অন্ধকারে মিটি মিটি তারা-দীপ জ্বলে।
হোথায় কি বিস্মরণ, নিঃস্বপ্ন নিদ্রার
শয়ন রচিয়া দিবে ঝরা ফুলদলে।
অথবা অকূলে শুধু অনন্ত রজনী
ভেসে চলে কর্ণধারবিহীন তরণী।

———

মানব-হৃদয়ের বাসনা

নিশীথে রয়েছি জেগে ; দেখি অনিমিখে,
লক্ষ হৃদয়ের সাধ শূন্যে উড়ে যায়।
কতদিক হতে তা'রা ধায় কত দিকে।
কত না অদৃশ্য-কায়া, ছায়া আলিঙ্গন,
বিশ্বময় কারে চাহে করে হায় হায়।
কত স্মৃতি খুঁজিতেছে শ্মশান-শয়ন ;
অন্ধকারে হের শত তৃষিত নয়ন
ছায়াময় পাখী হয়ে' কার পানে ধায়।
ক্ষীণশ্বাস মুমূর্ষুর অতৃপ্ত বাসনা
ধরণীর কূলে কূলে ঘুরিয়া বেড়ায়।
উদ্দেশে ঝরিছে কত অশ্রুবারিকণা
চরণ খুঁজিয়া তা'রা মরিবারে চায়।
কে শুনিছে শত কোটি হৃদয়ের ডাক।
নিশীথিনী স্তব্ধ হয়ে' রয়েছে অবাক্।

সিন্ধু-গর্ভ

উপরে স্রোতের ভরে ভাসে চরাচর,
নীল সমুদ্রের পরে নৃত্য করে' সারা।
কোথা হ'তে ঝরে যেন অনন্ত নির্ঝর,
ঝরে আলোকের কণা রবি শশী তারা।
ঝরে প্রাণ, ঝরে গান, ঝরে প্রেমধারা,
পূর্ণ করিবারে চায় আকাশ সাগর।
সহসা কে ডুবে যায় জলবিম্বপারা,
দুয়েকটি আলো-রেখা যায় মিলাইয়া,
তখন ভাবিতে বসি কোথায় কিনারা,
কোন্ অতলের পানে ধাই তলাইয়া।
নিম্নে জাগে সিন্ধু-গর্ভ স্তব্ধ অন্ধকার।
কোথা নিবে যায় আলো, থেমে যায় গীত,
কোথা চিরদিন তরে অসীম আড়াল ?
কোথায় ডুবিয়া গেছে অনন্ত অতীত ?

ক্ষুদ্র অনন্ত

অনন্ত দিবস রাত্রি কালের উচ্ছ্বাস
তারি মাঝখানে শুধু একটি নিমেষ,
একটি মধুর সন্ধ্যা, একটু বাতাস—
মৃদু আলো আঁধারের মিলন আবেশ—
তারি মাঝখানে শুধু একটুকু জুঁই,—
একটুকু হাসিমাখা সৌরভের লেশ—
একটু অধর তা'র ছুঁই কি না ছুঁই—
আপন আনন্দ লয়ে' উঠিতেছে ফুটে,
আপন আনন্দ লয়ে' পড়িতেছে টুটে।
সমগ্র অনন্ত ওই নিমেষের মাঝে
একটি বনের প্রান্তে জুঁই হয়ে' উঠে।
পলকের মাঝখানে অনন্ত বিরাজে।
যেমনি পলক টুটে ফুল ঝ'রে যায়
অনন্ত আপনা মাঝে আপনি মিলায়।

সমুদ্র

কিসের অশান্তি এই মহা পারাবারে ?
সতত ছিঁড়িতে চাহে কিসের বন্ধন ?
অব্যক্ত অস্ফুটবাণী ব্যক্ত করিবারে
শিশুর মতন সিন্ধু করিছে ক্রন্দন।
যুগযুগান্তর ধরি' যোজন যোজন
ফুলিয়া ফুলিয়া উঠে উত্তাল উচ্ছ্বাস ;
অশান্ত বিপুল প্রাণ করিছে গর্জ্জন,
নীরবে শুনিছে তাই প্রশান্ত আকাশ।
আছাড়ি চূর্ণিতে চাহে সমগ্র হৃদয়
কঠিন পাষাণময় ধরণীর তীরে,
জোয়ারে সাধিতে চায় আপন প্রলয়,
ভাঁটায় মিলাতে চায় আপনার নীরে।
অন্ধ প্রকৃতির হৃদে মৃত্তিকায় বাঁধা
সতত দুলিছে ওই অশ্রুর পাথার,
উন্মুখী বাসনা পায় পদে পদে বাধা
কাঁদিয়া ভাসাতে চাহে জগৎ সংসার।

সাগরের কণ্ঠ হ'তে কেড়ে নিয়ে কথা
সাধ হয় ব্যক্ত করি মানব-ভাষায় ;
শান্ত করে' দিই ওই চির ব্যাকুলতা,
সমুদ্র-বায়ুর ওই চির হায় হায় ?
সাধ যায় মোর গীতে দিবসরজনী
ধ্বনিতে পৃথিবী-ঘেরা সঙ্গীতের ধ্বনি।

অস্তমান রবি

আজ কি তপন তুমি যাবে অস্তাচলে
না শুনে আমার মুখে একটিও গান ?
দাঁড়াও গো, বিদায়ের দুটো কথা বলে'
আজিকার দিন আমি করি অবসান।
থাম ওই সমুদ্রের প্রান্ত-রেখা পরে,
মুখে মোর রাখ তব একমাত্র আঁখি।
দিবসের শেষ পলে নিমেষের তরে
তোমার আমার চোখে সায়াহ্ন আঁধার
চোখের পাতার মত আসুক মুদিয়া,
গভীর তিমির-স্নিগ্ধ শান্তির পাথার
নিবায়ে ফেলুক আজি দুটি দীপ্ত হিয়া।
শেষ গান সাঙ্গ করে' থেমে গেছে পাখী,
আমার এ গানখানি ছিল শুধু বাকি।

অস্তাচলের পরপারে

(সন্ধ্যা-সূর্য্যের প্রতি)

আমার এ গান তুমি যাও সাথে করে'
নূতন সাগরতীরে দিবসের পানে।
সায়াহ্নের কূল হ'তে যদি ঘুমঘোরে
এ গান উষার কূলে পশে কারো কানে ;
সারারাত্রি নিশীথের সাগর বাহিয়া
স্বপনের পরপারে যদি ভেসে যায় ;
প্রভাতে পাখীরা যবে উঠিবে গাহিয়া
আমার এ গান তা'রা যদি খুঁজে পায় ;
গোধূলির তীরে বসে' কেঁদেছে যে জন
ফেলেছে আকাশে চেয়ে অশ্রুজল কত,
তা'র অশ্রু পড়িবে কি হইয়া নূতন
নব প্রভাতের মাঝে শিশিরের মত ?
সায়াহ্নের কুঁড়িগুলি আপনা টুটিয়া
প্রভাতে কি ফুল হয়ে' উঠে না ফুটিয়া ?

প্রত্যাশা

সকলে আমার কাছে যত কিছু চায়
সকলেরে আমি তাহা পেরেছি কি দিতে ?
আমি কি দিইনি ফাঁকি কত জনে হায়,
রেখেছি কত না ঋণ এই পৃথিবীতে।
আমি তবে কেন বকি সহস্র প্রলাপ,
সকলের কাছে চাই ভিক্ষা কুড়াইতে।
এক তিল না পাইলে দিই অভিশাপ,
অমনি কেনরে বসি কাতরে কাঁদিতে।
হা ঈশ্বর, আমি কিছু চাহিনাকো আর,
ঘুচাও আমার এই ভিক্ষার বাসনা।
মাথায় বহিয়া লয়ে' চিরঋণভার
"পাইনি" "পাইনি" বলে' আর কাঁদিব না।
তোমারেও মাগিব না, অলস কাঁদনি ;
আপনারে দিলে তুমি আসিবে আপনি।

স্বপ্নরুদ্ধ

নিস্ফল হয়েছি আমি সংসারের কাজে,
লোকমাঝে আঁখি তুলি' পারি না চাহিতে
ভাসায়ে জীবন-তরী সাগরের মাঝে,
তরঙ্গ লঙ্ঘন করি' পারি না বাহিতে।
পুরুষের মত যত মানবের সাথে
যোগ দিতে পারিনাকো লয়ে' নিজ বল,
সহস্র সঙ্কল্প শুধু ভরা দুই হাতে
বিফলে শুকায় যেন 'লক্ষ্মণের ফল'।
আমি গাঁথি আপনার চারিদিক ঘিরে
সূক্ষ্ম রেশমের জাল কীটের মতন।
মগ্ন থাকি আপনার মধুর তিমিরে,
দেখি না এ জগতের প্রকাণ্ড জীবন!
কেন আমি আপনার অন্তরালে থাকি,
মুদ্রিত পাতার মাঝে কাঁদে অন্ধ আঁখি।

অক্ষমতা

এ যেনরে অভিশপ্ত প্রেতের পিপাসা,
সলিল রয়েছে পড়ে' শুধু দেহ নাই।
এ কেবল হৃদয়ের দুর্ব্বল দুরাশা
সাধের বস্তুর মাঝে করে চাই-চাই।
দুটি চরণেতে বেঁধে ফুলের শৃঙ্খল
কেবল পথের পানে চেয়ে বসে' থাকা,
মানবজীবন যেন সকলি নিষ্ফল,
বিশ্ব যেন চিত্রপট, আমি যেন আঁকা।
চিরদিন বুভুক্ষিত প্রাণ হুতাশন
আমারে করিছে ছাই প্রতি পলে পলে ;
মহত্ত্বের আশা শুধু ভারের মতন
আমারে ডুবায়ে দেয় জড়ত্বের তলে।
কোথা সংসারের কাজে জাগ্রত হৃদয়,
কোথারে সাহস মোর অস্থিমজ্জাময়।

জাগিবার চেষ্টা

মা কেহ কি আছ মোর, কাছে এস তবে
পাশে বসে' স্নেহ করে' জাগাও আমায়।
স্বপ্নের সমাধি মাঝে বাঁচিয়া কি হবে,
যুঝিতেছি জাগিবারে,—আঁখি রুদ্ধ হায়!
ডেকো না ডেকো না মোরে ক্ষুদ্রতার মাঝে,
স্নেহময় আলস্যেতে রেখো না বাঁধিয়া,
আশীর্ব্বাদ করে' মোরে পাঠাও গো কাজে,
পিছনে ডেকো না আর কাতরে কাঁদিয়া।
মোর বলে কাহারেও দেব' না কি বল,
মোর প্রাণে পাবে না কি কেহ নব প্রাণ?
করুণা কি শুধু ফেলে নয়নের জল,
প্রেম কি ঘরের কোণে গাহে শুধু গান?
তবেই ঘুচিবে মোর জীবনের লাজ
যদি মা করিতে পারি কারো কোনো কাজ।

কবির অহঙ্কার

গান গাহি বলে' কেন অহঙ্কার করা ?
শুধু গাহি বলে' কেন কাঁদি না সরমে ?
খাঁচার পাখীর মত গান গেয়ে মরা,
এই কি মা আদি অন্ত মানব জনমে ?
সুখ নাই—সুখ নাই—শুধু মর্ম্মব্যথা—
মরীচিকা-পানে শুধু মরি পিপাসায়,
কে দেখালে প্রলোভন, শূন্য অমরতা,
প্রাণে মরে' গানে কি রে বেঁচে থাকা যায় ?
কে আছ মলিন হেথা, কে আছ দুর্ব্বল,
মোরে তোমাদের মাঝে কর গো আহ্বান,
বারেক একত্রে বসে' ফেলি অশ্রুজল,
দূর করি হীন গর্ব্ব, শূন্য অভিমান।
তা'র পরে একসাথে এস কাজ করি,
কেবলি বিলাপ গান দূরে পরিহরি।

বিজনে

আমারে ডেকো না আজি, এ নহে সময়,
একাকী রয়েছি হেথা গভীর বিজন,
রুধিয়া রেখেছি আমি অশান্ত হৃদয়,
দুরন্ত হৃদয় মোর করিব শাসন।
মানবের মাঝে গেলে এ যে ছাড়া পায়,
সহস্রের কোলাহলে হয় পথহারা,
লুব্ধ মুষ্টি যাহা পায় আঁকড়িতে চায়,
চিরদিন চিররাত্রি কেঁদে কেঁদে সারা।
ভর্ৎসনা করিব তা'রে বিজনে বিরলে,
একটুকু ঘুমাক্ সে কাঁদিয়া কাঁদিয়া,
শ্যামল বিপুল কোলে আকাশ-অঞ্চলে
প্রকৃতি জননী তারে রাখুন্ বাঁধিয়া।
শান্ত স্নেহকোলে বসে' শিখুক সে স্নেহ,
আমারে আজিকে তোরা ডাকিস্‌নে কেহ

সিন্ধুতীরে

হেথা নাই ক্ষুদ্র কথা, তুচ্ছ কানাকানি,
ধ্বনিত হতেছে চির-দিবসের বাণী।
চির-দিবসের রবি ওঠে অস্ত যায়,
চির-দিবসের কবি গাহিছে হেথায়।
ধরণীর চারিদিকে সীমাশূন্য গানে
সিন্ধু শত তটিনীরে করিছে আহ্বান,
হেথায় দেখিলে চেয়ে আপনার পানে
দুই চোখে জল আসে, কেঁদে উঠে প্রাণ।
শত যুগ হেথা বসে' মুখপানে চায়,
বিশাল আকাশে পাই হৃদয়ের ছাড়া।
তীব্র বক্র ক্ষুদ্র হাসি পায় যদি সাড়া
রবির কিরণে এসে মরে সে লজ্জায়।
সবারে আনিতে বুকে বুক বেড়ে যায়,
সবারে করিতে ক্ষমা আপনারে ছাড়া।

সত্য

(১)

ভয়ে ভয়ে ভ্রমিতেছি মানবের মাঝে
হৃদয়ের আলোটুকু নিবে গেছে বলে' ;
কে কি বলে তাই শুনে মরিতেছি লাজে,
কি হয় কি হয় ভেবে ভয়ে প্রাণ দোলে।
"আলো" "আলো" খুঁজে মরি পরের নয়নে,
"আলো" "আলো" খুঁজে খুঁজে কাঁদি পথে পথে,
অবশেষে শুয়ে পড়ি ধূলির শয়নে
ভয় হয় এক পদ অগ্রসর হ'তে।
বজ্রের আলোক দিয়ে ভাঙ অন্ধকার,
হৃদি যদি ভেঙে যায় সেও তবু ভালো,
যে গৃহে জানালা নাই সে ত কারাগার,
ভেঙে ফেল, আসিবেক স্বরগের আলো।
হায় হায় কোথা সেই অখিলের জ্যোতি।
চলিব সরল পথে অশঙ্কিত গতি।

সত্য

(২)

জ্বালায়ে আঁধার শূন্যে কোটি রবি শশী
দাঁড়ায়ে রয়েছ একা অসীম সুন্দর।
সুগভীর শান্ত নেত্র রয়েছে বিকশি,
চির স্থির শুভ্র হাসি, প্রসন্ন অধর।
আনন্দে আঁধার মরে চরণ পরশি,
লাজ ভয় লাজে ভয়ে মিলাইয়া যায়,
আপন মহিমা হেরি আপনি হরষি
চরাচর শির তুলি' তোমাপানে চায়।
আমার হৃদয়-দীপ আঁধার হেথায়,
ধূলি হ'তে তুলি' এরে দাও জ্বালাইয়া,
ওই ধ্রুবতারাখানি রেখেছ যেথায়
সেই গগনের প্রান্তে রাখ জ্বালাইয়া।
চিরদিন জেগে র'বে, নিবিবে না আর,
চিরদিন দেখাইবে আঁধারের পার।

আত্মাভিমান

আপনি কণ্টক আমি, আপনি জর্জ্জর।
আপনার মাঝে আমি শুধু ব্যথা পাই।
সকলের কাছে কেন যাচি গো নির্ভর,
গৃহ নাই, গৃহ নাই, মোর গৃহ নাই।
অতি তীক্ষ্ণ অতি ক্ষুদ্র আত্ম-অভিমান
সহিতে পারে না হায় তিল অসম্মান।
আগে ভাগে সকলের পায়ে ফুটে যায়
ক্ষুদ্র বলে' পাছে কেহ জানিতে না পায়
বরঞ্চ আঁধারে র'ব ধূলায় মলিন
চাহি না চাহি না এই দীন অহঙ্কার—
আপন দারিদ্র্যে আমি রহিব বিলীন,
বেড়াব না চেয়ে চেয়ে প্রসাদ সবার।
আপনার মাঝে যদি শান্তি পায় মন
বিনীত ধূলার শয্যা সুখের শয়ন।

আত্ম-অপমান

মোছ তবে অশ্রুজল, চাও হাসিমুখে
বিচিত্র এ জগতের সকলের পানে।
মানে আর অপমানে সুখে আর দুখে
নিখিলেরে ডেকে লও প্রসন্ন পরাণে।
কেহ ভালবাসে কেহ নাহি ভালবাসে,
কেহ দূরে যায় কেহ কাছে চলে' আসে,
আপনার মাঝে গৃহ পেতে চাও যদি
আপনারে ভুলে তবে থাক নিরবধি।
ধনীর সন্তান আমি, নহি গো ভিখারী,
হৃদয়ে লুকানো আছে প্রেমের ভাণ্ডার,
আমি ইচ্ছা করি যদি বিলাইতে পারি
গভীর সুখের উৎস হৃদয় আমার।
দুয়ারে দুয়ারে ফিরি মাগি অন্নপান
কেন আমি করি তবে আত্ম-অপমান ?

ক্ষুদ্র আমি

বুঝেছি বুঝেছি সখা, কেন হাহাকার,
আপনার পরে মোর কেন সদা রোষ।
বুঝেছি বিফল কেন জীবন আমার,
আমি আছি তুমি নাই তাই অসন্তোষ।
সকল কাজের মাঝে আমারেই হেরি—
ক্ষুদ্র আমি জেগে আছে ক্ষুধা লয়ে' তার,
শীর্ণ বাহু-আলিঙ্গনে আমারেই ঘেরি'
করিছে আমার হায় অস্থিচর্ম্মসার।
কোথা নাথ কোথা তব সুন্দর বদন,
কোথায় তোমার নাথ বিশ্ব-ঘেরা হাসি।
আমারে কাড়িয়া লও, করগো গোপন,
আমারে তোমার মাঝে করগো উদাসী।
ক্ষুদ্র আমি করিতেছে বড় অহঙ্কার,
ভাঙ নাথ, ভাঙ নাথ, অভিমান তার।

———

প্রার্থনা

তুমি কাছে নাই বলে' হের সখা তাই
"আমি বড়" "আমি বড়" করিছে সবাই।
সকলেই উঁচু হয়ে' দাঁড়ায়ে সম্মুখে
বলিতেছে, "এ জগতে আর কিছু নাই!"
নাথ, তুমি একবার এস হাসিমুখে
এরা সবে ম্লান হয়ে' লুকাক্ লজ্জায়—
সুখ দুঃখ টুটে যাক্ তব মহা সুখে,
যাক্ আলো অন্ধকার তোমার প্রভায়।
নহিলে ডুবেছি আমি, মরেছি হেথায়,
নহিলে ঘুচে না আর মর্ম্মের ক্রন্দন,
শুষ্ক ধূলি তুলি শুধু সুধা-পিপাসায়
প্রেম বলে' পরিয়াছি মরণবন্ধন।
কভু পড়ি কভু উঠি, হাসি আর কাঁদি—
খেলাঘর ভেঙে পড়ে' রচিবে সমাধি।

বাসনার ফাঁদ

যারে চাই, তা'র কাছে আমি দিই ধরা,
সে আমার না হইতে আমি হই তা'র।
পেয়েছি বলিয়ে মিছে অভিমান করা,
অন্যেরে বাঁধিতে গিয়ে বন্ধন আমার!
নিরখিয়া দ্বারমুক্ত সাধের ভাণ্ডার
দুই হাতে লুটে নিই রত্ন ভূরি ভূরি,
নিয়ে যাব মনে করি, ভারে চলা ভার,
চোরা দ্রব্য বোঝা হয়ে' চোরে করে চুরি
চিরদিন ধরণীর কাছে ঋণ চাই,
পথের সম্বল বলে' জমাইয়া রাখি,
আপনারে বাঁধা রাখি সেটা ভুলে যাই,
পাথেয় লইয়া শেষে কারাগারে থাকি।
বাসনার বোঝা নিয়ে ডোবে-ডোবে তরী,
ফেলিতে সরে না মন, উপায় কি করি।

চিরদিন

(১)

কোথা রাত্রি, কোথা দিন, কোথা ফুটে চন্দ্র সূর্য্য তারা,
কেবা আসে কেবা যায়, কোথা বসে জীবনের মেলা,
কেবা হাসে কেবা গায়, কোথা খেলে হৃদয়ের খেলা,
কোথা পথ, কোথা গৃহ, কোথা পান্থ, কোথা পথহারা।
কোথা খসে' পড়ে পত্র জগতের মহাবৃক্ষ হ'তে,
উড়ে উড়ে ঘুরে মরে অসীমেতে না পায় কিনারা,
বহে' যায় কালবায়ু অবিশ্রাম আকাশের পথে,
ঝর ঝর মর মর শুষ্ক পত্র শ্যাম পত্রে মিলে।
এত ভাঙা, এত গড়া, আনাগোনা জীবন্ত নিখিলে,
এত গান এত তান এত কান্না এত কলরব—
কোথা কেবা, কোথা সিন্ধু, কোথা ঊর্ম্মি, কোথা তার বেলা;
গভীর অসীম গর্ভে নির্ব্বাসিত নিব্বাপিত সব।
জনপূর্ণ সুবিজনে, জ্যোতির্বিদ্ধ আঁধারে বিলীন
আকাশ-মণ্ডপে শুধু বসে' আছে এক "চির-দিন"।

(২)

কি লাগিয়া বসে' আছ, চাহিয়া রয়েছ কার লাগি।
প্রলয়ের পর-পারে নেহারিছ কার আগমন।
কার দূর পদধ্বনি চিরদিন করিছ শ্রবণ।
চির-বিরহীর মত চির-রাত্রি রহিয়াছ জাগি'।

অসীম অতৃপ্তি লয়ে' মাঝে মাঝে ফেলিছ নিশ্বাস,
আকাশ-প্রান্তরে তাই কেঁদে উঠে প্রলয়-বাতাস,
জগতের ঊর্ণাজাল ছিঁড়ে টুটে কোথা যায় ভাগি'।
অনন্ত আঁধার মাঝে কেহ তব নাহিক দোসর,
পশে না তোমার প্রাণে আমাদের হৃদয়ের আশ,
পশে না তোমার কানে আমাদের পাখীদের স্বর--
সহস্র জগতে মিলি' রচে তব বিজন প্রবাস,
সহস্র শবদে মিলি' বাঁধে তব নিঃশব্দের ঘর,
হাসি, কাঁদি, ভালবাসি, নাই তব হাসি, কান্না, মায়া,
আসি থাকি চলে যাই কত ছায়া কত উপচ্ছায়া।

(৩)

তাই কি? সকলি মায়া? আসে, থাকে, আর মিলে যায়
তুমি শুধু একা আছ, আর সব আছে আর নাই?
যুগ যুগান্তর ধরে' ফুল ফুটে, ফুল ঝরে তাই?
প্রাণ পেয়ে প্রাণ দিই সে কি শুধু মরণের পায়?
এ ফুল চাহে না কেহ? লহে না এ পূজা-উপহার?
এ প্রাণ, প্রাণের আশা, টুটে কি অসীম শূন্যতায়?
বিশ্বের উঠিছে গান, বধিরতা বসি' সিংহাসনে?
বিশ্বের কাঁদিছে প্রাণ, শূন্যে ঝরে অশ্রুবারিধারা?
যুগযুগান্তের প্রেম কে লইবে, নাই ত্রিভুবনে?

চরাচর মগ্ন আছে নিশিদিন আশার স্বপনে—
বাঁশি শুনি চলিয়াছে, সে কি হায় বৃথা অভিসার ?
বোলো না সকলি স্বপ্ন, সকলি এ মায়ার ছলন,
বিশ্ব যদি স্বপ্ন দেখে সে স্বপন কাহার স্বপন ?
সে কি এই প্রাণহীন প্রেমহীন অন্ধ অন্ধকার ?

(৪)

ধ্বনি খুঁজে প্রতিধ্বনি, প্রাণ খুঁজে মরে প্রতিপ্রাণ।
জগৎ আপনা দিয়ে খুঁজিছে তাহার প্রতিদান।
অসীমে উঠিছে প্রেম, শুধিবারে অসীমের ঋণ—
যত দেয় তত পায়, কিছুতে না হয় অবসান।
যত ফুল দেয় ধরা তত ফুল পায় প্রতিদিন।
যত প্রাণ ফুটাইছে ততই বাড়িয়া উঠে প্রাণ।
যাহা আছে তাই দিয়ে ধনী হয়ে' উঠে দীনহীন,
অসীমে জগতে এ কি পিরীতির আদানপ্রদান।
কাহারে পূজিছে ধরা শ্যামল যৌবন উপহারে,
নিমেষে নিমেষে তাই ফিরে পায় নবীন যৌবন।
প্রেমে টেনে আনে প্রেম, সে প্রেমের পাথার কোথারে ?
প্রাণ দিলে প্রাণ আসে,—কোথা সেই অনন্ত জীবন ?
ক্ষুদ্র আপনারে দিলে, কোথা পাই অসীম আপন,
সে কি ওই প্রাণহীন প্রেমহীন অন্ধ অন্ধকারে !

বঙ্গভূমির প্রতি

কেন চেয়ে আছ গো মা মুখপানে ?
এরা চাহে না তোমারে চাহে না যে,
আপন মায়েরে নাহি জানে।
এরা তোমায় কিছু দেবে না দেবে না
মিথ্যা কহে শুধু কত কি ভাণে।
তুমি ত দিতেছ মা যা আছে তোমারি
স্বর্ণ শস্য তব, জাহ্নবী বারি,
জ্ঞান ধর্ম্ম কত পুণ্যকাহিনী,
এরা কি দেবে তোরে, কিছু না কিছু না
মিথ্যা ক'বে শুধু হীন পরাণে।
মনের বেদনা রাখ মা মনে,
নয়ন বারি নিবার' নয়নে,
মুখ লুকাও মা ধূলিশয়নে,
ভুলে থাক যত হীন সন্তানে।
শূন্যপানে চেয়ে প্রহর গণি' গণি'
দেখ কাটে কি না দীর্ঘ রজনী,
দুঃখ জানায়ে কি হবে জননী,
নির্ম্মম চেতনহীন পাষাণে।

বঙ্গবাসীর প্রতি

আমায় বোলো না গাহিতে বোলো না।
এ কি শুধু হাসি খেলা, প্রমোদের মেলা,
শুধু মিছে কথা ছলনা ?
আমায় বোলো না গাহিতে বোলো না।
এ যে নয়নের জল, হতাশের শ্বাস,
কলঙ্কের কথা দরিদ্রের আশ,
এ যে বুকফাটা দুখে গুমরিছে বুকে
গভীর মরম-বেদনা।
এ কি শুধু হাসি খেলা, প্রমোদের মেলা,
শুধু মিছে কথা ছলনা ?
এসেছি কি হেথা যশের কাঙালি,
কথা গেঁথে গেঁথে নিতে করতালি,
মিছে কথা কয়ে' মিছে যশ লয়ে'
মিছে কাজে নিশি যাপনা।
কে জাগিবে আজ, কে করিবে কাজ,
কে ঘুচাতে চাহে জননীর লাজ,

কাতরে কাঁদিবে, মায়ের পায়ে দিবে
সকল প্রাণের কামনা।
এ কি শুধু হাসি খেলা, প্রমোদের মেলা,
শুধু মিছে কথা ছলনা ?

আহ্বান গীত

পৃথিবী জুড়িয়া বেজেছে বিষাণ,
শুনিতে পেয়েছি ওই—
সবাই এসেছে লইয়া নিশান,
কইরে বাঙালী কই।
সুগভীর স্বর কাঁদিয়া বেড়ায়
বঙ্গ সাগরের তীরে,
"বাঙালীর ঘরে কে আছিস্ আয়"
ডাকিতেছে ফিরে ফিরে।
ঘরে ঘরে কেন দুয়ার ভেজানো,
পথে কেন নাই লোক,
সারা দেশ ব্যাপি' মরেছে কে যেন,
বেঁচে আছে শুধু শোক।
গঙ্গা বহে শুধু আপনার মনে
চেয়ে থাকে হিমগিরি,
রবি শশী উঠে অনন্ত গগনে
আসে যায় ফিরি' ফিরি'।

কত না সঙ্কট, কত না সন্তাপ
মানবশিশুর তরে,
কত না বিবাদ কত না বিলাপ
মানবশিশুর ঘরে।

আহ্বান গীত

কত ভায়ে ভায়ে নাহি যে বিশ্বাস,
কেহ কারে নাহি মানে,
ঈর্ষা নিশাচরী ফেলিছে নিশ্বাস
হৃদয়ের মাঝখানে।
হৃদয়ে লুকানো হৃদয়বেদনা
সংশয়-আঁধারে যুঝে,
কে কাহারে আজি দিবে গো সান্ত্বনা,
কে দিবে আলয় খুঁজে।
মিটাতে হইবে শোক তাপ ত্রাস,
করিতে হইবে রণ,
পৃথিবী হইতে উঠিছে উচ্ছ্বাস—
শোন শোন সৈন্যগণ।

পৃথিবী ডাকিছে আপন সন্তানে,
বাতাস ছুটেছে তাই—
গৃহ তেয়াগিয়া ভায়ের সন্ধানে
চলিতেছে কত ভাই।
বঙ্গের কুটীরে এসেছে বারতা,
শুনেছে কি তাহা সবে?
জেগেছে কি কবি শুনাতে সে কথা
জলদ-গম্ভীর রবে?

হৃদয় কি কারো উঠেছে উথলি ?
আঁখি খুলেছে কি কেহ ?
ভেঙেছে কি কেহ সাধের পুতলি ?
ছেড়েছে খেলার গেহ ?
কেন কানাকানি, কেনরে সংশয় ?
কেন মর ভয়ে লাজে ?
খুলে ফেল দ্বার, ভেঙে ফেল ভয়,
চল পৃথিবীর মাঝে।

ধরা-প্রান্তভাগে ধূলিতে লুটায়ে,
জড়িমা-জড়িত তনু,
আপনার মাঝে আপনি গুটায়ে
ঘুমায় কীটের অণু।
চারিদিকে তা'র আপন উল্লাসে
জগৎ ধাইছে কাজে,
চারিদিকে তার অনন্ত আকাশে
স্বরগ সঙ্গীত বাজে,
চারিদিকে তার মানবমহিমা
উঠিছে গগনপানে,
খুঁজিছে মানব আপনার সীমা,
অসীমের মাঝখানে।

সে কিছুই তা'র করে না বিশ্বাস,
আপনারে জানে বড়,
আপনি গণিছে আপন নিশ্বাস,
ধূলা করিতেছে জড়।
সুখ দুঃখ লয়ে' অনন্ত সংগ্রাম,
জগতের রঙ্গভূমি—
হেথায় কে চায় ভীরুর বিশ্রাম,
কেন গো ঘুমাও তুমি।
ডুবিছ ভাসিছ অশ্রুর হিল্লোলে,
শুনিতেছ হাহাকার—
তীর কোথা আছে দেখ মুখ তুলে,
এ সমুদ্র কর পার।
মহা কলরবে সেতু বাঁধে সবে,
তুমি এস, দাও যোগ—
বাধার মতন জড়াও চরণ—
একিরে করম ভোগ।
তা যদি না পার সর' তবে সর'
ছেড়ে দাও তবে স্থান,
ধূলায় পড়িয়া মর' তবে মর'—
কেন এ বিলাপ-গান।

ওরে চেয়ে দেখ্ মুখ আপনার,
ভেবে দেখ্ তোরা কা'রা

মানবের মত ধরিয়া আকার,
কেনরে কীটের পারা ?
আছে ইতিহাস আছে কুলমান,
আছে মহত্ত্বের খনি,
পিতৃপিতামহ গেয়েছে যে গান,
শোন্ তা'র প্রতিধ্বনি।
খুঁজেছেন তাঁরা চাহিয়া আকাশে
গ্রহতারকার পথ—
জগৎ ছাড়ায়ে অসীমের আশে
উড়াতেন মনোরথ।
চাতকের মত সত্যের লাগিয়া
তৃষিত আকুল প্রাণে,
দিবস রজনী ছিলেন জাগিয়া
চাহিয়া বিশ্বের পানে।

তবে কেন সবে বধির হেথায়,
কেন অচেতন প্রাণ,
বিফল উচ্ছ্বাসে কেন ফিরে যায়
বিশ্বের আহ্বান গান।
মহত্ত্বের গাথা পশিতেছে কানে,
কেনরে বুঝিনে ভাষা ?

আহ্বান গীত

তীর্থযাত্রী যত পথিকের গানে,
কেনরে জাগে না আশা ?
উন্নতির ধ্বজা উড়িছে বাতাসে,
কেনরে নাচে না প্রাণ,
নবীন কিরণ ফুটেছে আকাশে
কেনরে জাগে না গান ?
কেন আছি শুয়ে, কেন আছি চেয়ে,
পড়ে' আছি মুখোমুখি,
মানবের স্রোত চলে গান গেয়ে,
জগতের সুখে সুখী।

চল দিবালোকে, চল লোকালয়ে,
চল জনকোলাহলে—
মিশাব হৃদয় মানবহৃদয়ে
অসীম আকাশতলে।
তরঙ্গ তুলিব তরঙ্গের পরে,
নৃত্য গীত নব নব,
বিশ্বের কাহিনী কোটি কণ্ঠস্বরে
এক-কণ্ঠ হয়ে' কব।
মানবের সুখ মানবের আশা
বাজিবে আমার প্রাণে,

শত লক্ষ কোটি মানবের ভাষা
ফুটিবে আমার গানে।
মানবের কাজে মানবের মাঝে
আমরা পাইব ঠাঁই—
বঙ্গের দুয়ারে তাই শৃঙ্গা বাজে—
শুনিতে পেয়েছি ভাই।
মুছে ফেল ধূলা মুছ অশ্রুজল
ফেল ভিখারীর চীর—
পর' নব সাজ, ধর' নব বল,
তোল' তোল' নত শির।
তোমাদের কাছে আজি আসিয়াছে
জগতের নিমন্ত্রণ—
দীনহীন বেশ ফেলে যেও পাছে—
দাসত্বের আভরণ।
সভার মাঝারে দাঁড়াবে যখন
হাসিয়া চাহিবে ধীরে—
পূরব রবির হিরণ কিরণ
পড়িবে তোমার শিরে।
বাঁধন টুটিয়া উঠিবে ফুটিয়া
হৃদয়ের শতদল,
জগৎ মাঝারে যাইবে লুটিয়া
প্রভাতের পরিমল।

আহ্বান গীত

উঠ বঙ্গকবি মায়ের ভাষায়
মুমূর্ষুরে দাও প্রাণ—
জগতের লোক সুধার আশায়
সে ভাষা করিবে পান।
চাহিবে মোদের মায়ের বদনে,
ভাসিবে নয়ন-জলে,
বাঁধিবে জগৎ গানের বাঁধনে
মায়ের চরণতলে।
বিশ্বের মাঝারে ঠাঁই নাই বলে',
কাঁদিতেছে বঙ্গভূমি,
গান গেয়ে কবি জগতের তলে
স্থান কিনে দাও তুমি।
একবার কবি মায়ের ভাষায়
গাও জগতের গান
সকল জগৎ ভাই হয়ে' যায়—
ঘুচে যায় অপমান।

শেষ কথা

মনে হয় কি একটি শেষ কথা আছে,
সে কথা হইলে বলা সব বলা হয়।
কল্পনা কাঁদিয়া ফিরে তারি পাছে পাছে,
তারি তরে চেয়ে আছে সমস্ত হৃদয়।
শতগান উঠিতেছে তারি অন্বেষণে,
পাখীর মতন ধায় চরাচরময়।
শত গান মরে গিয়ে, নূতন জীবনে
একটি কথায় তা'র হইবে বিলয়।
সে কথা হইলে বলা নীরব বাঁশরি,
আর বাজাব না বীণা চিরদিন তরে,
সে কথা শুনিতে সবে আছে আশা করি,
মানব এখনো তাই ফিরিছে না ঘরে।
সে কথায় আপনারে পাইব জানিতে,
আপনি কৃতার্থ হব আপন বাণীতে।

মানসী

মানসী

উপহার

নিভৃত এ চিত্তমাঝে নিমেষে নিমেষে বাজে
জগতের তরঙ্গ-আঘাত,
ধ্বনিত হৃদয়ে তাই মুহূর্ত্ত বিরাম নাই
নিদ্রাহীন সারা দিনরাত।
সুখ দুঃখ গীতস্বর ফুটিতেছে নিরন্তর,
ধ্বনি শুধু, সাথে নাই ভাষা ;
বিচিত্র সে কলরোলে ব্যাকুল করিয়া তোলে
জাগাইয়া বিচিত্র দুরাশা।
এ চির-জীবন তাই আর কিছু কাজ নাই
রচি' শুধু অসীমের সীমা ;
আশা দিয়ে ভাষা দিয়ে তাহে ভালবাসা দিয়ে
গড়ে' তুলি মানসী-প্রতিমা।

বাহিরে পাঠায় বিশ্ব   কত গন্ধ গান দৃশ্য
সঙ্গীহারা সৌন্দর্য্যের বেশে,
বিরহী সে ঘুরে ঘুরে   ব্যথা-ভরা কত স্বরে
কাঁদে হৃদয়ের দ্বারে এসে।
সেই মোহ-মন্ত্র গানে   কবির গভীর প্রাণে
জেগে 'ওঠে বিরহী ভাবনা,
ছাড়ি' অন্তঃপুরবাসে   সলজ্জ চরণে আসে
মূর্ত্তিমতী মর্ম্মের কামনা।
অন্তরে বাহিরে সেই   ব্যাকুলিত মিলনেই
কবির একান্ত সুখোচ্ছ্বাস।
সেই আনন্দ-মুহূর্ত্তগুলি   তব করে দিনু তুলি'
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রাণের প্রকাশ।

৩০ বৈশাখ, ১৮৯০।

ভুলে

কে আমারে যেন এনেছে ডাকিয়া,
এসেছি ভুলে’।
তবু একবার চাও মুখপানে
নয়ন তুলে’!
দেখি, ও নয়নে নিমেষের তরে
সেদিনের ছায়া পড়ে কি না পড়ে,
সজল আবেগে আঁখিপাতা দুটি
পড়ে কি ঢুলে’!
ক্ষণেকের তরে ভুল ভাঙায়ো না,
এসেছি ভুলে’।

বেল কুঁড়ি দুটি করে ফুটি-ফুটি
অধর খোলা।
মনে পড়ে’ গেল সেকালের সেই
কুসুম তোলা।
সেই শুকতারা সেই চোখে চায়,
বাতাস কাহারে খুঁজিয়া বেড়ায়,
ঊষা না ফুটিতে হাসি ফুটে তা’র
গগন-মূলে;
সেদিন যে গেছে ভুলে’ গেছি, তাই
এসেছি ভুলে’।

ব্যথা দিয়ে কবে কথা কয়েছিলে
পড়ে না মনে,
দূরে থেকে কবে ফিরে গিয়েছিলে
নাই স্মরণে।
শুধু মনে পড়ে হাসি মুখখানি,
লাজে বাধ'-বাধ' সোহাগের বাণী,
মনে পড়ে সেই হৃদয়-উছাস
নয়ন-কূলে।
তুমি যে ভুলেছ ভুলে গেছি, তাই
এসেছি ভুলে'।

কাননের ফুল, এরা ত ভোলেনি,
আমরা ভুলি ?
সেই ত ফুটেছে পাতায় পাতায়
কামিনীগুলি।
চাঁপা কোথা হ'তে এনেছে ধরিয়া
অরুণ-কিরণ কোমল করিয়া,
বকুল ঝরিয়া মরিবারে চায়
কাহার চুলে ?
কেহ ভোলে, কেউ ভোলে না যে, তাই
এসেছি ভুলে' !

এমন করিয়া কেমনে কাটিবে
মাধবী রাতি ?
দখিণে বাতাসে কেহ নেই পাশে
সাথের সাথী !
চারিদিক হ'তে বাঁশি শোনা যায়,
সুখে আছে যারা তা'রা গান গায় ;
আকুল বাতাসে, মদির সুবাসে,
বিকচ ফুলে,
এখনো কি কেঁদে চাহিবে না কেউ,
আসিলে ভুলে' ?

বৈশাখ, ১৮৮৭।

———

ভুল ভাঙা

বুঝেছি আমার নিশার স্বপন
হয়েছে ভোর।
মালা ছিল, তা'র ফুলগুলি গেছে,
রয়েছে ডোর।
নেই আর সেই চুপি-চুপি চাওয়া,
ধীরে কাছে এসে ফিরে ফিরে যাওয়া,
চেয়ে আছে আঁখি, নাই ও আঁখিতে
প্রেমের ঘোর।
বাহুলতা শুধু বন্ধনপাশ
বাহুতে মোর।

হাসিটুকু আর পড়ে না ত ধরা
অধর-কোণে।
আপনারে আর চাহে না লুকাতে
আপন মনে।
স্বর শুনে' আর উতলা হৃদয়
উথলি' উঠে না সারা দেহময়,
গান শুনে' আর ভাসে না নয়নে
নয়ন-লোর।

ভুল ভাঙা

আঁখিজলরেখা ঢাকিতে চাহে না
সরম চোর।

বসন্ত নাহি এ ধরায় আর
আগের মত,
জ্যোৎস্না যামিনী যৌবনহারা,
জীবন-হত।
কে জানে কাননে ফুল ফোটে কি না,
আর বুঝি কেহ বাজায় না বীণা,
কে জানে সে ফুল তোলে কি না কেউ
ভরি আঁচোর,
কে জানে সে ফুলে মালা গাঁথে কি না
সারা প্রহর!

বাঁশি বেজেছিল, ধরা দিনু যেই—
থামিল বাঁশি।
এখন কেবল চরণে শিকল
কঠিন ফাঁসি!
মধু নিশা গেছে, স্মৃতি তারি আজ
মর্ম্মে মর্ম্মে হানিতেছে লাজ,
সুখ গেছে, আছে সুখের ছলনা
হৃদয়ে তোর,

প্রেম গেছে, শুধু আছে প্রাণপণ
মিছে আদর।

কতই না জানি জেগেছ রজনী
করুণ দুখে,
সদয় নয়নে চেয়েছ আমার
মলিন মুখে।
পরদুখ-ভার সহেনাক' আর,
লতায়ে পড়িছে দেহ সুকুমার,
তবু আসি আমি, পাষাণ হৃদয়
বড় কঠোর!
ঘুমাও, ঘুমাও, আঁখি ঢলে' আসে,
ঘুমে কাতর!

বৈশাখ, ১৮৮৭

———

বিরহানন্দ

ছিলাম নিশিদিন আশাহীন প্রবাসী,
বিরহ-তপোবনে আনমনে উদাসী।
আঁধারে আলো মিশে দিশে দিশে খেলিত ;
অটবী বায়ুবশে উঠিত সে উছাসি'
কখনো ফুল দুট' আঁখিপুট মেলিত,
কখনো পাতা ঝরে' পড়িতরে নিশাসি'।

তবু সে ছিনু ভালো আধাআলো আঁধারে,
গহন শত-ফের বিষাদের মাঝারে।
নয়নে কত ছায়া কত মায়া ভাসিত,
উদাস বায়ু সে ত ডেকে যেত আমারে।
ভাবনা কত সাজে হৃদি মাঝে আসিত,
খেলাত অবিরত কত শত আকারে !

বিরহ-পরিপূত ছায়াযুত শয়নে,
ঘুমের সাথে স্মৃতি আসে নিতি নয়নে।
কপোত দুটি ডাকে বসি' শাখে মধুরে,
দিবস চলে' যায় গলে' যায় গগনে।

কোকিল কুহু তানে ডেকে আনে বধূরে,
নিবিড় শীতলতা তরুলতা গহনে।

আকাশে চাহিতাম গাহিতাম একাকী,
মনের যত কথা ছিল সেথা লেখা কি ?
দিবস নিশি ধরে' ধ্যান করে' তাহারে
নীলিমা-পরপার পাব তা'র দেখা কি ?
তটিনী অনুখণ ছোটে কোন্ পাথারে,
আমি যে গান গাই তারি ঠাঁই শেখা কি ?

বিরহে তারি নাম শুনিতাম পবনে,
তাহারি সাথে থাকা মেঘে ঢাকা ভবনে।
পাতার মরমর কলেবর হরষে ;
তাহারি পদধ্বনি যেন গণি কাননে।
মুকুল সুকুমার যেন তা'র পরশে,
চাঁদের চোখে ক্ষুধা তারি সুধা স্বপনে।

করুণা অনুখণ প্রাণমন ভরিত,
ঝরিলে ফুলদল চোখে জল ঝরিত।
পবন হুহু করে' করিতরে হাহাকার,
ধরার তরে যেন মোর প্রাণ ঝুরিত !
হেরিলে দুখে শোকে কারো চোখে আঁখিধার,
তোমারি আঁখি কেন মনে যেন পড়িত !

বিরহানন্দ

শিশুরে কোলে নিয়ে জুড়াইয়ে যেত বুক,
আকাশে বিকশিত' তোরি মত স্নেহ-মুখ।
দেখিলে আঁখি রাঙা পাখাভাঙা পাখীটি
"আহাহা" ধ্বনি তোর প্রাণে মোর দিত দুখ।
মুছালে দুখিনীর দুখিনীর আঁখিটি,
জাগিত মনে ত্বরা দয়াভরা তোর সুখ।

সারাটা দিনমান রচি গান কত না!
তোমারি পাশে রহি' যেন কহি বেদনা
কানন মরমরে কত স্বরে কহিত,
ধ্বনিত' যেন দিশে তোমারি সে রচনা।
সতত দূরে কাছে আগে পাছে বহিত
তোমারি যত কথা পাতা-লতা ঝরণা।

তোমারে আঁকিতাম, রাখিতাম ধরিয়া
বিরহ ছায়াতল সুশীতল করিয়া।
কখনো দেখি যেন ম্লানহেন মুখানি,
কখনো আঁখিপুটে হাসি উঠে ভরিয়া।
কখনো সারারাত ধরি' হাত দুখানি
রহি গো বেশবাসে কেশপাশে মরিয়া।

বিরহ সুমধুর হ'ল দূর কেনরে ?
মিলন দাবানলে গেল জ্বলে' যেনরে।
কই সে দেবী কই, হের ওই একাকার,
শ্মশান-বিলাসিনী বিবাসিনী বিহরে।
নাই গো দয়ামায়া স্নেহছায়া নাহি আর,
সকলি করে ধূধূ প্রাণ শুধু শিহরে।

জ্যৈষ্ঠ, ১৮৮৭।

ক্ষণিক মিলন

একদা এলোচুলে কোন্ ভুলে ভুলিয়া
আসিল সে আমার ভাঙা দ্বার খুলিয়া।
জ্যোৎস্না অনিমিখ, চারিদিক সুবিজন,
চাহিল একবার আঁখি তা'র তুলিয়া।
দখিণ বায়ুভরে থরথরে কাঁপে বন,
উঠিল প্রাণ মম তারি সম দুলিয়া।

আবার ধীরে ধীরে গেল ফিরে আলসে,
আমার সব হিয়া মাড়াইয়া গেল সে।
আমার যাহা ছিল সব নিল আপনায়,
হরিল আমাদের আকাশের আলো সে।
সহসা এ জগৎ ছায়াবৎ হয়ে' যায়,
তাহারি চরণের শরণের লালসে।

যে জন চলিয়াছে তারি পাছে সবে ধায়,
নিখিলে যত প্রাণ যত গান ঘিরে তায়।
সকল রূপ-হার উপহার চরণে,
ধায় গো উদাসিয়া যত হিয়া পায় পায়।
যে জন পড়ে' থাকে একা ডাকে মরণে,
সুদূর হ'তে হাসি আর বাঁশি শোনা যায়

শবদ নাহি আর, চারিধার প্রাণহীন,
কেবল ধুক্‌ধুক্‌ করে বুক নিশিদিন।
যেন গো ধ্বনি এই তারি সেই চরণের,
কেবলি বাজে শুনি, তাই গুণি দুই তিন
কুড়ায়ে সব শেষ অবশেষ স্মরণের
বসিয়া একজন আনমন উদাসীন।

ভাদ্র, ১৮৮৯

শূন্য হৃদয়

আবার মোরে পাগল করে'
দিবে কে ?
হৃদয় যেন পাষাণ-হেন
বিরাগ-ভরা বিবেকে।
আবার প্রাণে নূতন টানে
প্রেমের নদী
পাষাণ হ'তে উছল-স্রোতে
বহায় যদি।
আবার ছুটি নয়নে লুটি'
হৃদয় হরে' নিবে কে ?
আবার মোরে পাগল করে'
দিবে কে ?

আবার কবে ধরণী হবে
তরুণা ?
কাহার প্রেমে আসিবে নেমে
স্বরগ হ'তে করুণা ?

নিশীথ-নভে শুনিব কবে
গভীর গান,
যে দিকে চাব দেখিতে পাব
নবীন প্রাণ,
নূতন প্রীতি আনিবে নিতি
কুমারী ঊষা অরুণা :
আবার কবে ধরণী হবে
তরুণা ?

কোথা এ মোর জীবন-ডোর
বাঁধা রে ?
প্রেমের ফুল ফুটে' আকুল
কোথায় কোন্ আঁধারে ?
গভীরতম বাসনা মম
কোথায় আছে ?
আমার গান আমার প্রাণ
কাহার কাছে ?
কোন্ গগনে মেঘের কোণে
লুকায়ে কোন্ চাঁদা রে ?
কোথায় মোর জীবন-ডোর
বাঁধা রে ?

অনেক দিন পরাণহীন
ধরণী।
বসনাবৃত খাঁচার মত
তামসঘনবরণী।
নাই সে শাখা, নাই সে পাখা,
নাই সে পাতা,
নাই সে ছবি, নাই সে রবি,
নাই সে গাথা;
জীবন চলে আঁধার জলে
আলোকহীন তরণী।
অনেক দিন পরাণহীন
ধরণী।

মায়া-কারায় বিভোর প্রায়
সকলি :
শতেক পাকে জড়ায়ে রাখে
ঘুমের ঘোর শিকলি।
দানব-হেন আছে কে যেন
দুয়ার আঁটি'।
কাহার কাছে না জানি আছে
সোনার কাঠি?

পরশ লেগে উঠিবে জেগে
হরষ-রস-কাকলি !
মায়া-কারায় বিভোর প্রায়
সকলি ।

দিবে সে খুলি' এ ঘোর ধূলি-
আবরণ ।
তাহার হাতে আঁখির পাতে
জগত-জাগা জাগরণ ।
সে হাসিখানি আনিবে টানি'
সবার হাসি,
গড়িবে গেহ, জাগাবে স্নেহ,
জীবনরাশি ।
প্রকৃতিবধূ চাহিবে মধু,
পরিবে নব আভরণ ।
সে দিবে খুলি' এ ঘোর ধূলি-
আবরণ ।

পাগল করে' দিবে সে মোরে
চাহিয়া,
হৃদয়ে এসে মধুর হেসে
প্রাণের গান গাহিয়া ।

আপনা থাকি'   ভাসিবে আঁখি

আকুল নীরে ;

ঝরণা সম   জগৎ, মম

ঝরিবে শিরে ;

তাহার বাণী   দিবে গো আনি'

সকল বাণী বাহিয়া ।

পাগল করে'   দিবে সে মোরে

চাহিয়া ।

আষাঢ়, ১৮৮৭

আত্মসমর্পণ

আমি   এ কেবল মিছে বলি,
শুধু   আপনার মন ছলি।
কঠিন বচন শুনায়ে তোমারে
আপন মর্ম্মে জ্বলি।
থাক্   তবে থাক্ ক্ষীণ প্রতারণা,
কি হবে লুকায়ে বাসনা বেদনা,
যেমন আমার হৃদয় পরাণ
তেমনি দেখাব খুলি'।

আমি   মনে করি যাই দূরে,
তুমি   রয়েছ বিশ্ব জুড়ে'।
যতদূরে   যাই ততই তোমার
কাছাকাছি ফিরি ঘুরে।
চোখে চোখে থেকে কাছে নহ তবু,
দূরেতে থেকেও দূর নহ কভু,
সৃষ্টি ব্যাপিয়া, রয়েছ তবুও
আপন অন্তঃপুরে।

আত্মসমর্পণ

আমি যেমনি করিয়া চাই,
আমি যেমনি করিয়া গাই,
বেদনাবিহীন ওই হাসিমুখ
সমান দেখিতে পাই।
ওই রূপরাশি আপনা বিকাশি'
রয়েছে পূর্ণ গৌরবে ভাসি',
আমার ভিখারী প্রাণের বাসনা
হোথায় না পায় ঠাঁই।

শুধু ফুটন্ত ফুল মাঝে
দেবি, তোমার চরণ সাজে।
অভাব-কঠিন মলিন মর্ত্ত্য
কোমল চরণে বাজে।
জেনে শুনে তবু কি ভ্রমে ভুলিয়া,
আপনারে আমি এনেছি তুলিয়া,
বাহিরে আসিয়া দরিদ্র আশা
লুকাতে চাহিছে লাজে।

তবু থাক্ পড়ে' ওইখানে,
চেয়ে তোমার চরণ পানে।
যা' দিয়েছি তাহা গেছে চিরকাল
আর ফিরিবে না প্রাণে।

তবে ভালো করে' দেখ একবার
দীনতা হীনতা যা' আছে আমার,
ছিন্ন মলিন অনাবৃত হিয়া
অভিমান নাহি জানে।

তবে লুকাব না আমি আর
এই ব্যথিত হৃদয়ভার।
আপনার হাতে চাব না রাখিতে
আপনার অধিকার।
বাঁচিলাম প্রাণে তেয়াগিয়া লাজ,
বদ্ধ বেদনা ছাড়া পেলে আজ,
আশা নিরাশায় তোমারি যে আমি
জানাইনু শতবার।

১১ ভাদ্র, ১৮৮৯

নিষ্ফল কামনা

বৃথা এ ক্রন্দন!
বৃথা এ অনল-ভরা দুরন্ত বাসনা!

রবি অস্ত যায়।
অরণ্যেতে অন্ধকার আকাশেতে আলো।
সন্ধ্যা নত-আঁখি
ধীরে আসে দিবার পশ্চাতে।
বহে কি না বহে
বিদায়-বিষাদ-শ্রান্ত সন্ধ্যার বাতাস।
দুটি হাতে হাত দিয়ে ক্ষুধার্ত নয়নে
চেয়ে আছি দুটি আঁখি মাঝে।
খুঁজিতেছি, কোথা তুমি,
কোথা তুমি!
যে অমৃত লুকানো তোমায়,
সে কোথায়!
অন্ধকার সন্ধ্যার আকাশে
বিজন তারার মাঝে কাঁপিছে যেমন
স্বর্গের আলোকময় রহস্য অসীম,

ওই নয়নের
নিবিড় তিমির তলে, কাঁপিছে তেমনি
আত্মার রহস্য-শিখা।
তাই চেয়ে আছি।
প্রাণ মন সব লয়ে' তাই ডুবিতেছি
অতল আকাঙ্ক্ষা-পারাবারে।
তোমার আঁখির মাঝে,
হাসির আড়ালে,
বচনের সুধাস্রোতে,
তোমার বদনব্যাপী
করুণ শান্তির তলে
তোমারে কোথায় পাব
তাই এ ক্রন্দন!

বৃথা এ ক্রন্দন!
হায়রে দুরাশা,
এ রহস্য, এ আনন্দ তোর তরে নয়।
যাহা পাস্ তাই ভালো,
হাসিটুকু, কথাটুকু,
নয়নের দৃষ্টিটুকু,
প্রেমের আভাস।
সমগ্র মানব তুই পেতে চাস্,
এ কি দুঃসাহস!

নিষ্ফল কামনা

কি আছে বা তোর,
কি পারিবি দিতে ?
আছে কি অনন্ত প্রেম ?
পারিবি মিটাতে
জীবনের অনন্ত অভাব ?
মহাকাশ-ভরা
এ অসীম জগৎ-জনতা,
এ নিবিড় আলো অন্ধকার,
কোটি ছায়াপথ, মায়াপথ,
দুর্গম উদয়-অস্তাচল,
এরি মাঝে পথ করি'
পারিবি কি নিয়ে যেতে
চির-সহচরে
চির রাত্রি দিন
একা অসহায় ?
যে জন আপনি ভীত, কাতর, দুর্ব্বল,
ম্লান, ক্ষুধা তৃষাতুর, অন্ধ, দিশাহারা,
আপন হৃদয়-ভারে পীড়িত জর্জ্জর,
সে কাহারে পেতে চায় চিরদিন তরে ?

ক্ষুধা মিটাবার খাদ্য নহে যে মানব,
কেহ নহে তোমার আমার।

অতি সযতনে,
অতি সঙ্গোপনে,
সুখে দুঃখে, নিশীথে দিবসে,
বিপদে সম্পদে,
জীবনে মরণে,
শত ঋতু-আবর্ত্তনে
বিশ্ব জগতের তরে ঈশ্বরের তরে
শতদল উঠিতেছে ফুটি' ;
সুতীক্ষ্ণ বাসনা-ছুরি দিয়ে
তুমি তাহা চাও ছিঁড়ে নিতে ?
লও তা'র মধুর সৌরভ,
দেখ তা'র সৌন্দর্য্য-বিকাশ,
মধু তা'র কর তুমি পান,
ভালবাস', প্রেমে হও বলী,
চেয়ো না তাহারে !
আকাঙ্ক্ষার ধন নহে আত্মা মানবের।
শান্ত সন্ধ্যা, স্তব্ধ কোলাহল।
নিবাও বাসনাবহ্নি নয়নের নীরে,
চল ধীরে ঘরে ফিরে যাই !

১৩ই অগ্রহায়ণ, ১৮৮৭।

সংশয়ের আবেগ

ভালবাস', কি না বাস'   বুঝিতে পারিনে,
তাই কাছে থাকি।
তাই তব মুখপানে   রাখিয়াছি মেলি'
সর্ব্বগ্রাসী আঁখি।
তাই সারা রাত্রিদিন   শ্রান্তি তৃপ্তি নিদ্রাহীন
করিতেছি পান
যতটুকু হাসি পাই,   যতটুকু কথা,
যতটুকু গান।

তাই কভু ফিরে যাই, কভু ফেলি শ্বাস,
কভু ধরি হাত,
কখনো কঠিন কথা,   কখনো সোহাগ,
কভু অশ্রুপাত;
তুলি ফুল দেব' বলে',   ফেলে দিই ভূমিতলে
করি' খান্ খান্।
কখনো আপন মনে আপনার সাথে
করি অভিমান।

জানি যদি ভালবাস' চির-ভালবাসা,
জনমে বিশ্বাস,
যেথা তুমি যেতে বল সেথা যেতে পারি,
ফেলিনে নিশ্বাস।
তরঙ্গিত এ হৃদয়, তরঙ্গিত সমুদয়
বিশ্ব চরাচর
মুহূর্ত্তে হইবে শান্ত, টলমল প্রাণ
পাইবে নির্ভর।

বাসনার তীব্র জ্বালা দূর হয়ে' যাবে,
যাবে অভিমান,
হৃদয়-দেবতা হবে, করিব চরণে
পুষ্প অর্ঘ্য দান।
দিবানিশি অবিরল লয়ে' শ্বাস অশ্রুজল
লয়ে' হাহুতাশ
চির ক্ষুধাতৃষা লয়ে' আঁখির সম্মুখে
করিব না বাস।

তোমার প্রেমের ছায়া আমারে ছাড়ায়ে
পড়িবে জগতে,
মধুর আঁখির আলো পড়িবে সতত
সংসারের পথে।

দূরে যাবে ভয় লাজ, সাধিব আপন কাজ
শত গুণ বলে,
বাড়িবে আমার প্রেম পেয়ে তব প্রেম,
দিব তা' সকলে।
নহে ত আঘাত কর কঠোর কঠিন
কেঁদে যাই চলে'!
কেড়ে লও বাহু তব, ফিরে লও আঁখি,
প্রেম দাও দলে'।
কেন এ সংশয়-ডোরে বাঁধিয়া রেখেছ মোরে,
বহে' যায় বেলা।
জীবনের কাজ আছে,—প্রেম নহে ফাঁকি,
প্রাণ নহে খেলা।

১৬ই অগ্রহায়ণ, ১৮৮৭।

বিচ্ছেদের শান্তি

সেই ভালো, তবে তুমি যাও !
তবে আর কেন মিছে করুণ-নয়নে
আমার মুখের পানে চাও !
এ চোখে ভাসিছে জল, এ শুধু মায়ার ছল,
কেন কাঁদি তাও নাহি জানি।
নীরব আঁধার রাতি, তারকার ম্লান ভাতি,
মোহ আনে বিদায়ের বাণী।
নিশিশেষে দিবালোকে এ জল র'বে না চোখে
শান্ত হবে অধীর হৃদয়,
জাগ্রত জগৎ মাঝে ধাইব আপন কাজে
কাঁদিবার র'বে না সময়।

দেখেছি অনেক দিন বন্ধন হয়েছে ক্ষীণ
ছেঁড় নাই করুণার বশে।
গানে লাগিত না সুর, কাছে থেকে ছিলে দূর,
যাও নাই কেবল আলসে।
পরাণ ধরিয়া তবু পারিতাম না ত কভু
তোমা ছেড়ে করিতে গমন।
প্রাণপণে কাছে থাকি' দেখিতাম মেলি' আঁখি
পলে পলে প্রেমের মরণ।

বিচ্ছেদের শান্তি

তুমি ত আপনা হ'তে এসেছ বিদায় ল'তে
সেই ভালো, তবে তুমি যাও।
যে প্রেমেতে এত ভয় এত দুঃখ লেগে রয়
সে বন্ধন তুমি ছিঁড়ে দাও।

আমি রহি একধারে, তুমি যাও পরপারে,
মাঝখানে বহুক্ বিস্মৃতি ;
একেবারে ভুলে যেয়ো, শত গুণে ভালো সেও,
ভালো নয় প্রেমের বিকৃতি।
কে বলে যায় না ভোলা ! মরণের দ্বার খোলা
সকলেরি আছে সমাপন,
নিবে যায় দাবানল, শুকায় সমুদ্র-জল,
থেমে যায় ঝটিকার রণ।
থাকে শুধু মহা শান্তি, মৃত্যুর শ্যামল কান্তি,
জীবনের অনন্ত নির্ঝর,—
শত সুখ দুঃখ দলে' কালচক্র যায় চলে'
রেখা পড়ে যুগ-যুগান্তর।

যেখানে যে এসে পড়ে, আপনার কাজ করে,
সহস্র জীবনমাঝে মিশে,
কত যায় কত থাকে, কত ভোলে কত রাখে,
চলে' যায় বিষাদে হরিষে।

তুমি আমি যাব দূরে, তবুও জগৎ ঘুরে,
চন্দ্র সূর্য্য জাগে অবিরল,
থাকে সুখ দুঃখ লাজ, থাকে শত শত কাজ,
এ জীবন হয় না নিস্ফল।
মিছে কেন কাটে কাল, ছিঁড়ে দাও স্বপ্নজাল,
চেতনার বেদনা জাগাও,—
নূতন আশ্রয় ঠাঁই দেখি পাই কিনা পাই,—
সেই ভালো তবে তুমি যাও!

১৪ই অগ্রহায়ণ, ১৮৮৭।

তবু

তবু মনে রেখো, যদি দূরে যাই চলি',
সেই পুরাতন প্রেম যদি এককালে
হয়ে' আসে দূরস্মৃত কাহিনী কেবলি,
ঢাকা পড়ে নব নব জীবনের জালে।
তবু মনে রেখো, যদি বড় কাছে থাকি,
নূতন এ প্রেম যদি হয় পুরাতন,
দেখে' না দেখিতে পায় যদি শ্রান্ত আঁখি,
পিছনে পড়িয়া থাকি ছায়ার মতন।
তবু মনে রেখো, যদি তাহে মাঝে মাঝে
উদাস বিষাদভরে কাটে সন্ধ্যা বেলা,
অথবা শারদ প্রাতে বাধা পড়ে কাজে,
অথবা বসন্ত রাতে থেমে যায় খেলা।
তবু মনে রেখো, যদি মনে পড়ে' আর
আঁখিপ্রান্তে দেখা নাহি দেয় অশ্রুধার।

১৫ই অগ্রহায়ণ, ১৮৮৭।

একাল ও সেকাল

বর্ষা এলায়েছে তার মেঘময় বেণী।
গাঢ় ছায়া সারাদিন,
মধ্যাহ্ন তপনহীন,
দেখায় শ্যামলতর শ্যাম বনশ্রেণী।

আজিকে এমন দিনে শুধু পড়ে মনে
সেই দিবা-অভিসার
পাগলিনী রাধিকার,
না জানি সে কবেকার দূর বৃন্দাবনে।

সেদিনো এমনি বায়ু রহিয়া রহিয়া।
এমনি অশ্রান্ত বৃষ্টি,
তড়িৎ চকিতদৃষ্টি,
এমনি কাতর হায় রমণীর হিয়া।

বিরহিণী মর্ম্মে মরা মেঘমন্দ্র স্বরে ;
নয়নে নিমেষ নাহি,
গগনে রহিত চাহি',
আঁকিত প্রাণের আশা জলদের স্তরে

চাহিত পথিকবধূ শূন্য পথপানে।
মল্লার গাহিত কা'রা,
ঝরিত বরষাধারা,
নিতান্ত বাজিত গিয়া কাতর পরাণে।

যক্ষনারী বীণা কোলে ভূমিতে বিলীন;
বক্ষে পড়ে রুক্ষ কেশ,
অযত্ন-শিথিল বেশ;
সেদিনো এমনিতর অন্ধকার দিন।

সেই কদম্বের মূল, যমুনার তীর,
সেই সে শিখীর নৃত্য
এখনো হরিছে চিত্ত,
ফেলিছে বিরহছায়া শ্রাবণতিমির।

আজো আছে বৃন্দাবন মানবের মনে।
শরতের পূর্ণিমায়
শ্রাবণের বরিষায়
উঠে বিরহের গাথা বনে উপবনে।

এখনো সে বাঁশি বাজে যমুনার তীরে।
এখনো প্রেমের খেলা,
সারাদিন সারাবেলা
এখনো কাঁদিছে রাধা হৃদয়কুটীরে।

২১শে বৈশাখ, ১৮৮৮।

আকাঙ্ক্ষা

আর্দ্র তীব্র পূর্ব্ব বায়ু বহিতেছে বেগে,
ঢেকেছে উদয়পথ ঘননীল মেঘে।
দূরে গঙ্গা, নৌকা নাই, বালু উড়ে যায়,
বসে' বসে' ভাবিতেছি আজি কে কোথায়।

শুষ্ক পাতা উড়ে পড়ে জনহীন পথে,
বনের উতল রোল আসে দূর হ'তে।
নীরব প্রভাত পাখী, কম্পিত কুলায়,
মনে জাগিতেছে সদা, আজি সে কোথায়।

কতকাল ছিল কাছে, বলিনি ত কিছু,
দিবস চলিয়া গেছে দিবসের পিছু।
কত হাস্য পরিহাস, বাক্যহানাহানি,
তা'র মাঝে রয়ে' গেছে হৃদয়ের বাণী।

মনে হয় আজ যদি পাইতাম কাছে,
বলিতাম হৃদয়ের যত কথা আছে।
বচনে পড়িত নীল জলদের ছায়,
ধ্বনিতে ধ্বনিত' আর্দ্র উতরোল বায়।

ঘনাইত নিস্তব্ধতা দূর ঝটিকার,
নদীতীরে মেঘে বনে হ'ত একাকার।
এলোকেশ মুখে তা'র পড়িত নামিয়া,
নয়নে সজল বাষ্প রহিত থামিয়া।

জীবনমরণময় সুগম্ভীর কথা,
অরণ্য-মর্ম্মরসম মর্ম্ম-ব্যাকুলতা,
ইহপরকালব্যাপী সুমহান প্রাণ,
উচ্ছ্বসিত উচ্চ আশা, মহত্ত্বের গান,

বৃহৎ বিষাদ ছায়া, বিরহ গভীর,
প্রচ্ছন্ন হৃদয়রুদ্ধ আকাঙ্ক্ষা অধীর,
বর্ণন-অতীত যত অস্ফুট বচন,
নির্জ্জন ফেলিত ছেয়ে মেঘের মতন

যথা দিবা-অবসানে, নিশীথ-নিলয়ে
বিশ্ব দেখা দেয় তার গ্রহতারা লয়ে',
হাস্যপরিহাসমুক্ত হৃদয়ে আমার
দেখিত সে অনন্তহীন জগৎ বিস্তার।

আকাঙ্ক্ষা

নিম্নে শুধু কোলাহল, খেলাধূলা হাস,
উপরে নির্লিপ্ত শান্ত অনন্ত আকাশ।
আলোকেতে দেখ শুধু ক্ষণিকের খেলা,
অন্ধকারে আছি আমি অসীম একেলা।

কতটুকু ক্ষুদ্র মোরে দেখে' গেছে চলে',
কত ক্ষুদ্র সে বিদায় তুচ্ছ কথা বলে'!
কল্পনার সত্যরাজ্য দেখাইনি তা'রে,
বসাইনি এ নির্জ্জন আত্মার আঁধারে।

এ নিভৃতে, এ নিস্তব্ধে, এ মহত্ত্ব মাঝে
দুটি চিত্ত চিরনিশি যদিরে বিরাজে,
হাসিহীন শব্দশূন্য ব্যোম দিশাহারা,
প্রেমপূর্ণ চারি চক্ষু জাগে চারি তারা।

শ্রান্তি নাই, তৃপ্তি নাই, বাধা নাই পথে,
জীবন ব্যাপিয়া যায় জগতে জগতে,
দুটি প্রাণতন্ত্রী হ'তে পূর্ণ একতানে
উঠে গান অসীমের সিংহাসন পানে।

২০শে বৈশাখ, ১৮৮৮।

নিষ্ঠুর সৃষ্টি

মনে হয় সৃষ্টি বুঝি বাঁধা নাই নিয়মনিগড়ে ;
আনাগোনা মেলামেশা সবি অন্ধ দৈবের ঘটনা।
এই ভাঙে, এই গড়ে,
এই উঠে, এই পড়ে,
কেহ নাহি চেয়ে দেখে কার কোথা বাজিছে বেদনা।

মনে হয়, যেন ওই অবারিত শূন্যতলপথে
অকস্মাৎ আসিয়াছে সৃজনের বন্যা ভয়ানক ;
অজ্ঞাত শিখর হ'তে
সহসা প্রচণ্ড স্রোতে
ছুটে' আসে সূর্য্য চন্দ্র, ধেয়ে' আসে লক্ষ কোটি লোক।

কোথাও পড়েছে আলো, কোথাও বা অন্ধকার নিশি,
কোথাও সফেন শুভ্র, কোথাও বা আবর্ত্ত আবিল,
সৃজনে প্রলয়ে মিশি'
আক্রমিছে দশদিশি,
অনন্ত প্রশান্ত শূন্য তরঙ্গিয়া করিছে ফেনিল।

নিষ্ঠুর সৃষ্টি

মোরা শুধু খড়কুটো স্রোতোমুখে চলিয়াছি ছুটি'
অর্দ্ধ পলকের তরে কোথাও দাঁড়াতে নাহি ঠাঁই।
এই ডুবি, এই উঠি,
ঘুরে' ঘুরে' পড়ি লুটি',
এই যারা কাছে আসে, এই তা'রা কাছাকাছি নাই।

সৃষ্টি-স্রোত-কোলাহলে বিলাপ শুনিবে কেবা কার!
আপন গর্জ্জনে বিশ্ব আপনারে করেছে বধির।
শতকোটি হাহাকার
কলধ্বনি রচে তার,
পিছু ফিরে চাহিবার কাল নাই, চলেছে অধীর।

হায় স্নেহ, হায় প্রেম, হায় তুই মানব-হৃদয়,
খসিয়া পড়িলি কোন্ নন্দনের তটতরু হ'তে?
যার লাগি' সদা ভয়,
পরশ নাহিক সয়,
কে তা'রে ভাসালে হেন জড়ময় সৃজনের স্রোতে?

তুমি কি শুনিছ বসি' হে বিধাতা, হে অনাদি কবি,
ক্ষুদ্র এ মানবশিশু রচিতেছে প্রলাপ জল্পনা?
সত্য আছে স্তব্ধ ছবি
যেমন ঊষার রবি,
নিম্নে তারি ভাঙে গড়ে মিথ্যা যত কুহক কল্পনা।

১৩ই বৈশাখ, ১৮৮৮

প্রকৃতির প্রতি

শত শত প্রেমপাশে টানিয়া হৃদয়
এ কি খেলা তোর ?
ক্ষুদ্র এ কোমল প্রাণ, ইহারে বাঁধিতে
কেন এত ডোর ?
ঘুরে' ফিরে' পলে পলে
ভালবাসা নিস্ ছলে,
ভালো না বাসিতে চাস্
হায় মনচোর !

হৃদয় কোথায় তোর খুঁজিয়া বেড়াই,
নিষ্ঠুরা প্রকৃতি !
এত ফুল, এত আলো, এত গন্ধ গান,
কোথায় পিরাতি !
আপন রূপের রাশে
আপনি লুকায়ে হাসে,
আমরা কাঁদিয়া মরি
এ কেমন রীতি !

প্রকৃতির প্রতি

শূন্যক্ষেত্রে নিশিদিন আপনার মনে
কৌতুকের খেলা।
বুঝিতে পারিনে তোর কারে ভালবাসা
কারে অবহেলা।
প্রভাতে যাহার পর
বড় স্নেহ সমাদর,
বিস্মৃত সে ধূলিতলে
সেই সন্ধ্যাবেলা।

তবু তোরে ভালবাসি, পারিনে ভুলিতে
অয়ি মায়াবিনী।
স্নেহহীন আলিঙ্গন জাগায় হৃদয়ে
সহস্র রাগিণী।
এই সুখে দুঃখে শোকে
বেঁচে আছি দিবালোকে,
নাহি চাহি হিমশান্ত
অনন্ত যামিনী।

আধ ঢাকা আধ খোলা ওই তোর মুখ
রহস্যনিলয়,
প্রেমের বেদনা আনে হৃদয়ের মাঝে
সঙ্গে আনে ভয়।

বুঝিতে পারিনে তব
কত ভাব নব নব,
হাসিয়া কাঁদিয়া প্রাণ
পরিপূর্ণ হয়।

প্রাণ মন পসারিয়া ধাই তোর পানে
নাহি দিস্ ধরা।
দেখা যায় মৃদু মধু কৌতুকের হাসি,
অরুণ-অধরা।
যদি চাই দূরে যেতে
কত ফাঁদ থাক পেতে
কত ছল কত বল
চপলা মুখরা।

আপনি নাহিক জান আপনার সীমা,
রহস্য আপন!
তাই, অন্ধ রজনীতে যবে সপ্তলোক
নিদ্রায় মগন,
চুপি চুপি কৌতূহলে
দাঁড়াস্ আকাশতলে,
জ্বালাইয়া শত লক্ষ
নক্ষত্রকিরণ।

কোথাও বা বসে' আছ চির-একাকিনী,
চির-মৌন-ব্রতা।
চারিদিকে সুকঠিন তৃণতরুহীন
মরু-নির্জ্জনতা।
রবি শশী শিরোপর
উঠে যুগ যুগান্তর,
চেয়ে শুধু চলে' যায়,
নাহি কয় কথা।

কোথাও বা খেলা কর বালিকার মত
উড়ে কেশ-বেশ ;
হাসিরাশি উচ্ছ্বসিত, উৎসের মতন,
নাহি লজ্জা-লেশ।
রাখিতে পারে না প্রাণ
আপনার পরিমাণ,
এত কথা এত গান
নাহি তার শেষ।

কখনো বা হিংসাদীপ্ত উন্মাদ নয়ন
নিমেষ-নিহত,
অনাথা ধরার বক্ষে অগ্নি-অভিশাপ
হানে অবিরত।

কখনো বা সন্ধ্যালোকে
উদাস উদার শোকে
মুখে পড়ে ম্লানছায়া
করুণার মত।

তবে ত করেছ বশ এমন করিয়া
অসংখ্য পরাণ।
যুগ যুগান্তর ধরে' রয়েছে নূতন
মধুর বয়ান।
সাজি' শত মায়া-বাসে
আছ সকলেরি পাশে,
তবু আপনারে কারে
কর নাই দান।

যত অন্ত নাহি পায় তত জাগে মনে
মহা রূপরাশি;
তত বেড়ে যায় প্রেম যত পাই ব্যথা,
যত কাঁদি হাসি।
যত তুই দূরে যাস্
তত প্রাণে লাগে ফাঁস,
যত তোরে নাহি বুঝি
তত ভালবাসি।

১৫ই বৈশাখ, ১৮৮৮

মরণস্বপ্ন

কৃষ্ণপক্ষ প্রতিপদ। প্রথম সন্ধ্যায়
ম্লান চাঁদ দেখা দিল গগনের কোণে।
ক্ষুদ্র নৌকা থরথরে   চলিয়াছে পালভরে
কালস্রোতে যথা ভেসে যায়
অলস ভাবনাখানি আধ-জাগা মনে।

এক পারে ভাঙা তীর ফেলিয়াছে ছায়া ;
অন্য পারে ঢালু তট শুভ্র বালুকায়
মিশে যায় চন্দ্রালোকে,   ভেদ নাহি পড়ে চোখে ;
বৈশাখের গঙ্গা কৃশকায়া
তীরতলে ধীরগতি অলস-লীলায়।

সুদেশ পূরব হ'তে বায়ু বহে' আসে
দূর স্বজনের যেন বিরহের শ্বাস।
জাগ্রত আঁখির আগে   কখনো বা চাঁদ জাগে
কখনো বা প্রিয়মুখ ভাসে ;
আধেক উলস প্রাণ আধেক উদাস।

ঘনচ্ছায়া আম্রকুঞ্জ উত্তরের তীরে,
যেন তা'রা সত্য নহে, স্মৃতি-উপবন।
তীর, তরু, গৃহ, পথ, জ্যোৎস্নাপটে চিত্রবৎ;
পড়িয়াছে নীলাকাশনীরে
দূর মায়া-জগতের ছায়ার মতন।

স্বপ্নাকুল আঁখি মুদি' ভাবিতেছি মনে,—
রাজহংস ভেসে যায় অপার আকাশে
দীর্ঘ শুভ্র পাখা খুলি' চন্দ্রালোক পানে তুলি';
পৃষ্ঠে আমি কোমল শয়নে;
সুখের মরণসম ঘুমঘোর আসে।

যেনরে প্রহর নাই, নাইক প্রহরী,
এ যেনরে দিবা-হারা অনন্ত নিশীথ।
নিখিল নির্জ্জন, স্তব্ধ, শুধু শুনি জলশব্দ
কলকল, কল্লোল-লহরী;
নিদ্রা-পারাবার যেন স্বপ্ন-চঞ্চলিত।

কত যুগ চলে' যায় নাহি পাই দিশা;
বিশ্ব নিবু-নিবু, যেন দীপ তৈলহীন;
গ্রাসিয়া আকাশ-কায়া ক্রমে পড়ে মহাছায়া;
নতশিরে বিশ্বব্যাপী নিশা
গণিতেছে মৃত্যু-পল এক দুই তিন।

মরণস্বপ্ন

চন্দ্র শীর্ণতর হয়ে' লুপ্ত হয়ে' আসে ;
কলধ্বনি ক্ষীণ হয়ে' মৌন হয়ে' আসে ;
প্রেত-নয়নের মত নির্ণিমেষ তারা যত
সবে মিলে মোর পানে চায় ;
একা আমি জনপ্রাণী অখণ্ড আকাশে।

চির যুগরাত্রি ধরে' শতকোটি তারা
পরে পরে নিবে গেল গগন মাঝার ;
প্রাণপণে চক্ষু চাহি, আঁখিতে আলোক নাহি ;
বিঁধিতে পারে না আঁখিতারা
তুষারকঠিন মৃত্যুহিম অন্ধকার।

অসাড় বিহঙ্গ-পাখা পড়িল ঝুলিয়া,
লুটায়ে সুদীর্ঘ গ্রীবা নামিল মরাল ;
ধরিয়া অযুত অব্দ হুহু পতনের শব্দ
কর্ণরন্ধ্রে উঠে আকুলিয়া ;
দ্বিধা হয়ে' ভেঙে যায় নিশীথ করাল।

সহসা এ জীবনের সমুদয় স্মৃতি
ক্ষণেক জাগ্রত হয়ে', নিমেষে চকিতে
আমারে ছাড়িয়ে দূরে পড়ে' গেল ভেঙে চূরে ;
পিছে পিছে আমি ধাই নিতি ;
একটি কণাও আর পাই না লখিতে।

কোথাও রাখিতে নারি দেহ আপনার,
সর্ব্বাঙ্গ অবশ ক্লান্ত নিজ লৌহভারে ;
কাতরে ডাকিতে চাহি,   শ্বাস নাহি, স্বর নাহি,
কণ্ঠেতে চেপেছে অন্ধকার।
বিশ্বের প্রলয় একা আমার মাঝারে।

দীর্ঘ তীক্ষ্ণ হই ক্রমে তীব্র গতিবলে,
ব্যগ্রগামী ঝটিকার আর্ত্তস্বরসম ;
সূক্ষ্মবাণ সূচিমুখ—   অনন্তকালের বুক
বিদীর্ণ করিয়া যেন চলে !
রেখা হয়ে' মিশে আসে দেহ মন মম।

ক্রমে মিলাইয়া গেল সময়ের সীমা ;
অনন্তে মুহূর্ত্তে কিছু ভেদ নাহি আর।
ব্যাপ্তিহারা শূন্যসিন্ধু   শুধু যেন এক বিন্দু
গাঢ়তম অন্তিম কালিমা।
আমারে গ্রাসিল সেই বিন্দু-পারাবার।

অন্ধকারহীন হয়ে' গেল অন্ধকার।
"আমি" বলে' কেহ নাই, তবু যেন আছে।
অচৈতন্য তলে অন্ধ   চৈতন্য হইল বন্ধ,
রহিল প্রতীক্ষা করি কার।
মৃত হয়ে' প্রাণ যেন চিরকাল বাঁচে।

নয়ন মেলিনু, সেই বহিছে জাহ্নবী ;
পশ্চিমে গৃহের মুখে চলেছে তরণী।
তীরে কুটীরের তলে স্তিমিত প্রদীপ জ্বলে,
শূন্যে চাঁদ সুধামুখচ্ছবি।
সুপ্তজীব কোলে লয়ে' জাগ্রত ধরণী।

১৭ই বৈশাখ, ১৮৮৮।

কুহুধ্বনি

প্রখর মধ্যাহ্ন তাপে প্রান্তর ব্যাপিয়া কাঁপে
বাষ্পশিখা অনল-শ্বসনা।
অন্বেষিয়া দশ দিশা যেন ধরণীর তৃষা
মেলিয়াছে লেলিহা রসনা।
ছায়া মেলি' সারি সারি স্তব্ধ আছে তিন চারি
সিসু গাছ পাণ্ডু-কিশলয়,
নিম্ববৃক্ষ ঘনশাখা গুচ্ছ গুচ্ছ পুষ্পে ঢাকা,
আম্রবন তাম্র ফলময়।
গোলক চাঁপার ফুলে গন্ধের হিল্লোল তুলে,
বন হ'তে আসে বাতায়নে,
ঝাউগাছ ছায়াহীন নিঃশ্বসিছে উদাসীন
শূন্যে চাহি' আপনার মনে।
দূরান্ত প্রান্তর শুধু তপনে করিছে ধূ ধূ,
বাঁকা পথ শুষ্ক তপ্তকায়া;
তারি প্রান্তে উপবন, মৃদুমন্দ সমীরণ,
ফুল গন্ধ, শ্যামস্নিগ্ধ ছায়া।
ছায়ায় কুটীরখানা দুধারে বিছায়ে ডানা
পক্ষীসম করিছে বিরাজ;

তারি তলে সবে মিলি', চলিতেছে নিরিবিলি
সুখে দুঃখে দিবসের কাজ।
কোথা হ'তে নিদ্রাহীন রৌদ্রদগ্ধ দীর্ঘ দিন
কোকিল গাহিছে কুহুস্বরে।
সেই পুরাতন তান প্রকৃতির মর্ম্ম গান
পশিতেছে মানবের ঘরে।

বসি' আঙিনার কোণে গম ভাঙে দুই বোনে,
গান গাহে শ্রান্তি নাহি মানি' ;
বাঁধা কূপ, তরুতল, বালিকা তুলিছে জল
খরতাপে ম্লান মুখখানি।
দূরে নদী, মাঝে চর, বসিয়া মাচার পর
শস্যক্ষেত আগলিছে চাষী ;
রাখালশিশুরা জুটে' নাচে গায় খেলে ছুটে ;
দূরে তরী চলিয়াছে ভাসি'।
কত কাজ কত খেলা, কত মানবের মেলা,
সুখ দুঃখ ভাবনা অশেষ,
তারি মাঝে কুহুস্বর একতান সকাতর
কোথা হ'তে লভিছে প্রবেশ।
নিখিল করিছে মগ্ন জড়িত মিশ্রিত ভগ্ন
গীতহীন কলরব কত,

পড়িতেছে তারি পর পরিপূর্ণ সুধাস্বর
পরিস্ফুট পুষ্পটির মত।
এত কাণ্ড, এত গোল, বিচিত্র এ কলরোল
সংসারের আবর্ত্ত-বিভ্রমে,
তবু সেই চিরকাল অরণ্যের অন্তরাল
কুহুধ্বনি ধ্বনিছে পঞ্চমে।
যেন কে বসিয়া আছে বিশ্বের বক্ষের কাছে
যেন কোন্ সরলা সুন্দরী,
যেন সেই রূপবতী সঙ্গীতের সরস্বতী
সম্মোহন বীণা করে ধরি'।
সুকুমার কর্ণে তার ব্যথা দেয় অনিবার
গণ্ডগোল দিবসে নিশীথে ;
জটিল সে ঝঞ্ঝনায় বাঁধিয়া তুলিতে চায়
সৌন্দর্য্যের সরল সঙ্গীতে।
তাই ওই চিরদিন ধ্বনিতেছে শ্রান্তিহীন
কুহুতান, করিছে কাতর ;
সঙ্গীতের ব্যথা বাজে, মিশিয়াছে তা'র মাঝে
করুণার অনুনয় স্বর।

কেহ বসে' গৃহ মাঝে, কেহ বা চলেছে কাজে,
কেহ শোনে, কেহ নাহি শোনে,

তবুও সে কি মায়ায় ওই ধ্বনি থেকে যায়
বিশ্বব্যাপী মানবের মনে।
তবু যুগযুগান্তর মানবজীবনস্তর
ওই গানে আর্দ্র হয়ে' আসে ;
কত কোটি কুহুতান মিশায়েছে নিজ প্রাণ
জীবের জীবন-ইতিহাসে।
সুখে দুঃখে উৎসবে গান উঠে কলরবে
বিরল গ্রামের মাঝখানে,
তারি সাথে সুধাস্বরে মিশে ভালবাসাভরে
পাখীগানে মানবের গানে।
কোজাগর পূর্ণিমায় শিশু শূন্যে হেসে চায়,
ঘিরে হাসে জনকজননী,
সুদূর বনান্ত হ'তে দক্ষিণ সমীর-স্রোতে
ভেসে আসে কুহু কুহুধ্বনি।
প্রচ্ছায় তমসাতীরে শিশু কুশলব ফিরে,
সীতা হেরে বিষাদে হরিষে,
ঘন সহকারশাখে মাঝে মাঝে পিক ডাকে
কুহুতানে করুণা বরিষে।
লতাকুঞ্জে তপোবনে বিজনে দুষ্মন্তসনে
শকুন্তলা লাজে থরথর,
তখন সে কুহু ভাষা রমণীর ভালবাসা
করেছিল সুমধুরতর।

নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নে তাই অতীতের মাঝে ধাই,
শুনিয়া আকুল কুহুরব।
বিশাল মানবপ্রাণ মোর মাঝে বর্ত্তমান,
দেশকাল করি' অভিভব।
অতীতের দুঃখ সুখ, দূরবাসী প্রিয়মুখ,
শৈশবের স্বপ্নশ্রুত গান,
ওই কুহুমন্ত্রবলে জাগিতেছে দলে দলে
লভিতেছে নূতন পরাণ।

২২শে বৈশাখ, ১৮৮৮

পত্র

(বাসস্থানপরিবর্ত্তন উপলক্ষ্যে)

বন্ধুবর,

দক্ষিণে বেঁধেছি নাড়, ঢুকেছে লোকের ভিড়,
বকুনার বিড়্‌বিড়্‌ গেছে থেমে-থুমে।
আপনারে করে' জড় কোণে বসে' আছি দড়,
আর সাধ নেই বড় আকাশ-কুসুমে।
সুখ নেই আছে শান্তি, ঘুচেছে মনের ভ্রান্তি,
"বিমুখা বান্ধবা যান্তি" বুঝিয়াছি সার ;
কাছে থেকে কাটে সুখে গল্প ও গুড়ুক ফুঁকে
গেলে দক্ষিণের মুখে দেখা নেই আর।
কাজ কি এ মিছে নাট, তুলেছি দোকান-হাট,
গোলমাল চণ্ডীপাঠ আছি ভাই ভুলি'।
তবু কেন খিটিমিটি, মাঝে মাঝে কড়া চিঠি,
থেকে থেকে দু-চারিটি চোখাচোখা বুলি।
"পেটে খেলে পিঠে সয়" এই ত প্রবাদে কয়,
ভুলে যদি দেখা হয় তবু সয়ে' থাকি।

হাত করে নিশ্‌পিশ্‌, মাঝে রেখে পোষ্টাপিশ
ছাড় শুধু দশ বিশ শব্দভেদী ফাঁকি।
বিষম উৎপাৎ এ কি! হায় নারদের ঢেঁকি!
শেষকালে এযে দেখি ঝগড়ার মত!
মেলা কথা হ'ল জমা, এইখানে দিই comma,
আমার স্বভাব ক্ষমা, নির্ব্বিবাদ ব্রত।
কেদারার পরে চাপি' ভাবি শুধু ফিলজাফি,
নিতান্তই চুপিচাপি মাটির মানুষ।
লেখা ত লিখেছি ঢের, এখন পেয়েছি টের
সে কেবল কাগজের রঙিন্‌ ফানুষ।
আঁধারের কূলে কূলে ক্ষীণশিখা মরে দুলে,
পথিকেরা মুখ তুলে চেয়ে দেখে তাই।
নকল-নক্ষত্র হায় ধ্রুবতারা পানে ধায়,
ফিরে আসে এ ধরায় একরত্তি ছাই।
সবারে সাজে না ভালো,— হৃদয়ে স্বর্গের আলো
আছে যার, সেই জ্বালো আকাশের ভালে;
মাটির প্রদীপ যার নিভে-নিভে বারবার,
সে দীপ জ্বলুক্ তা'র গৃহের আড়ালে!
যারা আছে কাছাকাছি তাহাদের নিয়ে আছি,
শুধু ভালবেসে বাঁচি বাঁচি যত কাল।
আশ কভু নাহি মেটে ভূতের বেগার খেটে,
কাগজে আঁচড় কেটে সকাল বিকাল।

কিছু নাহি করি দাওয়া, ছাদে বসে' খাই হাওয়া
যতটুকু পড়ে'-পাওয়া ততটুকু ভালো ;
যারা মোরে ভালবাসে ঘুরে' ফিরে' কাছে আসে,
হাসিখুসি আশেপাশে নয়নের আলো !
বাহবা যে জন চায় বসে' থাক্ চৌমাথায়,
নাচুক্ তৃণের প্রায় পথিকের স্রোতে !
পরের মুখের বুলি ভরুক ভিক্ষার ঝুলি,
নাই চাল নাই চুলি ধূলির পর্ব্বতে !

বেড়ে যায় দীর্ঘ ছন্দ, লেখনী না হয় বন্ধ,
বক্তৃতার নাম গন্ধ পেলে রক্ষে নেই !
ফেনা ঢোকে নাকে-চোখে, প্রবল মিলের ঝোঁকে
ভেসে যাই এক রোখে বুঝি দক্ষিণেই !
বাহিরেতে চেয়ে দেখি, দেবতা-দুর্য্যোগ এ কি !
বসে' বসে' লিখিতে কি আর সরে মন !
আর্দ্র বায়ু বহে বেগে, গাছপালা ওঠে জেগে,
ঘনঘোর স্নিগ্ধ মেঘে আঁধার গগন।
বেলা যায়, বৃষ্টি বাড়ে, বসি' আলিশার আড়ে
ভিজে কাক ডাক ছাড়ে মনের অসুখে।
রাজপথ জনহীন, শুধু পান্থ দুই তিন
ছাতার ভিতরে লীন ধায় গৃহমুখে।

বৃষ্টি-ঘেরা চারিধার, ঘনশ্যাম অন্ধকার,
ঝুপ্ ঝুপ্ শব্দ, আর ঝরঝর পাতা।
থেকে থেকে ক্ষণে ক্ষণে গুরু গুরু গরজনে
মেঘদূত পড়ে মনে আষাঢ়ের গাথা।
পড়ে মনে বরিষার বৃন্দাবন অভিসার,
একাকিনী রাধিকার চকিত চরণ।
শ্যামল তমালতল, নীল যমুনার জল,
আর, দুটি ছল ছল নলিন নয়ন।
এ ভরা বাদর দিনে কে বাঁচিবে শ্যাম বিনে,
কাননের পথ চিনে মন যেতে চায়।
বিজন যমুনাকূলে বিকশিত নীপমূলে
কাঁদিয়া পরাণ বুলে বিরহ ব্যথায়।

দোহাই কল্পনা তোর, ছিন্ন কর মায়া-ডোর,
কবিতায় আর মোর নাই কোনো দাবী ;
বিরহ, বকুল, আর বৃন্দাবন স্তূপাকার
সেগুলো চাপাই কার স্কন্ধে, তাই ভাবি !
এখন ঘরের ছেলে বাঁচি ঘরে ফিরে গেলে,
দুদণ্ড সময় পেলে নাবার খাবার।
কলম হাঁকিয়ে ফেরা সকল রোগের সেরা,
তাই কবি মানুষেরা অস্থিচর্ম্মসার।

কলমের গোলামিটা আর নাহি লাগে মিঠা,
তার চেয়ে দুধ-ঘি'টা বহু গুণে শ্রেয় !
সাঙ্গ করি এইখানে ; শেষে বলি কানে কানে,
পুরানো বন্ধুর পানে মুখ তুলে' চেয়ো !

বৈশাখ, ১৮৮৭ ।

সিন্ধুতরঙ্গ

(পুরী-তীর্থযাত্রী তরণীর নিমজ্জন উপলক্ষ্যে)

দোলেরে প্রলয় দোলে অকূল সমুদ্র-কোলে,
উৎসব ভীষণ !
শত পক্ষ ঝাপটিয়া বেড়াইছে দাপটিয়া
দুর্দ্দম পবন ।
আকাশ সমুদ্র সাথে প্রচণ্ড মিলনে মাতে,
অখিলের আঁখিপাতে আবরি তিমির ।
বিদ্যুৎ চমকে ত্রাসি,' হা হা করে ফেনরাশি,
তীক্ষ্ণ শ্বেত রুদ্র হাসি জড়-প্রকৃতির ।
চক্ষুহীন কর্ণহীন গেহহীন স্নেহহীন
মত্ত দৈত্যগণ
মরিতে ছুটেছে কোথা, ছিঁড়েছে বন্ধন ।

হারাইয়া চারিধার নীলাম্বুধি অন্ধকার
কল্লোলে ক্রন্দনে
রোষে, ত্রাসে, ঊর্দ্ধশ্বাসে অট্টরোলে, অট্টহাসে,
উন্মাদ গর্জ্জনে,
ফাটিয়া ফুটিয়া উঠে, চূর্ণ হয়ে' যায় টুটে'
খুজিয়া মরিছে ছুটে' আপনার কূল ।

যেনরে পৃথিবী ফেলি'   বাসুকি করিছে কেলি
সহস্রৈক ফণা মেলি', আছাড়ি' লাঙ্গুল।
যেনরে তরল নিশি   টলমলি দশদিশি
উঠিছে নড়িয়া,—
আপন নিদ্রার জাল ফেলিছে ছিঁড়িয়া।

নাই সুর, নাই ছন্দ,   অর্থহীন, নিরানন্দ
জড়ের নর্তন।
সহস্র জীবনে বেঁচে   ওই কি উঠিছে নেচে
প্রকাণ্ড মরণ ?
জল বাষ্প বজ্র বায়ু   লভিয়াছে অন্ধ আয়ু,
নূতন জীবনস্নায়ু টানিছে হতাশে,
দিগ্বিদিক্ নাহি জানে,   বাধা বিঘ্ন নাহি মানে
ছুটেছে প্রলয়পানে আপনারি ত্রাসে।
হের, মাঝখানে তারি   আটশত নরনারী
বাহু বাঁধি' বুকে,
প্রাণে আঁকড়িয়া প্রাণ চাহিয়া সম্মুখে।

তরণী ধরিয়া ঝাঁকে   রাক্ষসী ঝটিকা হাঁকে
"দাও, দাও, দাও!"
সিন্ধু ফেনোচ্ছল ছলে   কোটি ঊর্দ্ধকরে বলে
"দাও, দাও, দাও!"

বিলম্ব দেখিলে রোষে ফেনায়ে' ফেনায়ে' ফোঁসে,
নীল মৃত্যু মহাক্রোশে শ্বেত হয়ে' উঠে।
ক্ষুদ্র তরী গুরুভার সহিতে পারে না আর
লৌহবক্ষ ওই তা'র যায় বুঝি টুটে'!
অধ উর্দ্ধ এক হয়ে' ক্ষুদ্র এ খেলনা লয়ে'
খেলিবারে চায়।
দাঁড়াইয়া কর্ণধার তরীর মাথায়।

নরনারী কম্পমান ডাকিতেছে—ভগবান,
হায় ভগবান!
দয়া কর, দয়া কর,— উঠিছে কাতর স্বর,—
রাখ রাখ প্রাণ!—
কোথা সেই পুরাতন রবি শশী তারাগণ,
কোথা আপনার ধন ধরণীর কোল!
আজন্মের স্নেহসার কোথা সেই ঘরদ্বার,
পিশাচী এ বিমাতার হিংস্র উতরোল!
যে দিকে ফিরিয়া চাই পরিচিত কিছু নাই,
নাই আপনার;
সহস্র করাল মুখ সহস্র আকার।

ফেটেছে তরণীতল, সবেগে উঠিছে জল
সিন্ধু মেলে গ্রাস।

নাই তুমি, ভগবান, নাই দয়া, নাই প্রাণ,
জড়ের বিলাস !
ভয় দেখে' ভয় পায়, শিশু কাঁদে উভরায় ;
নিদারুণ হায় হায় থামিল চকিতে।
নিমেষেই ফুরাইল, কখন জীবন ছিল
কখন জীবন গেল নারিল লখিতে।
যেনরে একই ঝড়ে নিবে গেল একত্তরে
শত দীপ-আলো,
চকিতে সহস্র গৃহে আনন্দ ফুরালো।

প্রাণহীন এ মত্ততা না জানে পরের ব্যথা,
না জানে আপন।
এর মাঝে কেন রয় ব্যথা-ভরা স্নেহময়
মানবের মন ?
মা কেনরে এইখানে, শিশু চায় তা'র পানে,
ভাই সে ভায়ের টানে কেন পড়ে বুকে ?
মধুর রবির করে কত ভালবাসাভরে
কত দিন খেলা করে কত সুখে দুখে !
কেন করে টলমল দুটি ছোট অশ্রুজল,
সকরুণ আশা ?
দীপশিখা সম কাঁপে ভীত ভালবাসা !

এমন জড়ের কোলে কেমনে নির্ভয়ে দোলে
নিখিল মানব !
সব সুখ সব আশ কেন নাহি করে গ্রাস
মরণ দানব ?
ওই যে জন্মের তরে জননী ঝাঁপায়ে পড়ে
কেন বাঁধে বক্ষপরে সন্তান আপন ?
মরণের মুখে ধায়, সেথাও দিবে না তায়
কাড়িয়া রাখিতে চায় হৃদয়ের ধন !
আকাশেতে পারাবারে দাঁড়ায়েছে এক ধারে
এক ধারে নারী,
দুর্ব্বল শিশুটি তা'র কে লইবে কাড়ি ?
এ বল কোথায় পেলে, আপন কোলের ছেলে
এত করে' টানে !
এ নিষ্ঠুর জড়-স্রোতে প্রেম এল কোথা হ'তে
মানবের প্রাণে ?
নৈরাশ্য কভু না জানে, বিপত্তি কিছু না মানে,
অপূর্ব্ব অমৃত পানে অনন্ত নবীন
এমন মায়ের প্রাণ যে বিশ্বের কোনখান্
তিলেক পেয়েছে স্থান সে কি মাতৃহীন ?
এ প্রলয়মাঝখানে অবলা জননীপ্রাণে
স্নেহ মৃত্যুঞ্জয়ী ;
এ স্নেহ জাগায়ে রাখে কোন্ স্নেহময়ী ?

পাশাপাশি এক ঠাঁই দয়া আছে, দয়া নাই,
বিষম সংশয়।
মহাশঙ্কা মহা আশা একত্র বেঁধেছে বাসা
এক সাথে রয়।
কেবা সত্য, কেবা মিছে, নিশিদিন আকুলিছে,
কভু ঊর্দ্ধে কভু নীচে টানিছে হৃদয়।
জড় দৈত্য শক্তি হানে, মিনতি নাহিক মানে,
প্রেম এসে কোলে টানে দূর করে ভয়।
এ কি দুই দেবতার দ্যূতখেলা অনিবার
ভাঙাগড়াময় ?
চিরদিন অন্তহীন জয়পরাজয় ?

আষাঢ়, ১৮৮৭।

শ্রাবণের পত্র

বন্ধু হে,

পরিপূর্ণ বরষায় আছি তব ভরসায়,
কাজ কর্ম্ম কর সায়, এস চট্‌পট্‌!
শাম্‌লা আঁটিয়া নিত্য তুমি কর ডেপুটিত্ব,
একা পড়ে' মোর চিত্ত করে ছট্‌ফট্‌!
যখন যা সাজে ভাই তখন করিবে তাই,
কালাকাল মানা নাই কলির বিচার!
শ্রাবণে ডেপুটি-পনা এ ত কভু নয় সনা-
তন প্রথা, এ যে অনা-সৃষ্টি অনাচার!
ছুটি লয়ে' কোনোমতে, পোর্ট্‌মাণ্টো তুলি রথে,
সেজেগুজে রেলপথে কর অভিসার!
লয়ে' দাড়ি, লয়ে' হাসি, অবতীর্ণ হও আসি',
রুধিয়া জানালা শাসি বসি একবার।
বজ্ররবে সচকিৎ কাঁপিবে গৃহের ভিৎ,
পথে শুনি কদাচিৎ চক্র খড়্‌খড়্‌!
হারেরে ইংরাজ-রাজ, এ সাধে হানিলি বাজ,
শুধু কাজ—শুধু কাজ, শুধু ধড়্‌ ফড়্‌!
আম্‌লা-শাম্‌লা-স্রোতে ভাসাইলি এ ভারতে,
যেন নেই ত্রিজগতে হাসি গল্প গান!

নেই বাঁশি, নেই বঁধু, নেই রে যৌবন-মধু,
মুচেছে পথিক-বধূ সজল নয়ান !
যেনরে সরম টুটে' কদম্ব আর না ফুটে,
কেতকী শিহরি' উঠে করে না আকুল !
কেবল জগৎটাকে জড়ায়ে সহস্র পাকে
গবর্মেণ্ট পড়ে থাকে বিরাট বিপুল ।
বিষম রাক্ষস ওটা, মেলিয়া আপিষ-কোটা
গ্রাস করে গোটা গোটা বন্ধুবান্ধবেরে,
বৃহৎ বিদেশে দেশে কে কোথা তলায় শেষে
কোথাকার সর্ব্বনেশে সর্ব্বিসের ফেরে !
এ দিকে বাদর ভরা, নবীন শ্যামল ধরা
নিশিদিন জল-ঝরা' সঘন গগন ।
এ দিকে ঘরের কোণে বিরহিণী বাতায়নে
দিগন্তে তমালবনে নয়ন মগন ।
হেঁটমুণ্ড করি হেঁট্ মিছে কর agitate,
খালি রেখে খালি পেট ভরিছ কাগজ,
এ দিকে যে গোরা মিলে' কালা বন্ধু লুটে নিলে,
তা'র বেলা কি করিলে নাই কোনো খোঁজ !
দেখিছ না আঁখি খুলে' ম্যাঞ্চেষ্টর লিভারপুলে
দেশী শিল্প জলে গুলে করিল Finish !
"আষাঢ়ে গল্প" সেই কই ! সেও বুঝি গেল ওই
আমাদের নিতান্তই দেশের জিনিষ !

তুমি আছ কোথা গিয়া, আমি আছি শূন্য হিয়া,
কোথায় বা সে তাকিয়া শোকতাপহরা !
সে তাকিয়া—গল্পগীতি সাহিত্যচর্চ্চার স্মৃতি
কত হাসি কত প্রীতি কত তূলো-ভরা !
কোথায় সে যদুপতি, কোথা মথুরার গতি,
অথ, চিন্তা করি ইতি কুরু মনস্থির,
মায়াময় এ জগৎ নহে সৎ নহে সৎ,
যেন পদ্মপত্রবৎ, তদুপরি নীর।
অতএব ত্বরা করে' উত্তর লিখিবে মোরে,
সর্ব্বদা নিকটে ঘোরে কাল সে করাল !
(সুধী তুমি তাজি' নীর গ্রহণ করিয়ো ক্ষীর)
এই তত্ত্ব এ চিঠির জানিয়ো moral।

শ্রাবণ, ১৮৮৭।

নিষ্ফল প্রয়াস

ওই যে সৌন্দর্য্য লাগি' পাগল ভুবন,
ফুটন্ত অধরপ্রান্তে হাসির বিলাস,
গভীর তিমিরমগ্ন আঁখির কিরণ,
লাবণ্যতরঙ্গভঙ্গ গতির উচ্ছ্বাস,
যৌবনললিত-লতা বাহুর বন্ধন,
এরা ত তোমারে ঘিরে আছে অনুক্ষণ,
তুমি কি পেয়েছ নিজ সৌন্দর্য্য-আভাস ?
মধুরাতে ফুলপাতে করিয়া শয়ন
বুঝিতে পার কি নিজ মধু আলিঙ্গন ?
আপনার প্রস্ফুটিত তনুর উল্লাস
আপনারে করেছে কি মোহ-নিমগন ?
তবে মোরা কি লাগিয়া করি হা-হুতাশ !
দেখ শুধু ছায়াখানি মেলিয়া নয়ন ;
রূপ নাহি ধরা দেয়—বৃথা সে প্রয়াস !

১৮ই অগ্রহায়ণ, ১৮৮৭

হৃদয়ের ধন

কাছে যাই, ধরি হাত, বুকে লই টানি',—
তাহার সৌন্দর্য্য লয়ে' আনন্দে মাখিয়া
পূর্ণ করিবারে চাহি মোর দেহখানি,
আঁখিতলে বাহুপাশে কাড়িয়া রাখিয়া।
অধরের হাসি ল'ব করিয়া চুম্বন,
নয়নের দৃষ্টি ল'ব নয়নে আঁকিয়া,
কোমল পরশখানি করিয়া বসন
রাখিব দিবসনিশি সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিয়া!
নাই—নাই—কিছু নাই—শুধু অন্বেষণ!
নীলিমা লইতে চাই আকাশ ছাঁকিয়া!
কাছে গেলে রূপ কোথা করে পলায়ন,
দেহ শুধু হাতে আসে—শ্রান্ত করে হিয়া।
প্রভাতে মলিনমুখে ফিরে যাই গেহে,
হৃদয়ের ধন কভু ধরা যায় দেহে?

১৮ই অগ্রহায়ণ, ১৮৮৭।

নিভৃত আশ্রম

সন্ধ্যায় একেলা বসি' বিজন ভবনে,
অনুপম জ্যোতির্ম্ময়ী মাধুরী-মূরতি
স্থাপনা করিব যত্নে হৃদয়-আসনে।
প্রেমের প্রদীপ লয়ে' করিব আরতি।
রাখিয়া দুয়ার রুধি' আপনার মনে,
তাহার আলোকে র'ব আপন ছায়ায়,
পাছে কেহ কুতূহলে কৌতুকনয়নে
হৃদয়-দুয়ারে এসে' দেখে' হেসে' যায়!
ভ্রমর যেমন থাকে কমল-শয়নে,
সৌরভ-সদনে, কারো পথ নাহি চায়,
পদশব্দ নাহি গণে, কথা নাহি শোনে,
তেমনি হইব মগ্ন পবিত্র মায়ায়।
লোকালয় মাঝে থাকি' র'ব তপোবনে,
একেলা থেকেও তবু র'ব সাথীসনে।

১৮ই অগ্রহায়ণ, ১৮৮৭।

নারীর উক্তি

মিছে তর্ক—থাক্ তবে থাক্ !
কেন কাঁদি বুঝিতে পার না ?
তর্কেতে বুঝিবে তা কি ? এই মুছিলাম আঁখি,
এ শুধু চোখের জল, এ নহে ভর্ৎসনা !

আমি কি চেয়েছি পায়ে ধরে'
ওই তব আঁখি-তুলে'-চাওয়া,
ওই কথা, ওই হাসি, ওই কাছে-আসা-আসি
অলক দুলায়ে দিয়ে হেসে চলে' যাওয়া ?

কেন আন বসন্ত-নিশীথে
আঁখি-ভরা আবেশ বিহ্বল,
যদি বসন্তের শেষে শ্রান্ত মনে, ম্লান হেসে
কাতরে খুঁজিতে হয় বিদায়ের ছল ?

আছি যেন সোনার খাঁচায়
একখানি পোষ-মানা প্রাণ !
এও কি বুঝাতে হয় প্রেম যদি নাহি রয়
হাসিয়ে সোহাগ করা শুধু অপমান ?

নারীর উক্তি

মনে আছে সেই একদিন
প্রথম প্রণয় সে তখন।
বিমল শরতকাল, শুভ্র ক্ষীণ মেঘজাল,
মৃদু শীত বায়ে স্নিগ্ধ রবির কিরণ।

কাননে ফুটিত শেফালিকা,
ফুলে ছেয়ে যেত তরুমূল,
পরিপূর্ণ সুরধুনী, কুলুকুলু ধ্বনি শুনি,
পরপারে বনশ্রেণী কুয়াশা-আকুল।

আমা-পানে চাহিয়ে, তোমার
আঁখিতে কাঁপিত প্রাণখানি।
আনন্দে বিষাদে মেশা সেই নয়নের নেশা
তুমি ত জান না তাহা—আমি তাহা জানি!

সে কি মনে পড়িবে তোমার—
সহস্র লোকের মাঝখানে
যেমনি দেখিতে মোরে, কোন্ আকর্ষণ-ডোরে
আপনি আসিতে কাছে জ্ঞানে কি অজ্ঞানে।

ক্ষণিক বিরহ-অবসানে
নিবিড় মিলন-ব্যাকুলতা।
মাঝে মাঝে সব ফেলি' রহিতে নয়ন মেলি'
আঁখিতে শুনিতে যেন হৃদয়ের কথা!

কোনো কথা না রহিলে তবু
শুধাইতে নিকটে আসিয়া।
নীরবে চরণ ফেলে চুপি-চুপি কাছে এলে
কেমনে জানিতে পেতে, ফিরিতে হাসিয়া।

আজ তুমি দেখেও দেখ না,
সব কথা শুনিতে না পাও!
কাছে আস' আশা করে' আছি সারাদিন ধরে,'
আনমনে পাশ দিয়ে তুমি চলে' যাও

দীপ জ্বেলে দীর্ঘ ছায়া লয়ে'
বসে' আছি সন্ধ্যায় ক'জনা,
হয় ত বা কাছে এস, হয় ত বা দূরে বস,'
সে সকলি ইচ্ছাহীন দৈবের ঘটনা।

নারীর উক্তি

এখন হয়েছে বহু কাজ,
সতত রয়েছ অন্যমনে ;
সর্ব্বত্র ছিলাম আমি, এখন এসেছি নামি'
হৃদয়ের প্রান্তদেশে, ক্ষুদ্র গৃহকোণে !

দিয়েছিলে হৃদয় যখন,
পেয়েছিলে প্রাণমন দেহ,
আজ সে হৃদয় নাই, যতই সোহাগ পাই
শুধু তাই অবিশ্বাস, বিষাদ, সন্দেহ।

জীবনের বসন্তে যাহারে
ভালবেসেছিলে একদিন,
হায় হায় কি কুগ্রহ, আজ তারে অনুগ্রহ !
মিষ্ট কথা দিবে তা'রে গুটি দুই তিন !

অপবিত্র ও কর-পরশ
সঙ্গে ওর হৃদয় নহিলে !
মনে কি করেছ, বঁধু, ও হাসি এতই মধু
প্রেম না দিলেও চলে শুধু হাসি দিলে।

তুমিইত দেখালে আমায়
(স্বপ্নেও ছিল না এত আশা,)
প্রেমে দেয় কতখানি, কোন্ হাসি কোন্ বাণী
হৃদয় বাসিতে পারে কত ভালবাসা !

তোমারি সে ভালবাসা দিয়ে
বুঝেছি আজি এ ভালবাসা,
আজি এই দৃষ্টি হাসি, এ আদর রাশিরাশি,
এই দূরে-চলে'-যাওয়া, এই কাছে-আসা !

বুক ফেটে কেন অশ্রু পড়ে
তবুও কি বুঝিতে পার না ?
তর্কেতে বুঝিবে তা' কি ? এই মুছিলাম আঁখি,
এ শুধু চোখের জল, এ নহে ভর্ৎসনা !

২১শে অগ্রহায়ণ, ১৮৮৭।

পুরুষের উক্তি

যেদিন সে প্রথম দেখিনু
সে তখন প্রথম যৌবন।
প্রথম জীবন-পথে বাহিরিয়া এ জগতে
কেমনে বাঁধিয়া গেল নয়নে নয়ন!

তখন উষার আধ' আলো
পড়েছিল মুখে দু'জনার,
তখন কে জানে কারে, কে জানিত আপনারে,
কে জানিত সংসারের বিচিত্র ব্যাপার!

কে জানিত শ্রান্তি তৃপ্তি ভয়,
কে জানিত নৈরাশ্য-যাতনা,
কে জানিত শুধু ছায়া যৌবনের মোহমায়া,
আপনার হৃদয়ের সহস্র ছলনা!

আঁখি মেলি' যারে ভালো লাগে
তাহারেই ভালো বলে' জানি।
সব প্রেম প্রেম নয় ছিল না ত সে সংশয়,
যে আমারে কাছে টানে তা'রে কাছে টানি।

অনন্ত বাসর-সুখ যেন
নিত্য-হাসি প্রকৃতি বধূর,
পুষ্প যেন চিরপ্রাণ, পাখীর অশ্রান্ত গান,
বিশ্ব করেছিল ভান অনন্ত মধুর।

সেই গানে, সেই ফুল্ল ফুলে,
সেই প্রাতে, প্রথম যৌবনে,
ভেবেছিনু এ হৃদয় অনন্ত অমৃতময়
প্রেম চিরদিন রয় এ চির জীবনে।

তাই সেই আশার উল্লাসে
মুখ তুলে' চেয়েছিনু মুখে ;
সুধাপাত্র লয়ে' হাতে কিরণ-কিরীট মাথে
তরুণ দেবতাসম দাঁড়ানু সমুখে।

পত্র-পুষ্প-গ্রহ-তারা-ভরা
নীলাম্বরে মগ্ন চরাচর,
তুমি তারি মাঝখানে কি মূর্ত্তি আঁকিলে প্রাণে
কি ললাট, কি নয়ন, কি শান্ত অধর !

পুরুষের উক্তি

সুগভীর কলধ্বনিময়
এ বিশ্বের রহস্য অকূল,
মাঝে তুমি শতদল ফুটেছিলে ঢলঢল,
তীরে আমি দাঁড়াইয়া সৌরভে আকুল।

পবিপূর্ণ পূর্ণিমার মাঝে
উর্দ্ধমুখে চকোর যেমন
আকাশের ধারে যায়, ছিঁড়িয়া দেখিতে চায়
অগাধ স্বপন-ছাওয়া জ্যোৎস্না-আবরণ ;

তেমনি সভয়ে প্রাণ মোর
তুলিতে যাইত কতবার
একান্ত নিকটে গিয়ে সমস্ত হৃদয় দিয়ে'—
মধুর রহস্যময় সৌন্দর্য্য তোমার।

হৃদয়ের কাছাকাছি সেই
প্রেমের প্রথম আনাগোনা,
সেই হাতে হাতে ঠেকা, সেই আধ' চোখে দেখা
চুপি চুপি প্রাণের প্রথম জানাশোনা ;

অজানিত, সকলি নূতন,
অবশ চরণ টলমল,
কোথা পথ, কোথা নাই, কোথা যেতে কোথা যাই
কোথা হ'তে উঠে হাসি, কোথা অশ্রুজল :

অতৃপ্ত বাসনা প্রাণে লয়ে'
অবারিত প্রেমের ভবনে
যাহা পাই তাই তুলি, খেলাই আপনা ভুলি',
কি যে রাখি, কি যে ফেলি, বুঝিতে পারিনে !

ক্রমে আসে আনন্দ-আলস
কুসুমিত ছায়াতরুতলে ;
জাগাই সরসীজল, ছিঁড়ি বসে' ফুলদল,
ধূলি সেও ভালো লাগে খেলাবার ছলে।

অবশেষে সন্ধ্যা হয়ে' আসে,
শ্রান্তি আসে হৃদয় ব্যাপিয়া,
থেকে থেকে সন্ধ্যাবায় করে' ওঠে হায় হায়,
অরণ্য মর্ম্মরি' ওঠে কাঁপিয়া কাঁপিয়া।

পুরুষের উক্তি

মনে হয় এ কি সব ফাঁকি,
এই বুঝি, আর কিছু নাই !
অথবা যে রত্ন তরে এসেছিনু আশা করে'
অনেক লইতে গিয়ে হারাইনু তাই।

সুখের কাননতলে ব'স'
হৃদয়ের মাঝারে বেদনা,
নিরখি কোলের কাছে মৃৎপিণ্ড পড়িয়া আছে,
দেবতারে ভেঙে ভেঙে করেছি খেলনা।

এরি মাঝে ক্লান্তি কেন আসে,
উঠিবারে করি প্রাণপণ,
হাসিতে আসে না হাসি, বাজাতে বাজে না বাঁশি,
সরমে তুলিতে নারি নয়নে নয়ন।

কেন তুমি মূর্ত্তি হয়ে' এলে,
রহিলে না ধ্যান-ধারণার !
সেই মায়া-উপবন কোথা হ'ল অদর্শন,
কেন হায় ঝাঁপ দিতে শুকাল' পাথার !

স্বপ্নরাজ্য ছিল ও হৃদয়,
প্রবেশিয়া দেখিনু সেখানে
এই দিবা, এই নিশা এই ক্ষুধা এই তৃষা,
প্রাণপাখী কাঁদে এই বাসনার টানে।

আমি চাই তোমারে যেমন,
তুমি চাও তেমনি আমারে,
কৃতার্থ হইব আশে গেলেম তোমার পাশে
তুমি এসে বসে' আছ আমার দুয়ারে।

সৌন্দর্য্য-সম্পদ মাঝে বসি'
কে জানিত কাঁদিছে বাসনা!
ভিক্ষা, ভিক্ষা সব ঠাঁই, তবে আর কোথা যাই
ভিখারিণী হ'ল যদি কমল-আসনা!

তাই আর পারি না সঁপিতে
সমস্ত এ বাহির অন্তর।
এ জগতে তোমা ছাড়া ছিল না তোমার বাড়া,
তোমারে ছেড়েও আজ আছে চরাচর।

পুরুষের উক্তি

কখনো বা চাঁদের আলোতে,
কখনো বসন্ত সমীরণে,
সেই ত্রিভুবনজয়ী অপার রহস্যময়ী
আনন্দ মূরতিখানি জেগে ওঠে মনে।

কাছে যাই তেমনি হাসিয়া
নবীন যৌবনময় প্রাণে,
কেন হেরি অশ্রুজল, হৃদয়ের হলাহল,
রূপ কেন রাহুগ্রস্ত মানে অভিমানে!

প্রাণ দিয়ে সেই দেবীপূজা
চেয়ো না চেয়ো না তবে আর।
এস থাকি দুইজনে সুখে দুঃখে গৃহকোণে,
দেবতার তরে থাক্ পুষ্পঅর্ঘ্যভার।

২৩শে অগ্রহায়ণ, ১৮৮৭

শূন্য গৃহে

কে তুমি দিয়েছ স্নেহ মানব-হৃদয়ে,
কে তুমি দিয়েছ প্রিয়জন!
বিরহের অন্ধকারে কে তুমি কাঁদাও তা'রে,
তুমিও কেন গো সাথে কর না ক্রন্দন।

প্রাণ যাহা চায় তাহা দাও বা না দাও,
তা' বলে' কি করুণা পাব না?
দুর্লভ ধনের তরে শিশু কাঁদে সকাতরে,
তা' বলে' কি জননীর বাজে না বেদনা?

দুর্ব্বল মানব-হিয়া বিদীর্ণ যেথায়,
মর্ম্মভেদী যন্ত্রণা বিষম,
জীবন নির্ভর-হারা ধূলায় লুটায়ে সারা,
সেথাও কেন গো তব কঠিন নিয়ম?

সেথাও জগৎ তব চিরমৌনী কেন,
নাহি দেয় আশ্বাসের সুখ!
ছিন্ন করি' অন্তরাল অসীম রহস্যজাল
কেন না প্রকাশ পায় গুপ্ত স্নেহমুখ?

ধরণী জননী কেন বলিয়া উঠে না
—করুণ মর্ম্মর কণ্ঠস্বর—
"আমি শুধু ধূলি নই, বৎস, আমি প্রাণময়ী
জননী, তোদের লাগি অন্তর কাতর!

"নহ তুমি পরিত্যক্ত অনাথ সন্তান
চরাচর নিখিলের মাঝে :
তোমার ব্যাকুলস্বর উঠিছে আকাশ পর,
তারায় তারায় তা'র ব্যথা গিয়ে বাজে!"

কাল ছিল প্রাণ জুড়ে, আজ কাছে নাই—
নিতান্ত সামান্য এ কি নাথ?
তোমার বিচিত্র ভবে কত আছে কত হবে,
কোথাও কি আছে, প্রভু, হেন বজ্রপাত?

আছে সেই সূর্য্যালোক, নাই সেই হাসি,
আছে চাঁদ, নাই চাঁদমুখ!
শূন্য পড়ে' আছে গেহ, নাই কেহ, নাই কেহ,
রয়েছে জীবন, নেই জীবনের সুখ!

সেইটুকু মুখখানি, সেই দুটি হাত,
সেই হাসি অধরের ধারে,
সে নহিলে এ জগৎ শুষ্ক মরুভূমিবৎ,-
নিতান্ত সামান্য এ কি এ বিশ্বব্যাপারে ?

এ আর্তস্বরের কাছে রহিবে অটুট
চৌদিকের চির-নীরবতা ?
সমস্ত মানবপ্রাণ বেদনায় কম্পমান
নিয়মের লৌহবক্ষে বাজিবে না ব্যথা ?

১১ই বৈশাখ, ১৮৮৮।

জীবন মধ্যাহ্ন

জীবন আছিল লঘু প্রথম বয়সে,
চলেছিনু আপনার বলে,
সুদীর্ঘ জীবনযাত্রা নবীন প্রভাতে
আরম্ভিনু খেলিবার ছলে।
অশ্রুতে ছিল না তাপ, হাস্যে উপহাস,
বচনে ছিল না বিষানল,
ভাবনাভ্রূকুটিহীন সরল ললাট
সুপ্রশান্ত আনন্দ-উজ্জ্বল।

কুটিল হইল পথ, জটিল জীবন,
বেড়ে গেল জীবনের ভার,
ধরণীর ধূলিমাঝে গুরু আকর্ষণ
পতন হইল কতবার।
আপনার পরে আর কিসের বিশ্বাস,
আপনার মাঝে আশা নাই,
দর্প চূর্ণ হয়ে' গেছে ধূলি সাথে মিশে'
লজ্জাবস্ত্র জীর্ণ শত ঠাঁই।

তাই আজ বারবার ধাই তব পানে,
ওহে তুমি নিখিল-নির্ভর !
অনন্ত এ দেশকাল আচ্ছন্ন করিয়া
আছ তুমি আপনার পর।
ক্ষণেক দাঁড়ায়ে পথে দেখিতেছি চেয়ে
তোমার এ ব্রহ্মাণ্ড বৃহৎ,
কোথায় এসেছি আমি, কোথায় যেতেছি,
কোন্ পথে চলেছে জগৎ !

প্রকৃতির শান্তি আজি করিতেছি পান
চিরস্রোত সান্ত্বনার ধারা।
নিশীথআকাশমাঝে নয়ন তুলিয়া
দেখিতেছি কোটি গ্রহতারা,—
সুগভীর তামসীর ছিদ্রপথে যেন
জ্যোতির্ম্ময় তোমার আভাস,
ওহে মহা অন্ধকার, ওহে মহা-জ্যোতি,
অপ্রকাশ, চির-স্বপ্রকাশ !

যখন জীবন-ভার ছিল লঘু অতি,
যখন ছিল না কোনো পাপ,
তখন তোমার পানে দেখি নাই চেয়ে
জানি নাই তোমার প্রতাপ,

জীবন মধ্যাহ্ন

তোমার অগাধ শান্তি, রহস্য অপার,
সৌন্দর্য্য অসীম অতুলন।
স্তব্ধভাবে মুগ্ধনেত্রে নিবিড় বিস্ময়ে
দেখি নাই তোমার ভুবন।

কোমল সায়াহ্ন-লেখা বিষণ্ণ উদার
প্রান্তরের প্রান্ত আম্রবনে ;
বৈশাখের নীলধারা বিমলবাহিনী
ক্ষীণ গঙ্গা সৈকত-শয়নে ;
শিরোপরি সপ্ত ঋষি, যুগযুগান্তের
ইতিহাসে নিবিষ্ট নয়ান ;
নিদ্রাহীন পূর্ণচন্দ্র নিস্তব্ধ নিশীথে
নিদ্রার সমুদ্রে ভাসমান ;

নিত্য-নিশ্বসিত বায়ু : উন্মেষিত উষা ;
কনকে শ্যামলে সম্মিলন ;
দূর-দূরান্তরশায়ী মধ্যাহ্ন উদাস ;
বনচ্ছায়া নিবিড় গহন ;
যতদূর নেত্র যায় শস্যশীষরাশি
ধরার অঞ্চলতল ভরি,'—
জগতের মর্ম্ম হ'তে মোর মর্ম্মস্থলে
আনিতেছে জীবন-লহরী।

বচন-অতীত ভাবে ভরিছে হৃদয়,
নয়নে উঠিছে অশ্রুজল,
বিরহ বিষাদ মোর গলিয়া ঝরিয়া
ভিজায় বিশ্বের বক্ষস্থল।
প্রশান্ত গভীর এই প্রকৃতির মাঝে
আমার জীবন হয় হারা,
মিশে যায় মহাপ্রাণসাগরের বুকে
ধূলিম্লান পাপতাপ-ধারা।

শুধু জেগে উঠে প্রেম মঙ্গল মধুর,
বেড়ে যায় জীবনের গতি,
ধূলিধৌত দুঃখশোক শুভ্রশান্ত বেশে
ধরে যেন আনন্দমূরতি।
বন্ধন হারায়ে গিয়ে স্বার্থ ব্যাপ্ত হয়
অবারিত জগতের মাঝে,
বিশ্বের নিশ্বাস লাগি' জীবন-কুহরে
মঙ্গল আনন্দধ্বনি বাজে।

১৪ই বৈশাখ, ১৮৮৮।

শ্রান্তি

কতবার মনে করি পূর্ণিমা-নিশীথে
স্নিগ্ধ সমীরণ,
নিদ্রালস আঁখিসম ধীরে যদি মুদে' আসে
এ শ্রান্ত জীবন !
গগনের অনিমেষ জাগ্রত চাঁদের পানে
মুক্ত দুটি বাতায়ন দ্বার—
সুদূরে প্রহর বাজে গঙ্গা কোথা বহে' চলে
নিদ্রায় সুসুপ্ত দুই পার।
মাঝি গান গেয়ে যায় বৃন্দাবন-গাথা
আপনার মনে ;
চির জীবনের স্মৃতি অশ্রু হয়ে' গলে' আসে
নয়নের কোণে।
স্বপ্নের সুধার স্রোতে দূরে ভেসে যায় প্রাণ
স্বপ্ন হ'তে নিঃস্বপ্ন অতলে ;
ভাসানো প্রদীপ যথা নিবে গিয়ে সন্ধ্যাবায়ে
ডুবে যায় জাহ্নবীর জলে !

১৬ই বৈশাখ, ১৮৮৮

বিচ্ছেদ

ব্যাকুল নয়ন মোর, অস্তমান রবি,
সায়াহ্ন মেঘাবনত পশ্চিম গগনে,
সকলে দেখিতেছিল সেই মুখচ্ছবি ;—
একা সে চলিতেছিল আপনার মনে

ধরণী ধরিতেছিল কোমল চরণ ;
বাতাস লভিতেছিল বিমল নিশ্বাস ;
সন্ধ্যার আলোক-আঁকা দুখানি নয়ন
ভুলায়ে লইতেছিল পশ্চিম আকাশ।

রবি তা'রে দিতেছিল আপন কিরণ,
মেঘ তা'রে দিতেছিল স্বর্ণময় ছায়া,
মুগ্ধ হিয়া পথিকের উৎসুক নয়ন
মুখে তা'র দিতেছিল প্রেমপূর্ণ মায়া।

চারিদিকে শস্যরাশি চিত্রসম স্থির,
প্রান্তে নীল নদীরেখা, দূর পরপারে
শুভ্র চর, আরো দূরে বনের তিমির
দহিতেছে অগ্নিদীপ্তি দিগন্ত মাঝারে।

বিচ্ছেদ

দিবসের শেষ দৃষ্টি, অন্তিম মহিমা
সহসা ঘেরিল তা'রে কনক আলোকে,
বিষণ্ণ কিরণ-পটে মোহিনী-প্রতিমা
উঠিল প্রদীপ্ত হয়ে' অনিমেষ চোখে।

নিমেষে ঘুরিল ধরা, ডুবিল তপন,—
সহসা সম্মুখে এল ঘোর অন্তরাল,
নয়নের দৃষ্টি গেল, রহিল স্বপন,
অনন্ত আকাশ, আর ধরণী বিশাল।

১৯শে বৈশাখ, ১৮৮৮।

মানসিক অভিসার

মনে হয় সে-ও যেন রয়েছে বসিয়া
চাহি' বাতায়ন হ'তে নয়ন উদাস,
কপোলে, কানের কাছে, যায় নিঃশ্বসিয়া
কে জানে কাহার কথা বিষণ্ণ বাতাস !

ত্যজি' তা'র তনুখানি, কোমল হৃদয়
বাহির হয়েছে যেন দীর্ঘ অভিসারে,
সম্মুখে অপার ধরা কঠিন নিদয় ;
একাকিনী দাঁড়ায়েছে তাহারি মাঝারে।

হয়ত বা এখনি সে এসেছে হেথায়
মৃদুপদে পশিতেছে এই বাতায়নে,
মানস-মূরতিখানি আকুল আমায়
বাঁধিতেছে দেহহীন স্বপ্ন-আলিঙ্গনে।

তারি ভালবাসা, তারি বাহু সুকোমল,
উৎকণ্ঠ চকোর সম বিরহ-তিয়াষ,
বহিয়া আনিছে এই পুষ্প-পরিমল,
কাঁদায়ে তুলিছে এই বসন্ত-বাতাস।

২১শে বৈশাখ, ১৮৮৮।

পত্রের প্রত্যাশা

চিঠি কই !—দিন গেল, বইগুলো ছুঁড়ে' ফেল,
আর ত লাগে না ভালো ছাইপাঁশ পড়া !
মিটায়ে মনের খেদ গেঁথে গেছে অবিচ্ছেদ
পরিচ্ছেদে পরিচ্ছেদ মিছে মন-গড়া !
কাননপ্রান্তের কাছে ছায়া পড়ে গাছে গাছে,
ম্লান আলো শুয়ে আছে বালুকার তীরে।
বায়ু উঠে ঢেউ তুলি,' টলমল পড়ে ঢুলি'
কূলে বাঁধা নৌকাগুলি জাহ্নবীর নীরে।

চিঠি কই ! হেথা এসে একা বসে' দূর দেশে
কি পড়িব দিন-শেষে সন্ধ্যার আলোকে !
গোধূলির ছায়াতলে কে বল গো মায়াবলে
সেই মুখ অশ্রুজলে এঁকে দেবে চোখে !
গভীর গুঞ্জন-স্বনে ঝিল্লিরব উঠে বনে,
কে মিশাবে তারি সনে স্মৃতিকণ্ঠস্বর !
তীরতরু ছায়ে ছায়ে কোমল সন্ধ্যার বায়ে
কে আনিয়া দিবে গায়ে সুকোমল কর !

পাখী তরুশিরে আসে, দূর হ'তে নীড়ে আসে,
তরীগুলি তীরে আসে, ফিরে আসে সবে,
তা'র সেই স্নেহস্বর ভেদি' দূর দূরান্তর
কেন এ কোলের পর আসে না নীরবে !
দিনান্তে স্নেহের স্মৃতি একবার আসে নিতি,
কলরবভরা প্রীতি লয়ে' তা'র মুখে,
দিবসের ভার যত তবে হয় অপগত
নিশি নিমেষের মত কাটে স্বপ্নসুখে।

সকলি ত মনে আছে, যত দিন ছিল কাছে
কত কথা বলিয়াছে কত ভালবেসে,
কত কথা শুনি নাই, হৃদয়ে পায়নি ঠাঁই,
মুহূর্ত্ত শুনিয়া তাই ভুলেছি নিমেষে।
পাতা পোরাবার ছলে আজ সে যা'কিছু বলে
তাই শুনে মন গলে চোখে আসে জল,
তারি লাগি' কত ব্যথা, কত মনোব্যাকুলতা,
দু-চারিটি তুচ্ছ কথা জীবন-সম্বল !

দিবা যেন আলোহীনা এই দুটি কথা বিনা
"তুমি ভালো আছ কি না" "আমি ভালো আছি।"
স্নেহ যেন নাম ডেকে কাছে এসে যায় দেখে,
দুটি কথা দূর থেকে করে কাছাকাছি।

পত্রের প্রত্যাশা

দরশ পরশ যত সকল বন্ধন গত
মাঝে ব্যবধান কত নদীগিরি পারে,—
স্মৃতি শুধু স্নেহ বয়ে' দুঁহু করস্পর্শ লয়ে'
অক্ষরের মালা হয়ে' বাঁধে দুজনারে।

কই চিঠি! এল নিশা, তিমিরে ডুবিল দিশা,
সারা দিবসের তৃষা রয়ে' গেল মনে।
অন্ধকার নদীতীরে বেড়াতেছি ফিরে ফিরে,
প্রকৃতির শান্তি ধীরে পশিছে জীবনে।
ক্রমে আঁখি ছলছল, দুটি ফোঁটা অশ্রুজল
ভিজায় কপোলতল, শুকায় বাতাসে।
ক্রমে অশ্রু নাহি বয়, ললাট শীতল হয়
রজনীর শান্তিময় শীতল নিশ্বাসে।

আকাশে অসংখ্য তারা চিন্তাহারা ক্লান্তিহারা,
হৃদয় বিস্ময়ে সারা হেরি একদিঠি।
আর যে আসে না আসে মুক্ত এই মহাকাশে
প্রতি সন্ধ্যা পরকাশে অসীমের চিঠি।
অনন্ত বারতা বহে, অন্ধকার হ'তে কহে,
"যে রহে যে নাহি রহে কেহ নহে একা!
সীমা-পরপারে থাকি' সেথা হ'তে সবে ডাকি,
প্রতি রাত্রে লিখে রাখি জ্যোতিপত্রলেখা।"

২৩শে বৈশাখ, ১৮৮৮

বধূ

"বেলা যে পড়ে' এল, জল্‌কে চল্‌!"—
পুরানো সেই সুরে কে যেন ডাকে দূরে,
কোথা সে ছায়া সখি, কোথা সে জল!
কোথা সে বাঁধা ঘাট, অশথ-তল!
ছিলাম আনমনে একেলা গৃহকোণে,
কে যেন ডাকিলরে "জল্‌কে চল্‌!"

কলসী লয়ে' কাঁখে পথ সে বাঁকা,
বামেতে মাঠ শুধু সদাই করে ধূধূ,
ডাহিনে বাঁশবন হেলায়ে শাখা।
দীঘির কালো জলে সাঁঝের আলো ঝলে,
দুধারে ঘন বন ছায়ায় ঢাকা।
গভীর থির নীরে ভাসিয়া যাই ধীরে,
পিক কুহরে তীরে অমিয়-মাখা।
পথে আসিতে ফিরে, আঁধার তরুশিরে
সহসা দেখি চাঁদ আকাশে আঁকা!

অশথ উঠিয়াছে প্রাচীর টুটি',
সেখানে ছুটিতাম সকালে উঠি'।
শরতে ধরাতল শিশিরে ঝলমল,
করবী থোলো থোলো রয়েছে ফুটি'।
প্রাচীর বেয়ে বেয়ে সবুজে ফেলে ছেয়ে
বেগুনী ফুলে ভরা লতিকা দুটি।
ফাটলে দিয়ে আঁখি আড়ালে বসে' থাকি,
আঁচল পদতলে পড়েছে লুটি'।

মাঠের পরে মাঠ, মাঠের শেষে
সুদূর গ্রামখানি আকাশে মেশে।
এধারে পুরাতন শ্যামল তালবন
সঘন সারি দিয়ে দাঁড়ায় ঘেঁসে।
বাঁধের জলরেখা ঝলসে, যায় দেখা,
জটলা করে তীরে রাখাল এসে।
চলেছে পথখানি কোথায় নাহি জানি,
কে জানে কত শত নূতন দেশে।

হায়রে রাজধানী পাষাণ-কায়া!
বিরাট মুঠিতলে চাপিছে দৃঢ়বলে,
ব্যাকুল বালিকারে নাহিক মায়া!
কোথা সে খোলা মাঠ, উদার পথঘাট,
পাখীর গান কই, বনের ছায়া!

কে যেন চারিদিকে দাঁড়িয়ে আছে ;
খুলিতে নারি মন শুনিবে পাছে !
হেথায় বৃথা কাঁদা, দেয়ালে পেয়ে বাধা
কাঁদন ফিরে আসে আপন কাছে।

আমার আঁখিজল কেহ না বোঝে।
অবাক্ হয়ে' সবে কারণ খোঁজে।
"কিছুতে নাহি তোষ, এ ত বিষম দোষ,
গ্রামের বালিকার স্বভাব ওযে !
স্বজন প্রতিবেশী এত যে মেশামেশি,
ও কেন কোণে বসে' নয়ন বোজে ?"

কেহ বা দেখে মুখ কেহ বা দেহ :
কেহ বা ভালো বলে, বলে না কেহ।
ফুলের মালাগাছি বিকাতে আসিয়াছি,
পরখ করে সবে, করে না স্নেহ।

সবার মাঝে আমি ফিরি একেলা।
কেমন করে' কাটে সারাটা বেলা !
ইঁটের পরে ইঁট মাঝে মানুষ-কীট,
নাইক ভালবাসা নাইক খেলা।

কোথায় আছ তুমি কোথায় মাগো !
কেমনে ভুলে তুই আছিস্ হাঁগো !
উঠিবে নব শশী, ছাদের পরে বসি'
আর কি রূপকথা বলিবি না গো ?
হৃদয়-বেদনায় শূন্য বিছানায়
বুঝি মা আঁখিজলে রজনী জাগো !
কুসুম তুলি' লয়ে' প্রভাতে শিবালয়ে
প্রবাসী তনয়ার কুশল মাগো ।

হেথাও ওঠে চাঁদ ছাদের পারে ।
প্রবেশ মাগে আলো ঘরের দ্বারে ।
আমারে খুঁজিতে সে ফিরিছে দেশে দেশে,
যেন সে ভালবাসে চাহে আমারে !

নিমিষতরে তাই আপনা ভুলি'
ব্যাকুল ছুটে যাই দুয়ার খুলি' ।
অমনি চারিধারে নয়ন উঁকি মারে,
শাসন ছুটে আসে ঝটিকা তুলি' ।

দেবে না ভালবাসা, দেবে না আলো ।
সদাই মনে হয় আঁধার ছায়াময়
দীঘির সেই জল শীতল কালো,

তাহারি কোলে গিয়ে মরণ ভালো !
ডাক্‌লো ডাক্ তোরা, বল্‌লো বল্—
"বেলা যে পড়ে এল, জলকে চল্ !"
কবে পড়িবে বেলা, ফুরাবে সব খেলা,
নিবাবে সব জ্বালা শীতল জল,
জানিস্ যদি কেহ আমায় বল্ !

১১ই জ্যৈষ্ঠ, ১৮৮৮

ব্যক্ত প্রেম

কেন তবে কেড়ে নিলে লাজ-আবরণ ?
হৃদয়ের দ্বার হেনে বাহিরে আনিলে টেনে,
শেষে কি পথের মাঝে করিবে বর্জ্জন ?

আপন অন্তরে আমি ছিলাম আপনি,
সংসারের শত কাজে ছিলাম সবার মাঝে,
সকলে যেমন ছিল আমিও তেমনি।

তুলিতে পূজার ফুল যেতেম যখন
সেই পথ ছায়া-করা, সেই বেড়া লতাভরা,
সেই সরসীর তীরে করবীর বন ;

সেই কুহরিত পিক শিরীষের ডালে,
প্রভাতে সখীর মেলা, কত হাসি কত খেলা,
কে জানিত কি ছিল এ প্রাণের আড়ালে।

বসন্তে উঠিত ফুটে' বনে বেলফুল,
কেহ বা পরিত মালা, কেহ বা ভরিত ডালা,
করিত দক্ষিণ বায়ু অঞ্চল আকুল।

বরষায় ঘনঘটা, বিজুলি খেলায় ;
প্রান্তরের প্রান্ত দিশে   মেঘে বনে যেত মিশে,
জুঁইগুলি বিকশিত বিকাল বেলায়।

বর্ষ আসে বর্ষ যায়, গৃহকাজ করি ;
সুখদুঃখ ভাগ হয়ে'   প্রতিদিন যায় বয়ে',
গোপন স্বপন লয়ে' কাটে বিভাবরী।

লুকানো প্রাণের প্রেম পবিত্র সে কত,
আঁধার হৃদয়তলে   মাণিকের মত জ্বলে,
আলোতে দেখায় কালো কলঙ্কের মত !

ভাঙিয়া দেখিলে ছিছি নারীর হৃদয় !
লাজে ভয়ে থর থর   ভালবাসা সকাতর
তা'র লুকাবার ঠাঁই কাড়িলে নিদয় !

আজিও ত সেই আসে বসন্ত শরৎ।
বাঁকা সেই চাঁপাশাখে   সোনা ফুল ফুটে থাকে,
সেই তা'রা তোলে এসে, সেই ছায়াপথ।

সবাই যেমন ছিল, আছে অবিকল ;
সেই তা'রা কাঁদে হাসে,   কাজ করে, ভালবাসে,
করে পূজা, জ্বালে দীপ, তুলে আনে জল।

কেহ উঁকি মারে নাই তাহাদের প্রাণে,
ভাঙিয়া দেখেনি কেহ হৃদয় গোপনগেহ,
আপন মরম তা'রা আপনি না জানে।

আমি আজ ছিন্ন ফুল রাজপথে পড়ি,'
পল্লবের সুচিকণ ছায়াস্নিগ্ধ আবরণ
তেয়াগি' ধূলায় হায় যাই গড়াগড়ি।

নিতান্ত ব্যথার ব্যথী ভালবাসা দিয়ে
সযতনে চিরকাল রচি' দিবে অন্তরাল,
নগ্ন করেছিনু প্রাণ সেই আশা নিয়ে।

মুখ ফিরাতেছ, সখা, আজ কি বলিয়া!
ভুল করে' এসেছিলে? ভুলে ভালবেসেছিলে?
ভুল ভেঙে গেছে তাই যেতেছ চলিয়া?

তুমি ত ফিরিয়া যাবে আজ বই কাল,
আমার যে ফিরিবার পথ রাখ নাই আর,
ধূলিসাৎ করেছ যে প্রাণের আড়াল।

এ কি নিদারুণ ভুল! নিখিল নিলয়ে
শত শত প্রাণ ফেলে ভুল করে' কেন এলে
অভাগিনী রমণীর গোপন হৃদয়ে?

ভেবে দেখ আনিয়াছ মোরে কোন্ খানে !
শত লক্ষ আঁখিভরা　　　কৌতুক-কঠিন ধরা
চেয়ে র'বে অনাবৃত কলঙ্কের পানে !

ভালবাসা তাও যদি ফিরে নেবে শেষে,
কেন লজ্জা কেড়ে নিলে,　　একাকিনী ছেড়ে দিলে
বিশাল ভবের মাঝে বিবসনা-বেশে ?

১১ই জ্যৈষ্ঠ, ১৮৮৮।

গুপ্ত প্রেম

তবে পরাণে ভালবাসা কেন গো দিলে
রূপ না দিলে যদি বিধি হে!
পূজার তরে হিয়া উঠে যে ব্যাকুলিয়া,
পূজিব তারে গিয়া কি দিয়ে?

মনে গোপনে থাকে প্রেম, যায় না দেখা,
কুসুম দেয় তাই দেবতায়।
দাঁড়ায়ে থাকি দ্বারে, চাহিয়া দেখি তা'রে,
কি বলে' আপনারে দিব তা'য়?

ভালো বাসিলে ভালো যারে দেখিতে হয়
সে যেন পারে ভালবাসিতে।
মধুর হাসি তা'র দিক্ সে উপহার
মাধুরী ফুটে যার হাসিতে।

যার নবনী-সুকুমার কপোলতল
কি শোভা পায় প্রেম-লাজে গো!
যাহার ঢলঢল নয়ন-শতদল
তা'রেই আঁখিজল সাজে গো!

তাই লুকায়ে থাকি সদা পাছে সে দেখে,
ভালবাসিতে মরি সরমে।
রুধিয়া মনোদ্বার প্রেমের কারাগার
রচেছি আপনার মরমে।

াহা এ তনু-আবরণ শ্রীহীন ম্লান
ঝরিয়া পড়ে যদি শুকায়ে,
হৃদয়মাঝে মম দেবতা মনোরম
মাধুরী নিরুপম লুকায়ে।

চ গোপনে ভালবাসি পরাণ ভরি'
পরাণ ভরি' উঠে শোভাতে।
যেমন কালো মেঘে অরুণ-আলো লেগে
মাধুরী উঠে জেগে প্রভাতে।

আমি সে শোভা কাহারে ত দেখাতে নারি,
এ পোড়া দেহ সবে দেখে' যায়।
প্রেম যে চুপে চুপে ফুটিতে চাহে রূপে
মনের অন্ধকূপে থেকে যায়!

গুপ্ত প্রেম

দেখ, বনের ভালবাসা আঁধারে বসি'
কুসুমে আপনারে বিকাশে।
তারকা নিজ হিয়া তুলিছে উজলিয়া
আপন আলো দিয়া লিখা সে।

ভবে প্রেমের আঁখি প্রেম কাড়িতে চাহে
মোহন রূপ তাই ধরিছে।
আমি যে আপনায় ফুটাতে পারি নাই
পরাণ কেঁদে তাই মরিছে।

আমি আপন মধুরতা আপনি জানি
পরাণে আছে যাহা জাগিয়া,
তাহারে লয়ে' সেথা দেখাতে পারিলে তা'
যেত এ ব্যাকুলতা ভাগিয়া।

আমি রূপসী নহি, তবু আমারো মনে
প্রেমের রূপ সেত সুমধুর।
ধন সে যতনের শয়ন স্বপনের
করে সে জীবনের তমোদূর।

আমি আমার অপমান সহিতে পারি
প্রেমের সহে না ত অপমান।
অমরাবতী তেজে হৃদয়ে এসেছে যে,
তাহারো চেয়ে সে যে মহীয়ান্।

পাছে কুরূপ কভু তা'রে দেখিতে হয়
কুরূপ দেহমাঝে উদিয়া,
প্রাণের একধারে দেহের পরপারে
তাই ত রাখি তা'রে রুধিয়া।

তাই আঁখিতে প্রকাশিতে চাহিনে তা'রে,
নীরবে থাকে তাই রসনা।
মুখে সে চাহে যত নয়ন করি নত
গোপনে মরে কত বাসনা।

তাই যদি সে কাছে আসে পালাই দূরে,
আপন মন-আশা দলে' যাই,—
পাছে সে মোরে দেখে থমকি' বলে "এ কে!"
দুহাতে মুখ ঢেকে চলে' যাই।

পাছে　　নয়নে বচনে সে বুঝিতে পারে
　　　　　　আমার জীবনের কাহিনী,
　　　　পাছে সে মনে ভাগে　　"এও কি প্রেম জানে !
　　　　　　আমি ত এর পানে চাহিনি !"

তবে　　পরাণে ভালবাসা কেন গো দিলে
　　　　　　রূপ না দিলে যদি বিধি হে !
　　　　পূজার তরে হিয়া　　উঠে যে ব্যাকুলিয়া
　　　　　　পূজিব তা'রে গিয়া কি দিয়ে !

১৩ই জ্যৈষ্ঠ, ১৮৮৮।

অপেক্ষা

সকল বেলা কাটিয়া গেল
বিকাল নাহি যায়।
দিনের শেষে শ্রান্ত ছবি
কিছুতে যেতে চায় না রবি,
চাহিয়া থাকে ধরণীপানে
বিদায় নাহি চায়।

মেঘেতে দিন জড়ায়ে থাকে
মিলায়ে থাকে মাঠে,
পড়িয়া থাকে তরুর শিরে,
কাঁপিতে থাকে নদীর নীরে,
দাঁড়ায়ে থাকে, দীর্ঘছায়া
মেলিয়া ঘাটে বাটে।

এখনো ঘুঘু ডাকিছে ডালে
করুণ একতানে।
অলস দুখে দীর্ঘ দিন
ছিল সে বসে' মিলনহীন,
এখনো তা'র বিরহ-গাথা
বিরাম নাহি মানে।

অপেক্ষা

বধূরা দেখ আইল ঘাটে
  এল না ছায়া তবু
কলস-ঘায়ে ঊর্মি টুটে,
রশ্মিরাশি চূর্ণি' উঠে,
শ্রান্ত বায়ু প্রান্ত নীর
  চুম্বি যায় কভু।

দিবস-শেষে বাহিরে এসে
  সে ও কি এতক্ষণে
নীলাম্বরে অঙ্গ ঘিরে'
নেমেছে সেই নিভৃত নীরে,
প্রাচীরে ঘেরা ছায়াতে ঢাকা
  বিজন ফুলবনে।

স্নিগ্ধ জল মুগ্ধভাবে
  ধরেছে তনুখানি।
মধুর ছুটি বাহুর ঘায়
অগাধ জল টুটিয়া যায়,
গ্রীবার কাছে নাচিয়া উঠি'
  করিছে কানাকানি।

কপোলে তা'র কিরণ পড়ে'
তুলেছে রাঙা করি'।
মুখের ছায়া পড়িয়া জলে
নিজেরে যেন খুঁজিছে ছলে,
জলের পরে ছড়ায়ে পড়ে
আঁচল খসি' পড়ি'।

জলের পরে এলায়ে দিয়ে
আপন রূপখানি,
সরমহীন আরামসুখে
হাসিটি ভাসে মধুর মুখে,
বনের ছায়া ধরার চোখে
দিয়েছে পাতা টানি'।

সলিলতলে সোপানপরে
উদাস বেশবাস।
আধেক কায়া আধেক ছায়া
জলের পরে রচিছে মায়া,
দেহেরে যেন দেহের ছায়া
করিছে পরিহাস।

অপেক্ষা

আম্রবন মুকুলে ভরা
গন্ধ দেয় তীরে।
গোপন শাখে বিরহী পাখী
আপন মনে উঠিছে ডাকি,'
বিবশ হয়ে' বকুল ফুল
খসিয়া পড়ে নীরে।

দিবস ক্রমে মুদিয়া আসে
মিলায়ে আসে আলো
নিবিড় ঘন বনের রেখা
আকাশশেষে যেতেছে দেখা,
নিদ্রালস আঁখির পরে
ভুরুর মত কালো।

বুঝিবা তীরে উঠিয়াছে সে
জলের কোল ছেড়ে।
ত্বরিত পদে চলেছে গেহে,
সিক্ত বাস লিপ্ত দেহে,
যৌবন-লাবণ্য যেন
লইতে চাহে কেড়ে।

মাজিয়া তনু যতন করে'
পরিবে নব বাস।
কাঁচল পরি' আঁচল টানি',
আঁটিয়া লয়ে' কাঁকণখানি
নিপুণ করে রচিয়া বেণী
বাঁধিবে কেশপাশ।

উরসে পরি' যূথির হার,
বসনে মাথা ঢাকি'
বনের পথে নদীর তীরে
অন্ধকারে বেড়াবে ধীরে,
গন্ধটুকু সন্ধ্যাবায়ে
রেখার মত রাখি'।

বাজিবে তা'র চরণধ্বনি
বুকের শিরে শিরে।
কখন্, কাছে না আসিতে সে
পরশ যেন লাগিবে এসে,
যেমন করে' দখিন বায়ু
জাগায় ধরণীরে।

অপেক্ষা

যেমনি কাছে দাঁড়াব গিয়ে
আর কি হবে কথা ?
ক্ষণেক শুধু অবশ কায়
থমকি' র'বে ছবির প্রায়,
মুখের পানে চাহিয়া শুধু
সুখের আকুলতা।

দোঁহার মাঝে ঘুচিয়া যাবে
আলোর ব্যবধান।
আঁধারতলে গুপ্ত হয়ে'
বিশ্ব যাবে লুপ্ত হয়ে',
আসিবে মুদে' লক্ষকোটি
জাগ্রত নয়ান।

অন্ধকারে নিকট করে,
আলোতে করে দূর্।
যেমন, দুটি ব্যথিত প্রাণে
দুঃখনিশি নিকটে টানে,
সুখের প্রাতে যাহারা রহে
আপনা-ভরপূর্।

আঁধারে যেন দুজনে আর
দুজন নাহি থাকে।
হৃদয়মাঝে যতটা চাই
ততটা যেন পূরিয়া পাই,
প্রলয়ে যেন সকল যায়
হৃদয় বাকি রাখে।

হৃদয়দেহ আঁধারে যেন
হয়েছে একাকার।
মরণ যেন অকালে আসি'
দিয়েছে সব বাঁধন নাশি,'
ত্বরিত যেন গিয়েছি দোঁহে
জগৎ-পরপার।

দুদিক হ'তে দুজনে যেন
বহিয়া খরধারে
আসিতেছিল দোঁহার পানে
ব্যাকুলগতি ব্যগ্রপ্রাণে,
সহসা এসে মিশিয়া গেল
নিশীথ-পারাবারে।

থামিয়া গেল অধীর স্রোত
থামিল কলতান,
মৌন এক মিলনরাশি
তিমিরে সব ফেলিল গ্রাসি,'
প্রলয়তলে দোঁহার মাঝে
দোঁহার অবসান।

১৪ই জ্যৈষ্ঠ, ১৮৮৮

দুরন্ত আশা

মর্ম্মে যবে মত্ত আশা
　　সর্পসম ফোঁসে
অদৃষ্টের বন্ধনেতে
　　দাপিয়া বৃথা রোষে,
তখনো ভালমানুষ সেজে,
বাঁধানো হুঁকা যতনে মেজে,
মলিন তাস সজোরে ভেঁজে
　　খেলিতে হবে কসে' !
অন্নপায়ী বঙ্গবাসী
　　স্তন্যপায়ী জীব
জন-দশেকে জটলা করি
　　তক্তপোষে বসে'।

ভদ্র মোরা, শান্ত বড়,
　　পোষ-মানা এ প্রাণ
বোতাম-আঁটা জামার নীচে
　　শান্তিতে শয়ান।

দুরন্ত আশা

দেখা হ'লেই মিষ্ট অতি,
মুখের ভাব শিষ্ট অতি,
অলস দেহ ক্লিষ্ট-গতি,
গৃহের প্রতি টান ;
তৈল-ঢালা স্নিগ্ধ তনু
নিদ্রারসে ভরা,
মাথায় ছোট বহরে বড়
বাঙালী সন্তান।

ইহার চেয়ে হতেম যদি
আরব বেদুয়িন !
চরণতলে বিশাল মরু
দিগন্তে বিলীন !
ছুটেছে ঘোড়া, উড়েছে বালি,
জীবনস্রোত আকাশে ঢালি'
হৃদয়-তলে বহ্নি জ্বালি'
চলেছি নিশিদিন ;
বরষা হাতে ভরসা প্রাণে
সদাই নিরুদ্দেশ,—
মরুর ঝড় যেমন বহে
সকল বাধাহীন।

বিপদ মাঝে ঝাঁপায়ে পড়ে'
শোণিত উঠে ফুটে,'
সকল দেহে সকল মনে
জীবন জেগে উঠে।
অন্ধকারে, সূর্য্যালোতে,
সন্তরিয়া মৃত্যুস্রোতে
নৃত্যময় চিত্ত হ'তে
মত্ত হাসি টুটে।
বিশ্বমাঝে মহান্ যাহা,
সঙ্গী পরাণের,
ঝঞ্ঝামাঝে ধায় সে প্রাণ
সিন্ধুমাঝে লুটে।

নিমেষতরে ইচ্ছা করে
বিকট উল্লাসে
সকল টুটে' যাইতে ছুটে'
জীবন-উচ্ছ্বাসে।
শূন্য ব্যোম অপরিমাণ
মদ্যসম করিতে পান,
মুক্ত করি' রুদ্ধ প্রাণ
ঊর্দ্ধ নীলাকাশে!

থাকিতে নারি ক্ষুদ্রকোণে
আম্রবন ছায়ে,
সুপ্ত হয়ে' লুপ্ত হয়ে'
গুপ্ত গৃহবাসে।

বেহালাখানা বাঁকায়ে ধরি'
বাজাও ওকি সুর!
তব্‌লা বাঁয়া কোলেতে টেনে
বাদ্যে ভরপূর!
কাগজ নেড়ে উচ্চস্বরে
পোলিটিক্যাল তর্ক করে,
জান্‌লা দিয়ে পশিছে ঘরে
বাতাস ঝুরুঝুর।
পানের বাটা ফুলের মালা,
তব্‌লাবাঁয়া দুটো,
দম্ভভরা কাগজগুলো
করিয়া দাও দূর!

কিসের এত অহঙ্কার,
দম্ভ নাহি সাজে!

বরং থাক মৌন হয়ে'
সসঙ্কোচ লাজে !
অত্যাচারে, মত্তপারা
কভু কি হও আত্মহারা ?
তপ্ত হয়ে' রক্তধারা
ফুটে কি দেহমাঝে ?
অহর্নিশি হেলার হাসি
তীব্র অপমান
মর্ম্মতল বিদ্ধ করি'
বজ্রসম বাজে ?

দাস্যসুখে হাস্যমুখ,
বিনীত যোড়কর,
প্রভুর পদে সোহাগ-মদে
দোদুল কলেবর।
পাদুকাতলে পড়িয়া লুটি,'
ঘৃণায় মাখা অন্ন খুঁটি'
ব্যগ্র হয়ে' ভরিয়া মুঠি
যেতেছ ফিরি' ঘর।
ঘরেতে বসে' গর্ব্ব কর
পূর্ব্বপুরুষের,

দুরন্ত আশা

আর্য্য-তেজ-দর্পভরে
পৃথ্বী থরথর !

হেলায়ে মাথা দাঁতের আগে
মিষ্টহাসি টানি'
বলিতে আমি পারিব না ত
ভদ্রতার বাণী !
উচ্ছ্বসিত রক্ত আসি'
বক্ষতল ফেলেছে গ্রাসি',
প্রকাশহীন চিন্তারাশি
করিছে হানাহানি ।
কোথাও যদি ছুটিতে পাই
বাঁচিয়া যাই তবে,
ভব্যতার গণ্ডীমাঝে
শান্তি নাহি মানি ।

১৮ই জ্যৈষ্ঠ, ১৮৮৮ ।

দেশের উন্নতি

বক্তৃতাটা লেগেছে বেশ
রয়েছে রেশ কানে,
কি যেন করা উচিত ছিল
কি করি কে তা' জানে!
অন্ধকারে ওই রে শোন্
ভারতমাতা করেন groan,
এ হেন কালে ভীষ্ম দ্রোণ
গেলেন কোন্‌খানে!
দেশের দুখে সতত দহি
মনের ব্যথা সবারে কহি,
এস ত করি নামটা সহি
লম্বা পিটিশানে।
আয়রে ভাই সবাই মাতি,
যতটা পারি ফুলাই ছাতি,
নহিলে গেল আর্য্যজাতি
রসাতলের পানে!

উৎসাহেতে জ্বলিয়া উঠি'
দুহাতে দাও তালি!
আমরা বড় এ যে না বলে
তাহারে দাও গালি!

দেশের উন্নতি

কাগজ ভরে' লেখরে লেখ,
এম্‌নি করে' যুদ্ধ শেখ,
হাতের কাছে রেখরে রেখ
কলম আর কালী!
চারটি করে' অন্ন খেয়ো,
দুপুর বেলা আপিস যেয়ো,
তাহার পরে সভায় ধেয়ো
বাক্যানল জ্বালি':
কাঁদিয়া লয়ে' দেশের দুখে
সন্ধ্যেবেলা বাসায় ঢুকে'
শ্যালীর সাথে হাস্যমুখে
করিয়ো চতুরালী!

দূর্‌ হোক্‌ এ বিড়ম্বনা!
বিদ্রূপের ভাণ!
সবারে চাহে বেদনা দিতে
বেদনাভরা প্রাণ!
আমার এই হৃদয়তলে
সরমতাপ সতত জ্বলে,
তাই ত চাহি হাসির ছলে
করিতে লাজদান।

আয় না ভাই বিরোধ ভুলি,
কেনরে মিছে লাথিয়ে তুলি
পথের যত মতের ধূলি
আকাশপরিমাণ!
পরের মাঝে, ঘরের মাঝে
মহৎ হব সকল কাজে,
নীরবে যেন মরে গো লাজে
মিথ্যা অভিমান!

ক্ষুদ্রতার মন্দিরেতে
বসায়ে আপনারে
আপন পায়ে না দিই যেন
অর্ঘ্য ভারে ভারে!
জগতে যত মহৎ আছে
হইব নত সবার কাছে,
হৃদয় যেন প্রসাদ যাচে
তাদের দ্বারে দ্বারে।
যখন কাজ ভুলিয়া যাই
মর্ম্মে যেন লজ্জা পাই,
নিজেরে নাহি ভুলাতে চাই
বাক্যের আঁধারে!

দেশের উন্নতি

ক্ষুদ্র কাজ ক্ষুদ্র নয়
এ কথা মনে জাগিয়ে রয়,
বৃহৎ বলে' না মনে হয়
বৃহৎ কল্পনারে।

পরের কাছে হইব বড়
এ কথা গিয়ে ভুলে'
বৃহৎ যেন হইতে পারি
নিজের প্রাণমূলে।
অনেক দূরে লক্ষ্য রাখি'
চুপ করে' না বসিয়া থাকি
স্বপ্নাতুর দুইটি আঁখি
শূন্যপানে তুলে'!
ঘরের কাজ রয়েছে পড়ি',
তাহাই যেন সমাধা করি,
"কি করি" বলে' ভেবে না মরি
সংশয়েতে দুলে'।
করিব কাজ নীরবে থেকে,
মরণ যবে লইবে ডেকে
জীবনরাশি যাইব রেখে
ভবের উপকূলে।
সবাই বড় হইলে তবে
স্বদেশ বড় হবে;

যে কাজে মোরা লাগাব হাত
সিদ্ধ হবে তবে।
সত্যপথে আপন বলে
তুলিয়া শির সকলে চলে,
মরণভয় চরণতলে
দলিত হয়ে র'বে।
নহিলে শুধু কথাই সার,
বিফল আশা লক্ষবার,
দলাদলি ও অহঙ্কার
উচ্চ কলরবে।
আমোদ করা কাজের ভাণে,
প্রেমে তুলি' গগন-পানে
সবাই মাতে আপন মানে,
আপন গৌরবে!

বাহবা কবি, বলিছ ভালো,
শুনিতে লাগে বেশ!
এমনি ভাবে বলিলে হবে
উন্নতি বিশেষ!
"ওজস্বিতা" "উদ্দীপনা"
ছুটাও ভাষা অগ্নিকণা,

দেশের উন্নতি

আমরা করি' সমালোচনা
জাগায়ে তুলি দেশ।
বীর্য্যবল বাঙ্গালার
কেমনে বল টিঁকিবে আর,
প্রেমের গানে করেছে তা'র
দুর্দশার শেষ!
যাক্ না দেখা দিন-কতক
যেখানে যত রয়েছে লোক
সকলে মিলে লিখুক্ শ্লোক
"জাতীয়" উপদেশ!
নয়ন বাহি' অনর্গল
ফেলিব সবে অশ্রুজল
উৎসাহেতে বীরের দল
লোমাঞ্চিত কেশ।

রক্ষা কর! উৎসাহের
যোগ্য আমি কই!
সভা-কাঁপানো করতালিতে
কাতর হয়ে' রই!
দশ-জনাতে যুক্তি করে'
দেশের যারা মুক্তি করে

কাঁপায় ধরা বসিয়া ঘরে
তাদের আমি নই !
"জাতীয়" শোকে সবাই জুটে'
মরিছে যবে মাথাটা কুটে'
দশদিকেতে উঠিছে ফুটে'
বক্তৃতার খই—
হয়ত আমি শয্যা পেতে'
মুগ্ধহিয়া আলস্যেতে
ছন্দ গেঁথে নেশায় মেতে
প্রেমের কথা কই।
শুনিয়া যত বীর-শাবক
দেশের যারা অভিভাবক
দেশের কানে হস্ত হানে,
ফুকারে হৈ হৈ !

চাহি না আমি অনুগ্রহ-
বচন এত শত !
"ওজস্বিতা" "উদ্দীপনা"
থাকুক্ আপাতত।
স্পষ্ট তবে খুলিয়া বলি,
তুমিও চল আমিও চলি,

পরস্পরে কেন এ ছলি
নির্ব্বোধের মত ?

ঘরেতে ফিরে খেলগে তাস
লুটায়ে ভূঁয়ে মিটায়ে আশ
মরিয়া থাক বারোটি মাস
আপন আঙিনায়।
পরের দোষে নাসিকা গুঁজে
গল্প খুঁজে গুজব খুঁজে,
আরামে আঁখি আসিবে বুজে
মলিন পশুপ্রায় !
তরল হাসি-লহরী তুলি'
রচিয়ো বসি' বিবিধ বুলি,
সকল কিছু যাইয়ো ভুলি'
ভুলো না আপনায় !

আমিও র'ব তোমারি দলে
পড়িয়া এক ধার।
মাদুর পেতে' ঘরের ছাতে
ডাবা হুঁকোটি ধরিয়া হাতে
করিব আমি সবার সাথে
দেশের উপকার।

বিজ্ঞভাবে নাড়িব শির
অসংশয়ে করি' স্থির
মোদের বড় এ পৃথিবীর
কেহই নহে আর!
নয়ন যদি মুদিয়া থাক
সে ভুল কভু ভাঙিবেনাক,
নিজেরে বড় করিয়া রাখ
মনেতে আপনার!
বাঙালী বড় চতুর, তাই
আপনি বড় হইয়া যাই,
অথচ কোনো কষ্ট নাই
চেষ্টা নাই তা'র।
কোথায় দেখ খাটিয়া মরে,
দেশে বিদেশে ছড়ায়ে পড়ে,
জীবন দেয় ধরার তরে
ম্লেচ্ছ সংসার!
ফুকারো তবে উচ্চরবে
বাঁধিয়া একসার,
মহৎ মোরা বঙ্গবাসী
আর্য্য-পরিবার!

১৯শে জ্যৈষ্ঠ, ১৮৮৮।

বঙ্গবীর

ভুলুবাবু বসি' পাশের ঘরেতে
নামতা পড়েন উচ্চস্বরেতে,
হিস্ট্রি কেতাব লইয়া করেতে
কেদারা হেলান দিয়ে,
দুই ভাই মোরা সুখে সমাসীন,
মেজের উপরে জ্বলে কেরাসিন্,
পড়িয়া ফেলেছি চ্যাপ্টার তিন,
দাদা এমে, আমি বিএ।

যত পড়ি তত পুড়ে যায় তেল,
মগজে গজিয়ে উঠে আক্কেল,
কেমন করিয়া বীর ক্রমোয়েল
পাড়িল রাজার মাথা,
বালক যেমন ঠেঙার বাড়িতে
পাকা আমগুলো রহে গো পাড়িতে ;
কৌতুক ক্রমে বাড়িতে বাড়িতে
উলটি বইয়ের পাতা।

কেহ মাথা ফেলে ধর্ম্মের তরে,
পরহিতে কারো মাথা খসে' পড়ে
রণভূমে কেহ মাথা রেখে মরে
কেতাবে রয়েছে লেখা ;
আমি কেদারায় মাথাটি রাখিয়া
এই কথাগুলি চাখিয়া চাখিয়া
সুখে পাঠ করি থাকিয়া থাকিয়া
পড়ে' কত হয় শেখা !

পড়িয়াছি বসে' জানালার কাছে
জ্ঞান খুঁজে কা'রা ধরা ভ্রমিয়াছে,
কবে মরে তা'রা মুখস্থ আছে
কোন্ মাসে কি তারিখে।
কর্ত্তব্যের কঠিন শাসন
সাধ করে' কা'রা করে উপাসন,
গ্রহণ করেছে কণ্টকাসন,
খাতায় রেখেছি লিখে।

বড় কথা শুনি, বড় কথা কই,
জড় করে' নিয়ে পড়ি বড় বই,
এমনি করিয়া ক্রমে বড় হই
কে পারে রাখিতে চেপে।

কেদারায় বসে' সারাদিন ধরে'
বই পড়ে' পড়ে' মুখস্থ করে'
কভু মাথা ধরে কভু মাথা ঘোরে
বুঝি বা যাইব ক্ষেপে।

ইংরেজ চেয়ে কিসে মোরা কম!
আমরা যে ছোট সেটা ভারি ভ্রম;
আকার-প্রকার রকম-সকম
এতেই যা' কিছু ভেদ।
যাহা লেখে তা'রা তাই ফেলি শিখে,
তাহাই আবার বাংলায় লিখে'
করি কত মত গুরুমারা টিকে,
লেখনীর ঘুচে খেদ।

মোক্ষমুলর বলেছে "আর্য্য,"
সেই শুনে সব ছেড়েছি কার্য্য,
মোরা বড় বলে' করেছি ধার্য্য,
আরামে পড়েছি শুয়ে।
মনু না কি ছিল আধ্যাত্মিক,
আমরাও তাই,—করিয়াছি ঠিক,
এ যে নাহি বলে ধিক্ তারে ধিক্,
শাপ দি' পৈতে ছুঁয়ে!

কে বলিতে চায় মোরা নহি বীর,
প্রমাণ যে তা'র রয়েছে গভীর,
পূর্ব্বপুরুষ ছুঁড়িতেন তীর
সাক্ষী বেদব্যাস।
আর কিছু তবে নাহি প্রয়োজন,
সভাতলে মিলে' বারো তেরোজন
শুধু তরজন আর গরজন
এই কর অভ্যাস!

আলো চাল আর কাঁচকলা-ভাতে
মেখেচুখে নিয়ে কদলীর পাতে
ব্রহ্মচর্য্য পেত' হাতে হাতে
ঋষিগণ তপ করে,'
আমরা যদিও পাতিয়াছি মেজ,
হোটেলে ঢুকেছি পালিয়ে কালেজ,
তবু আছে সেই ব্রাহ্মণতেজ
মনু তর্জ্জমা পড়ে'।

সংহিতা আর মুর্গি জবাই
এই দুটো কাজে লেগেছি সবাই,
বিশেষত এই আমরা ক' ভাই
নিমাই নেপাল ভুতো।

দেশের লোকের কানের গোড়াতে
বিদ্যেটা নিয়ে লাঠিম ঘোরাতে,
বক্তৃতা আর কাগজ পোরাতে
শিখেছি হাজার ছুতো !

ম্যারাথন আর থর্ম্মপলিতে
কি যে হয়েছিল বলিতে বলিতে
শিরায় শোণিত রহে গো জ্বলিতে
পাটের পলিতে সম।
মূর্খ যাহারা কিছু পড়ে নাই
তা'রা এত কথা কি বুঝিবে ছাই,
হাঁ করিয়া থাকে, কভু তোলে হাই,
বুক ফেটে যায় মম !

আগাগোড়া যদি তাহারা পড়িত
গারিবাল্‌ডির জীবন-চরিত
না জানি তা হ'লে কি তা'রা করিত
কেদারায় দিয়ে ঠেস্ !
মিল করে' করে' কবিতা লিখিত,
দু'-চারটে কথা বলিতে শিখিত,
কিছু দিন তবু কাগজ টিঁকিত
উন্নত হ'ত দেশ !

না জানিল তা'রা সাহিত্য-রস,
ইতিহাস নাহি করিল পরশ,
ওয়াষিংটনের জন্ম-বরষ
মুখস্থ হ'লনাকো!
ম্যাট্‌সিনি-লীলা এমন সরেস
এরা সে কথার না জানিল লেশ,
হা অশিক্ষিত অভাগা স্বদেশ
লজ্জায় মুখ ঢাকো!

আমি দেখ ঘরে চৌকি টানিয়ে
লাইব্রেরি হতে হিষ্ট্রি আনিয়ে
কত পড়ি, লিখি বানিয়ে বানিয়ে
শানিয়ে শানিয়ে ভাষা!
জ্বলে' ওঠে প্রাণ, মরি পাখা করে',
উদ্দীপনায় শুধু মাথা ঘোরে,
তবুও না হোক্ স্বদেশের তরে
একটুকু হয় আশা!

যাক্, পড়া যাক্, "ন্যাস্‌বি" সমর,
আহা, ক্রমোয়েল, তুমিই অমর!
থাক্ এইখানে, ব্যথিছে কোমর,
কাহিল হতেছে বোধ!

বঙ্গবীর

ঝি কোথায় গেল, নিয়ে আয় সাবু!
আরে, আরে এস, এস ননি বাবু!
তাস পেড়ে নিয়ে খেলা যাক্ গ্রাবু
কাল্‌কের দেব' শোধ!

২১শে জ্যৈষ্ঠ, ১৮৮৮।

সুরদাসের প্রার্থনা

ঢাক' ঢাক' মুখ টানিয়া বসন,
আমি কবি সুরদাস।
দেবি, আসিয়াছি ভিক্ষা মাগিতে
পূরাতে হইবে আশ!
অতি অসহন বহ্নি-দহন
মর্ম্ম-মাঝারে করি যে বহন,
কলঙ্ক-রাহু প্রতি পলে পলে
জীবন করিছে গ্রাস!
পবিত্র তুমি, নির্ম্মল তুমি,
তুমি দেবী, তুমি সতী,
কুৎসিত দীন অধম পামর
পঙ্কিল আমি অতি!

তুমিই লক্ষ্মী, তুমিই শক্তি,
হৃদয়ে আমার পাঠাও ভক্তি,
পাপের তিমির পুড়ে' যায় জ্বলে'
কোথা সে পুণ্য-জ্যোতি!

সুরদাসের প্রার্থনা

দেবের করুণা মানবী আকারে,
আনন্দধারা বিশ্ব-মাঝারে,
পতিতপাবনী গঙ্গা যেমন
এলেন পাপীর কাজে,
তোমার চরিত র'বে নির্ম্মল,
তোমার ধর্ম্ম র'বে উজ্জ্বল,
আমার এ পাপ করি' দাও লীন
তোমার পুণ্যমাঝে।

তোমারে কহিব লজ্জা-কাহিনী
লজ্জা নাহিক তায়।
তোমার আভায় মলিন লজ্জা
পলকে মিলায়ে যায়।
যেমন রয়েছ তেমনি দাঁড়াও,
আঁখি নত করি' আমা-পানে চাও,
খুলে' দাও মুখ আনন্দময়ি,
আবরণে নাহি কাজ।
নিরখি তোমারে ভীষণ-মধুর,
আছ কাছে তবু আছ অতি দূর,
উজ্জ্বল যেন দেব-রোষানল,
উদ্যত যেন বাজ।

জান কি আমি এ পাপ-আঁখি মেলি'
তোমারে দেখেছি চেয়ে,
গিয়েছিল মোর বিভোর বাসনা
ওই মুখপানে ধেয়ে,
তুমি কি তখন্ পেয়েছ জানিতে ?
বিমল হৃদয়-আরশিখানিতে
চিহ্ন কিছু কি পড়েছিল এসে
নিশ্বাস রেখা-ছায়া ?
ধরার কুয়াশা ম্লান করে যথা
আকাশ-উষার কায়া।

লজ্জা সহসা আসি' অকারণে
বসনের মত রাঙা আবরণে
চাহিয়াছিল কি ঢাকিতে তোমায়
লুব্ধ নয়ন হ'তে ?
মোহ-চঞ্চল সে লালসা মম
কৃষ্ণবরণ ভ্রমরের সম
ফিরিতেছিল কি গুন্ গুন কেঁদে
তোমার দৃষ্টিপথে ?

আনিয়াছি ছুরি তীক্ষ্ণ দীপ্ত
প্রভাত-রশ্মিসম ;

লও, বিঁধে দাও বাসনা-সঘন
এ কালো নয়ন মম !
এ আঁখি আমার শরীরে ত নাই
ফুটেছে মর্ম্মতলে ;
নির্ব্বাণহীন অঙ্গারসম
নিশিদিন শুধু জ্বলে।
সেথা হ'তে তা'রে উপাড়িয়া লও
জ্বালাময় দুটো চোখ !
তোমার লাগিয়া তিয়াষ যাহার
সে আঁখি তোমারি হোক্ !

অপার ভুবন, উদার গগন,
শ্যামল কাননতল,
বসন্ত অতি মুগ্ধ মূরতি,
স্বচ্ছ নদীর জল,
বিবিধবরণ সন্ধ্যানীরদ,
গ্রহতারাময়ী নিশি,
বিচিত্রশোভা শস্যক্ষেত্র
প্রসারিত দূরদিশি,
সুনীল গগনে ঘনতর নীল
অতি দূর গিরিমালা,

তারি পরপারে রবির উদয়
কনককিরণ-জ্বালা,
চকিত-তড়িৎ সঘন বরষা,
পূর্ণ ইন্দ্রধনু,
শরৎ-আকাশে অসীম বিকাশ
জ্যোৎস্না শুভ্রতনু
লও, সব লও, তুমি কেড়ে লও,
মাগিতেছি অকপটে,
তিমির-তুলিকা দাও বুলাইয়া
আকাশ-চিত্রপটে !
ইহারা আমারে ভুলায় সতত
কোথা নিয়ে যায় টেনে !
মাধুরী-মদিরা পান করে শেষে
প্রাণ পথ নাহি চেনে !
সবে মিলে যেন বাজাইতে চায়
আমার বাঁশরি কাড়ি,'
পাগলের মত রচি' নব গান,
নব নব তান ছাড়ি'।
আপন ললিত রাগিণী শুনিয়া
আপনি অবশ মন,
ডুবাইতে থাকে কুসুমগন্ধ
বসন্তসমীরণ।

সুরদাসের প্রার্থনা

আকাশ আমারে আকুলিয়া ধরে,
ফুল মোরে ঘিরে বসে,
কেমনে না জানি জ্যোৎস্নাপ্রবাহ
সর্ব্বশরীরে পশে !
ভুবন হইতে বাহিরিয়া আসে
ভুবনমোহিনী মায়া,
যৌবনভরা বাহুপাশে তা'র
বেষ্টন করে কায়া।
চারিদিকে ঘিরি' করে আনাগোনা
কল্পমূরতি কত,
কুসুমকাননে বেড়াই ফিরিয়া
যেন বিভোরের মত !
শ্লথ হয়ে' আসে হৃদয়তন্ত্রী
বীণা খসে' যায় পড়ি'
নাহি বাজে আর হরিনাম গান
বরষ বরষ ধরি'।
হরিহীন সেই অনাথ বাসনা
পিয়াসে জগতে ফিরে।
বাড়ে তৃষা,—কোথা পিপাসার জল
অকূল লবণ-নীরে !
গিয়েছিল, দেবি, সেই ঘোর তৃষা
তোমার রূপের ধারে.

আঁখির সহিতে আঁখির পিপাসা
লোপ কর একেবারে !

ইন্দ্রিয় দিয়ে তোমার মূর্ত্তি
পশেছে জীবন-মূলে,
এই ছুরি দিয়ে সে মুরতিখানি
কেটে কেটে লও তুলে' !
তারি সাথে হায় আঁধারে মিশাবে
নিখিলের শোভা যত,
লক্ষ্মী যাবেন, তারি সাথে যাবে
জগৎ ছায়ার মত।

যাক্, তাই যাক্ ! পারিনে ভাসিতে
কেবলি মুরতি-স্রোতে !
লহ মোরে তুলে' আলোক-মগন
মুরতি ভুবন হ'তে !
আঁখি গেলে মোর সীমা চলে' যাবে
একাকী অসীম ভরা,
আমারি আঁধারে মিলাবে গগন
মিলাবে সকল ধরা।

সুরদাসের প্রার্থনা

আলোহীন সেই বিশাল হৃদয়ে
আমার বিজন বাস,
প্রলয় আসন জুড়িয়া বসিয়া
র'ব আমি বারো মাস।

থাম একটুকু! বুঝিতে পারিনে,
ভাল করে' ভেবে দেখি!
বিশ্ব-বিলোপ বিমল আঁধার
চিরকাল র'বে সে কি?
ক্রমে ধীরে ধীরে নিবিড় তিমিরে
ফুটিয়া উঠিবে না কি
পবিত্র মুখ, মধুর মূর্ত্তি,
স্নিগ্ধ আনত আঁখি?
এখন যেমন রয়েছ দাঁড়ায়ে
দেবীর প্রতিমা সম,
স্থির গম্ভীর করুণ নয়নে
চাহিছ হৃদয়ে মম,
বাতায়ন হ'তে সন্ধ্যা-কিরণ
পড়েছে ললাটে এসে,
মেঘের আলোক লভিছে বিরাম
নিবিড় তিমির কেশে,

শান্তিরূপিণী এ মূরতি তব
অতি অপূর্ব্ব সাজে
অনলরেখায় ফুটিয়া উঠিবে
অনন্ত নিশি মাঝে।
চৌদিকে তব নূতন জগৎ
আপনি সৃজিত হবে,
এ সন্ধ্যা-শোভা তোমারে ঘিরিয়া
চিরকাল জেগে র'বে।
এই বাতায়ন, ওই চাঁপা গাছ,
দূরে সরযূর রেখা
নিশিদিনহীন অন্ধ হৃদয়ে
চিরদিন যাবে দেখা!
সে নব জগতে কাল-স্রোত নাই,
পরিবর্ত্তন নাহি,
আজি এই দিন অনন্ত হয়ে'
চিরদিন র'বে চাহি।

তবে তাই হোক্, হোয়ো না বিমুখ,
দেবি, তাহে কিবা ক্ষতি!
হৃদয়-আকাশে থাক্ না জাগিয়া
দেহহীন তব জ্যোতি।

সুরদাসের প্রার্থনা

বাসনা-মলিন আঁখি-কলঙ্ক
ছায়া ফেলিবে না তায়,
আঁধার হৃদয়-নীল-উৎপল
চিরদিন র'বে পায়।
তোমাতে হেরিব আমার দেবতা,
হেরিব আমার হরি,
তোমার আলোকে জাগিয়া রহিব
অনন্ত বিভাবরী !

২৩শে জ্যৈষ্ঠ, ১৮৮৮।

নিন্দুকের প্রতি নিবেদন

হউক্ ধন্য তোমার যশ,
লেখনী ধন্য হোক্,
তোমার প্রতিভা উজ্জ্বল হয়ে'
জাগাক্ সপ্তলোক !
যদি পথে তব দাঁড়াইয়া থাকি
আমি ছেড়ে দিব ঠাঁই,
কেন হীন ঘৃণা, ক্ষুদ্র এ দ্বেষ,
বিদ্রূপ কেন ভাই !
আমার এ লেখা কারো ভালো লাগে
তাহা কি আমার দোষ ?
কেহ কবি বলে, (কেহ বা বলে না)
কেন তাহে তব রোষ ?

কত প্রাণপণ, দগ্ধ হৃদয়,
বিনিদ্র বিভাবরী,
জান কি বন্ধু উঠেছিল গীত
কত ব্যথা ভেদ করি' ?

নিন্দুকের প্রতি নিবেদন

রাঙা ফুল হয়ে' উঠিছে ফুটিয়া
হৃদয়-শোণিতপাত,
অশ্রু ঝলিছে শিশিরের মত
পোহায়ে দুঃখ-রাত।
উঠিতেছে কত কণ্টকলতা
ফুলে পল্লবে ঢাকে,
গভীর গোপন বেদনা মাঝারে
শিকড় আঁকড়ি' থাকে।
জীবনে যে সাধ হয়েছে বিফল
সে সাধ ফুটিছে গানে,
মরীচিকা রচি' মিছে সে তৃপ্তি,
তৃষ্ণা কাঁদিছে প্রাণে!
এনেছি তুলিয়া পথের প্রান্তে
মর্ম্ম-কুসুম মম,
আসিছে পান্থ, যেতেছে লইয়া
স্মরণচিহ্নসম।
কোনো ফুল যাবে দু' দিনে ঝরিয়া
কোনো ফুল বেঁচে র'বে,
কোনো ছোট ফুল আজিকার কথা
কালিকার কানে ক'বে!
তুমি কেন, ভাই, বিমুখ এমন,
নয়নে কঠোর হাসি!

দূর হ'তে যেন ফুঁসিছ সবেগে
উপেক্ষা রাশি রাশি !
কঠিন বচন জরিছে অধরে
উপহাস-হলাহলে,
লেখনীর মুখে করিতে দগ্ধ
ঘৃণার অনল জ্বলে ।

ভালবেসে যাহা ফুটেছে পরাণে
সবার লাগিবে ভালো,
যে জ্যোতি হরিছে আমার আঁধার
সবারে দিবে সে আলো ;
অন্তর মাঝে সবাই সমান,
বাহিরে প্রভেদ ভবে,
একের বেদনা করুণা-প্রবাহে
সান্ত্বনা দিবে সবে ।
এই মনে করে' ভালবেসে আমি
দিয়েছিনু উপহার,
ভালো নাহি লাগে, ফেলে যাবে চলে'
কিসের ভাবনা তা'র ।
তোমার দেবার যদি কিছু থাকে
তুমিও দাও না এনে !

নিন্দুকের প্রতি নিবেদন

প্রেম দিলে সবে নিকটে আসিবে
তোমারে আপন জেনে।
কিন্তু জানিয়ো আলোক কখনো
থাকে না ত ছায়া বিনা,
ঘৃণার টানেও কেহ বা আসিবে ;
তুমি করিয়ো না ঘৃণা !
এতই কোমল মানবের মন
এমনি পরের বশ,
নিষ্ঠুর বাণে সে প্রাণ ব্যথিতে
কিছুই নাহিক যশ।
তীক্ষ্ণ হাসিতে বাহিরে শোণিত,
বচনে অশ্রু উঠে,
নয়নকোণের চাহনি-ছুরিতে
মর্ম্মতন্তু টুটে।
সান্ত্বনা দেওয়া নহে ত সহজ
দিতে হয় সারা প্রাণ,
মানবমনের অনল নিভাতে
আপনারে বলিদান।

ঘৃণা জ্বলে' মরে আপনার বিষে,
রহে না সে চিরদিন,

অমর হইতে চাহ যদি, জেনো
প্রেম সে মরণহীন !
তুমিও র'বে না, আমিও র'ব না,
দু'দিনের দেখা ভবে,
প্রাণ খুলে' প্রেম দিতে পার যদি
তাহা চিরদিন র'বে ।

দুর্ব্বল মোরা, কত ভুল করি,
অপূর্ণ সব কাজ !
নেহারি' আপন ক্ষুদ্র ক্ষমতা
আপনি যে পাই লাজ ।
তা বলে' যা' পারি তাও করিব না?
নিষ্ফল হব ভবে ?
প্রেম ফুল ফোটে, ছোট হ'ল বলে'
দিব না কি তাহা সবে ?
হয় ত এ ফুল সুন্দর নয়
ধরেছি সবার আগে,
চলিতে চলিতে আঁখির পলকে
ভুলে কারো ভালো লাগে ।

নিন্দুকের প্রতি নিবেদন

যদি ভুল হয়, ক'দিনের ভুল !
দু'দিনে ভাঙিবে তবে।
তোমার এমন শাণিত বচন
সেই কি অমর হবে ?

২৪শে জ্যৈষ্ঠ, ১৮৮৮।

কবির প্রতি নিবেদন

হেথা কেন দাঁড়ায়েছ, কবি,
যেন কাষ্ঠপুত্তলছবি ?
চারিদিকে লোকজন চলিতেছে সারাক্ষণ,
আকাশে উঠিছে খররবি।

কোথা তব বিজন ভবন,
কোথা তব মানসভুবন ?
তোমারে ঘেরিয়া ফেলি' কোথা সেই করে কেলি
কল্পনা, মুক্ত-পবন ?

নিখিলের আনন্দ-ধাম
কোথা সেই গভীর বিরাম ?
জগতের গীতধার কেমনে শুনিবে আর,
শুনিতেছ আপনারি নাম !

আকাশের পাখী তুমি ছিলে,
ধরণীতে কেন ধরা দিলে ?
বলে সবে বাহা বাহা, সকলে পড়ায় যাহা
তুমি তাই পড়িতে শিখিলে !

কবির প্রতি নিবেদন

প্রভাতের আলোকের সনে
অনাবৃত প্রভাত-গগনে
বহিয়া নূতন প্রাণ ঝরিয়া পড়ে না গান
ঊর্দ্ধ-নয়ন এ ভুবনে।

পথ হ'তে শত কলরবে
গাও, গাও, বলিতেছে সবে।
ভাবিতে সময় নাই গান চাই, গান চাই,
থামিতে চাহিছে প্রাণ যবে!

থামিলে চলিয়া যাবে সবে,
দেখিতে কেমনতর হবে!
উচ্চ আসনে লীন প্রাণহীন গানহীন
পুতলির মত বসে' র'বে!

শ্রান্তি লুকাতে চাও ত্রাসে,
কণ্ঠ শুষ্ক হয়ে' আসে।
শুনে' যা'রা যায় চলে' দু'চারিটা কথা বলে'
তা'রা কি তোমায় ভালবাসে?

কত মত পরিয়া মুখোষ
মাগিছ সবার পরিতোষ।
মিছে হাসি আন দাঁতে, মিছে জল আঁখিপাতে,
তবু তা'রা ধরে কত দোষ।

মন্দ কহিছে কেহ বসে',
কেহ বা নিন্দা তব ঘোষে।
তাই নিয়ে অবিরত তর্ক করিছ কত,
জ্বলিয়া মরিছ মিছে রোষে।

মূর্খ দম্ভভরা দেহ
তোমারে করিয়া যায় স্নেহ।
হাত বুলাইয়া পিঠে কথা বলে মিঠে মিঠে
সাবাস্ সাবাস্ বলে কেহ।

হায় কবি এত দেশ ঘুরে'
আসিয়া পড়েছ কোন্ দূরে!
এ যে কোলাহল-মরু, নাই ছায়া, নাই তরু,
যশের কিরণে মর পুড়ে'!

কবির প্রতি নিবেদন

দেখ, হোথা নদী পর্ব্বত,
অবারিত অসীমের পথ।
প্রকৃতি শান্তমুখে ছুটায় গগনবুকে
গ্রহতারাময় তা'র রথ।

সবাই আপন কাজে ধায়,
পাশে কেহ ফিরিয়া না চায়।
ফুটে চির রূপরাশি, চির মধুময় হাসি
আপনারে দেখিতে না পায়।

হোথা দেখ একেলা আপনি
আকাশের তারা গণি' গণি'
ঘোর নিশীথের মাঝে কে জাগে আপন কাজে
সেথায় পশে না কলধ্বনি।

দেখ হোথা নূতন জগৎ,
ওই কা'রা আত্মহারাবৎ ;
যশঅপযশ বাণী কোনো কিছু নাহি মানি'
রচিছে সুদূর ভবিষ্যৎ।

ওই দেখ না পূরিতে আশ
মরণ করিল কারে গ্রাস।
নিশি না হইতে সারা খসিয়া পড়িল তারা
রাখিয়া গেল না ইতিহাস।

ওই কা'রা গিরির মতন
আপনাতে আপনি বিজন,
হৃদয়ের স্রোত উঠি' গোপন আলয় টুটি'
দূর দূর করিছে মগন।

ওই কা'রা বসে' আছে দূরে
কল্পনা-উদয়াচল-পুরে।
অরুণ-প্রকাশ প্রায় আকাশ ভাসিয়া যায়
প্রতিদিন নব নব সুরে।

হোথা উঠে নবীন তপন,
হোথা হ'তে বহিছে পবন।
হোথা চির ভালবাসা, নব গান, নব আশা,
অসীম বিরাম-নিকেতন।

হোথা মানবের জয় উঠিছে জগৎ-ময়
* ওইখানে মিলিয়াছে নর-নারায়ণ।
হেথা, কবি, তোমারে কি সাজে
ধূলি আর কলরোল মাঝে ?

২৫শে জ্যৈষ্ঠ, ১৮৮৮।

গুরু গোবিন্দ

"বন্ধু, তোমরা ফিরে' যাও ঘরে
এখনো সময় নয়।"
নিশি অবসান, যমুনার তীর,
ছোট গিরিমালা, বন সুগভীর ;
গুরু গোবিন্দ কহিলা ডাকিয়া
অনুচর গুটি ছয়।

যাও রামদাস, যাও গো লেহারী,
সাহু ফিরে যাও তুমি !
দেখায়ো না লোভ, ডাকিয়ো না মোরে
ঝাঁপায়ে পড়িতে কর্ম্মসাগরে,
এখনো পড়িয়া থাক্ বহুদূরে
জীবন-রঙ্গভূমি !

ফিরায়েছি মুখ, রুধিয়াছি কান,
লুকায়েছি বনমাঝে।
সুদূরে মানব-সাগর অগাধ,
চির-ক্রন্দিত ঊর্ম্মি-নিনাদ,
হেথায় বিজনে রয়েছি মগন
আপন গোপন কাজে।

গুরু গোবিন্দ

মানবের প্রাণ ডাকে যেন মোরে
সেই লোকালয় হ'তে !
সুপ্ত নিশীথে জেগে উঠে' তাই
চমকিয়া উঠে' বলি 'যাই যাই',
প্রাণমনদেহ ফেলে দিতে চাই
প্রবল মানবস্রোতে।

তোমাদের হেরি চিত চঞ্চল,
উদ্দাম ধায় মন।
রক্ত-অনল শত শিখা মেলি
সর্পসমান করি' উঠে কেলি,
গঞ্জনা দেয় তরবারী যেন
কোষমাঝে ঝন্‌ঝন্ !

হায়, সে কি সুখ, এ গহন ত্যজি'
হাতে লয়ে' জয়তূরী
জনতার মাঝে ছুটিয়া পড়িতে
রাজ্য ও রাজা ভাঙিতে গড়িতে,
অত্যাচারের বক্ষে পড়িয়া
হানিতে তীক্ষ্ণ ছুরি !

তুরঙ্গসম অন্ধ নিয়তি,
বন্ধন করি' তা'য়—
রশ্মি পাকড়ি' আপনার করে
বিঘ্নবিপদ লঙ্ঘন করে'
আপনার পথে ছুটাই তাহারে
প্রতিকূল ঘটনায়।

সমুখে যে আসে, সরে' যায় কেহ
পড়ে' যায় কেহ ভূমে।
দ্বিধা হয়ে' বাধা হতেছে ভিন্ন,
পিছে পড়ে' থাকে চরণ-চিহ্ন,
আকাশের আঁখি করিছে খিন্ন
প্রলয় বহ্নিধূমে।

শতবার করে' মৃত্যু ডিঙায়ে
পড়ি জীবনের পারে।
প্রান্ত গগনে তারা অনিমিখ
নিশীথ-তিমিরে দেখাইছে দিক,
লোকের প্রবাহ ফেনায়ে ফেনায়ে
গরজিছে দুইধারে।

কভু অমানিশা নীরব নিবিড়,
কভু বা প্রখর দিন।
কভু বা আকাশে চারিদিকময়
বজ্র লুকায়ে মেঘ জড় হয়,
কভু বা ঝটিকা মাথার উপরে
ভেঙে পড়ে দয়াহীন।

আয়, আয়, আয়,—ডাকিতেছি সবে,
আসিতেছে সবে ছুটে'।
বেগে খুলে' যায় সব গৃহদ্বার,
ভেঙে বাহিরায় সব পরিবার,
সুখসম্পদ মায়ামমতার
বন্ধন যায় টুটে'।

সিন্ধুমাঝারে মিশিছে যেমন
পঞ্চনদীর জল,—
আহ্বান শুনে' কে কারে থামায়,
ভক্ত হৃদয় মিলিছে আমায়,
পাঞ্জাব জুড়ি উঠিছে জাগিয়া
উন্মাদ কোলাহল।

কোথা যাবি, ভীরু, গহনে গোপনে
পশিছে কণ্ঠ মোর।
প্রভাতে শুনিয়া আয়, আয়, আয়,
কাজের লোকেরা কাজ ভুলে' যায়,
নিশীথে শুনিয়া, আয় তোরা আয়,
ভেঙে যায় ঘুমঘোর!

যত আগে চলি, বেড়ে যায় লোক,
ভরে' যায় ঘাটবাট।
ভুলে' যায় সবে জাতি-অভিমান,
অবহেলে দেয় আপনার প্রাণ,
এক হয়ে' যায় মান অপমান
ব্রাহ্মণ আর জাঠ।

থাক্, ভাই, থাক্, কেন এ স্বপন!
এখনো সময় নয়!
এখনো একাকী দীর্ঘ রজনী
জাগিতে হইবে পল গণি' গণি,'
অনিমেষ চোখে পূর্ব্ব গগনে
দেখিতে অরুণোদয়।

এখনো বিহার কল্প-জগতে,
অরণ্য রাজধানী।
এখনো কেবল নীরব ভাবনা,
কর্ম্মবিহীন বিজন সাধনা,
দিবানিশি শুধু বসে' বসে' শোনা
আপন মর্ম্মবাণী।

একা ফিরি তাই যমুনার তীরে,
দুর্গম গিরিমাঝে।
মানুষ হতেছি পাষাণের কোলে,
মিশাতেছি গান নদী-কলরোলে,
গড়িতেছি মন আপনার মনে,
যোগ্য হ'তেছি কাজে।

এমনি কেটেছে দ্বাদশ বরষ,
আরো কতদিন হবে,
চারিদিক হ'তে অমর জীবন
বিন্দু বিন্দু করি' আহরণ
আপনার মাঝে আপনারে আমি
পূর্ণ দেখিব কবে!

কবে প্রাণ খুলে' বলিতে পারিব
"পেয়েছি আমার শেষ!
তোমরা সকলে এস মোর পিছে,
গুরু তোমাদের সবারে ডাকিছে,
আমার জীবনে লভিয়া জীবন
জাগরে সকল দেশ!

"নাহি আর ভয়, নাহি সংশয়,
নাহি আর আগুপিছু!
পেয়েছি সত্য, লভিয়াছি পথ,
সরিয়া দাঁড়ায় সকল জগৎ,
নাই তা'র কাছে জীবনমরণ,
নাই, নাই আর কিছু!"

হৃদয়ের মাঝে পেতেছি শুনিতে
দৈববাণীর মত—
"উঠিয়া দাঁড়াও আপন আলোতে!
ওই চেয়ে দেখ কতদূর হ'তে
তোমার কাছেতে ধরা দিবে বলে'
আসে লোক কত শত!

“ওই শোন, শোন, কল্লোল-ধ্বনি,
ছুটে হৃদয়ের ধারা।
স্থির থাক তুমি, থাক তুমি জাগি’
প্রদীপের মত আলস তেয়াগি,’
এ নিশীথমাঝে তুমি ঘুমাইলে
ফিরিয়া যাইবে তা’রা !

“ওই চেয়ে দেখ দিগন্তপানে
ঘন ঘোরঘটা অতি।
আসিতেছে ঝড় মরণেরে লয়ে,’—
তাই বসে’ বসে’ হৃদয়-আলয়ে
জ্বালাতেছি আলো, নিবিবে না ঝড়ে
দিবে অনন্ত জ্যোতি।

“যাও তবে সাহু, যাও রামদাস,
ফিরে যাও সখাগণ !
এস দেখি সবে যাবার সময়
বল দেখি সবে গুরুজীর জয়,
দুই হাত তুলি’ বল জয় জয়
অলখ নিরঞ্জন !”

বলিতে বলিতে প্রভাত-তপন
উঠিল আকাশ পরে।
গিরির শিখরে গুরুর মূরতি
কিরণছটায় প্রোজ্জ্বল অতি ;
বিদায় মাগিল অনুচরগণ
নমিল ভক্তিভরে।

২৬শে জ্যৈষ্ঠ, ১৮৮৮।

নিষ্ফল উপহার

নিম্নে আবর্ত্তিয়া ছুটে যমুনার জল।
দুইতীরে গিরিতট উচ্চ শিলাতল।
সঙ্কীর্ণ গুহার পথে মূর্চ্ছি' জলধার
উন্মত্ত প্রলাপে গর্জ্জি' উঠে অনিবার।

এলায়ে জটিলবক্র নির্ঝরের বেণী
নীলাভ দিগন্তে ধায় নীল গিরিশ্রেণী।
স্থির তাহা, নিশিদিন তবু যেন চলে,
চলা যেন বাঁধা আছে অচলশিকলে।

মাঝে মাঝে শাল তাল রয়েছে দাঁড়ায়ে,
মেঘেরে ডাকিছে গিরি ইঙ্গিত বাড়ায়ে।
তৃণহীন সুকঠিন শতদীর্ণ ধরা
রৌদ্র-বর্ণ বন-ফুলে কাঁটাগাছ ভরা।

দিবসের তাপ ভূমি দিতেছে ফিরায়ে,
দাঁড়ায়ে রয়েছে গিরি আপনার ছায়ে
পথশূন্য, জনশূন্য, সাড়াশব্দ-হীন।
ডুবে রবি, যেমন সে ডুবে প্রতিদিন।

রঘুনাথ হেথা আসি যবে উত্তরিলা
শিখ-গুরু পড়িছেন ভগবৎ-লীলা।
রঘু কহিলেন নমি' চরণে তাঁহার
"দীন আনিয়াছে, প্রভু, হীন উপহার!"

বাহু বাড়াইয়া গুরু শুধায়ে কুশল
আশীষিলা মাথায় পরশি করতল।
কনকে মাণিক্যে গাঁথা বলয় দু'খানি
গুরুপদে দিলা রঘু জুড়ি' দুইপাণি।

ভূমিতল হ'তে বালা লইলেন তুলে'
দেখিতে লাগিলা প্রভু ঘুরায়ে অঙ্গুলে
হীরকের সূচীমুখ শতবার ঘুরি'
হানিতে লাগিল শত আলোকের ছুরি

ঈষৎ হাসিয়া গুরু পাশে দিলা রাখি,
আবার সে পুঁথিপরে নিবেশিলা আঁখি।
সহসা একটি বালা শিলাতল হ'তে
গড়ায়ে পড়িয়া গেল যমুনার স্রোতে।

নিষ্ফল উপহার

"আহা আহা" চীৎকার করি রঘুনাথ
ঝাঁপায়ে পড়িল জলে বাড়ায়ে দু'হাত!
আগ্রহে সমস্ত তা'র প্রাণমনকায়
একখানি বাহু হয়ে' ধরিবারে যায়!

বারেকের তরে গুরু না তুলিলা মুখ,
নিভৃত হৃদয়ে তাঁর জাগে পাঠসুখ।
কালো জল কটাক্ষিয়া চলে ঘুরি' ঘুরি'
যেন সে ছলনাভরা সুগভীর চুরি।

দিবালোক চলে' গেল দিবসের পিছু।
যমুনা উতলা করি' না মিলিল কিছু।
সিক্ত বস্ত্রে রিক্ত হাতে শ্রান্ত নত শিরে
রঘুনাথ গুরু কাছে আসিলেন ফিরে'।

"এখনো উঠাতে পারি" করজোড়ে যাচে
"যদি দেখাইয়া দাও কোন্‌খানে আছে।"
দ্বিতীয় কঙ্কণখানি ছুঁড়ি' দিয়া জলে,
গুরু কহিলেন, "আছে ওই নদীতলে!"

২৭শে জ্যৈষ্ঠ, ১৮৮৮।

পরিত্যক্ত

বন্ধু !—

মনে আছে সেই প্রথম বয়স,
নূতন বঙ্গভাষা
তোমাদের মুখে জীবন লভিছে
বহিয়া নূতন আশা।
নিমেষে নিমেষে আলোক-রশ্মি
অধিক জাগিয়া উঠে,
বঙ্গ-হৃদয় উন্মালি' যেন
রক্তকমল ফুটে !

প্রতিদিন যেন পূর্ব্বগগনে
চাহি' রহিতাম একা,—
কখন্ ফুটিবে তোমাদের ওই
লেখনী-অরুণ-লেখা।
তোমাদের ওই প্রভাত-আলোক
প্রাচীন তিমির নাশি'
নব-জাগ্রত নয়নে আনিবে
নূতন জগৎ-রাশি।

একদা জাগিনু, সহসা দেখিনু
প্রাণমন আপনার ;
হৃদয়ের মাঝে জীবন জাগিছে
পরশ লভিনু তা'র।
ধন্য হইল মানব-জনম,
ধন্য তরুণ প্রাণ।
মহৎ আশায় বাড়িল হৃদয়,
জাগিল হর্ষগান।
দাঁড়ায়ে বিশাল ধরণীর তলে
ঘুচে' গেল ভয়লাজ,
বুঝিতে পারিনু এ জগৎমাঝে
আমারো রয়েছে কাজ।
স্বদেশের কাছে দাঁড়ায়ে প্রভাতে
কহিলাম জোড়করে—
"এই লহ, মাতঃ, এ চির-জীবন
সঁপিনু তোমারি তরে!"

বন্ধু, এ দীন হয়েছে বাহির
তোমাদেরি কথা শুনে,
সেই দিন হ'তে কণ্টক পথে
চলিয়াছি দিন গুণে'।

পদে পদে জাগে নিন্দা ও ঘৃণা
ক্ষুদ্র অত্যাচার,
একে একে সবে পর হয়ে' যায়
ছিল যারা আপনার।
ধ্রুবতারাপানে রাখিয়া নয়ন
চলিয়াছি পথ ধরি,'
সত্য বলিয়া জানিয়াছি যাহা
তাহাই পালন করি।

কোথা গেল সেই প্রভাতের গান,
কোথা গেল সেই আশা,
আজিকে, বন্ধু, তোমাদের মুখে
এ কেমনতর ভাষা!
আজি বলিতেছ "বসে' থাক, বাপু,
ছিল যাহা, তাই ভালো,
যা' হবার তাহা আপনি হইবে
কাজ কি এতই আলো!"
কলম মুছিয়া তুলিয়া রেখেছ,
বন্ধ করেছ গান,
সহসা সবাই প্রাচীন হয়েছ,
নিতান্ত সাবধান।

পরিত্যক্ত

আনন্দে যারা চলিতে চাহিছে
ছিঁড়ি' অসত্য-পাশ,
ঘর হ'তে বসি' করিছ তাদের
উপহাস পরিহাস।
এতদূরে এনে ফিরিয়া দাঁড়ায়ে
হাসিছ নিঠুর হাসি,
চিরজীবনের প্রিয়তম ব্রত
চাহিছ ফেলিতে নাশি'।
তোমরা আনিয়া প্রাণের প্রবাহ
ভেঙেছ মাটির আল,
তোমরা আবার আনিছ বঙ্গে
উজান স্রোতের কাল।
নিজের জীবন মিশায়ে, যাহারে
আপনি তুলেছ গড়ি'
হাসিয়া হাসিয়া আজিকে তাহারে
ভাঙিছ কেমন করি'?
তবে সেই ভালো, কাজ নেই তবে,
তবে ফিরে যাওয়া যাক্‌!
গৃহকোণে এই জীবনআবেগ
করি বসে' পরিপাক!
সানাই বাজিয়ে ঘরে নিয়ে আসি
আট বরষের বধূ,

শৈশব-কুঁড়ি ছিঁড়িয়া, বাহির
করি যৌবন-মধু।
ফুটন্ত নব-জীবনের পরে
চাপায়ে শাস্ত্রভার
জীর্ণ যুগের ধূলি সাথে তা'রে
করে' দিই একাকার।

বন্ধু, এ তব বিফল চেষ্টা,
আর কি ফিরিতে পারি ?
শিখরগুহায় আর ফিরে যায়
নদীর প্রবল বারি ?
জীবনের স্বাদ পেয়েছি যখন,
চলেছি যখন কাজে,
কেমনে আবার করিব প্রবেশ
মৃত বরষের মাঝে ?
সে নবীন আশা নাইক যদিও
তবু যাব এই পথে,
পাব না শুনিতে আশিষ বচন
তোমাদের মুখ হ'তে।
তোমাদের ওই হৃদয় হইতে
নূতন পরাণ আনি'

প্রতি পলে পলে আসিবে না আর
সেই আশ্বাসবাণী।
শত হৃদয়ের উৎসাহ মিলি'
টানিয়া লবে না মোরে,
আপনার বলে চলিতে হইবে
আপনার পথ করে'।
আকাশে চাহিব, হায়, কোথা সেই
পুরাতন শুকতারা!
তোমাদের মুখ ভ্রূকুটি-কুটিল
নয়ন আলোকহারা!
মাঝে মাঝে শুধু শুনিতে পাইব
হা হা হা অট্টহাসি,
শ্রান্ত-হৃদয়ে আঘাত করিবে
নিঠুর বচন আসি'।
ভয় নাই যার কি করিবে তা'র
এই প্রতিকূল স্রোতে!
তোমারি শিক্ষা করিবে রক্ষা
তোমারি বাক্য হ'তে।

২৮শে জ্যৈষ্ঠ, ১৮৮৮।

ভৈরবী গান

ওগো কে তুমি বসিয়া উদাস মূরতি
বিষাদ-শান্ত-শোভাতে !
ওই ভৈরবী আর গেয়োনাকো এই
প্রভাতে—
মোর গৃহছাড়া এই পথিক-পরাণ
তরুণ হৃদয় লোভাতে।

ওই মন-উদাসীন, ওই আশাহীন
ওই ভাষাহীন কাকলি
দেয় ব্যাকুল-পরশে সকল জীবন
বিকলি'।
দেয় চরণে বাঁধিয়া প্রেম-বাহুঘেরা
অশ্রু-কোমল শিকলি।
হায় মিছে মনে হয় জীবনের ব্রত,
মিছে মনে হয় সকলি।

যা'রে ফেলিয়া এসেছি, মনে করি, তা'রে
ফিরে' দেখে আসি শেষবার ;
ওই কাঁদিছে সে যেন এলায়ে আকুল
কেশভার !

যা'রা গৃহছায়ে বসি' সজল নয়ন
মুখ মনে পড়ে সে সবার।

এই সঙ্কটময় কর্ম্মজীবন
মনে হয় মরু সাহারা,
দূরে মায়াময় পুরে দিতেছে দৈত্য
পাহারা।
তবে ফিরে' যাওয়া ভালো তাহাদের পাশে
পথ চেয়ে আছে যাহারা।

সেই ছায়াতে বসিয়া সারা দিনমান
তরু-মর্ম্মর পবনে,
সেই মুকুল-আকুল বকুল-কুঞ্জ-
ভবনে,
সেই কুহু-কুহরিত বিরহ-রোদন
থেকে থেকে পশে শ্রবণে।

সেই চির-কলতান উদার গঙ্গা
বহিছে আঁধারে আলোকে
সেই তীরে চিরদিন খেলিছে বালিকা-
বালকে।
ধীরে সারা দেহ যেন মুদিয়া আসিছে
স্বপ্ন-পাখীর পালকে।

হায় অতৃপ্ত যত মহৎ বাসনা
গোপন মর্ম্ম-দাহিনী,
এই আপনা মাঝারে শুষ্ক জীবন-
বাহিনী।
ওই ভৈরবী দিয়া গাঁথিয়া গাঁথিয়া
রচিব নিরাশা-কাহিনী।

সদা করুণ কণ্ঠ কাঁদিয়া গাহিবে,—
"হ'ল না, কিছুই হ'বে না।
এই মায়াময় ভবে চিরদিন কিছু
র'বে না।
কেহ জীবনের মত গুরুভার ব্রত
ধূলি হ'তে তুলি' লবে না।

"এই সংশয়-মাঝে কোন্ পথে যাই,
কা'র তরে মরি খাটিয়া।
আমি কা'র মিছে দুখে মরিতেছি, বুক
ফাটিয়া।
ভবে সত্য মিথ্যা কে করেছে ভাগ,
কে রেখেছে মত আঁটিয়া।

"যদি কাজ নিতে হয়, কত কাজ আছে,
একা কি পারিব করিতে !
কাঁদে শিশিরবিন্দু জগতের তৃষা
হরিতে !
কেন অকূল সাগরে জীবন সঁপিব
একেলা জীর্ণ তরীতে !

"শেষে দেখিব, পড়িল সুখ-যৌবন
ফুলের মতন খসিয়া,
হায় বসন্ত-বায়ু মিছে চলে' গেল
শ্বসিয়া,
সেই যেখানে জগৎ ছিল এককালে
সেইখানে আছে বসিয়া !

"শুধু আমারি জীবন মরিল ঝুরিয়া
চির-জীবনের তিয়াষে।
এই দগ্ধ হৃদয় এতদিন আছে
কি আশে !
সেই ডাগর নয়ন সরস অধর
গেল চলি' কোথা দিয়া সে !"

ওগো, থাম, যারে তুমি বিদায় দিয়েছ
তা'রে আর ফিরে' চেয়ো না
ওই অশ্রু-সজল ভৈরবী আর
গেয়ো না !
আজি প্রথম প্রভাতে চলিবার পথ
নয়ন-বাষ্পে ছেয়ো না !

ওই কুহক রাগিণী এখনি কেন গো
পথিকের প্রাণ বিবশে ?
পথে এখনো উঠিবে প্রখর তপন
দিবসে ;
পথে রাক্ষসী সেই তিমির রজনী
না জানি কোথায় নিবসে !

থাম', শুধু একবার ডাকি নাম তাঁর
নবীন জীবন ভরিয়া !
যাব যাঁর বল পেয়ে সংসার-পথ
তরিয়া,
যত মানবের গুরু মহৎ জনের
চরণ-চিহ্ন ধরিয়া।

যাও　　তাহাদের কাছে ঘরে যারা আছে
　　　　পাষাণে পরাণ বাঁধিয়া,
গাও　　তাদের জীবনে তাদের বেদনে
　　　　কাঁদিয়া।
তা'রা　পড়ে' ভূমিতলে ভাসে আঁখি-জলে
　　　　নিজ সাধে বাদ সাধিয়া।

হায়,　　উঠিতে চাহিছে পরাণ, তবুও
　　　　পারে না তাহারা উঠিতে।
তা'রা　পারে না ললিত লতার বাঁধন
　　　　টুটিতে।
তা'রা　পথ জানিয়াছে, দিবানিশি তবু
　　　　পথপাশে রহে লুটিতে!

তা'রা　অলস বেদন করিবে যাপন
　　　　অলস রাগিণী গাহিয়া,
র'বে　　দূর আলোপানে আবিষ্টপ্রাণে
　　　　চাহিয়া।
ওই　　মধুর রোদনে ভেসে যাবে তা'রা
　　　　দিবসরজনী বাহিয়া!

সেই　　আপনার গানে আপনি গলিয়া
　　　　　　আপনারে তা'রা ভুলাবে,
স্নেহে　　আপনার দেহে সকরুণ কর
　　　　　　　বুলাবে !
সুখে　　কোমল শয়নে রাখিয়া জীবন
　　　　　　ঘুমের দোলায় দুলাবে !

ওগো　　এর চেয়ে ভালো প্রখর দহন,
　　　　　　নিঠুর আঘাত চরণে !
যাব　　আজীবন কাল পাষাণ-কঠিন
　　　　　　　সরণে ।
যদি　　মৃত্যুর মাঝে নিয়ে যায় পথ,
　　　　　　সুখ আছে সেই মরণে !

২৯শে জ্যৈষ্ঠ, ১৮৮৮

ধর্ম্ম প্রচার *

(কলিকাতার এক বাসায়)

ওই শোন, ভাই বিশু,
পথে শুনি "জয় যিশু" !
কেমনে এ নাম করিব সহ্য
আমরা আর্য্যশিশু !

কূর্ম্ম, কল্কি, স্কন্দ
এখন কর ত বন্ধ !
যদি যিশু ভজে র'বে না ভারতে
পুরাণের নামগন্ধ !

ওই দেখ, ভাই, শুনি,
যাজ্ঞবল্ক্যমুনি,
বিষ্ণু, হারীত, নারদ, অত্রি
কেঁদে হল খুনোখুনি !

---

* (এই কবিতায় বর্ণিত ঘটনা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়।)

কোথায় রহিল কর্ম্ম,
কোথা সনাতন ধর্ম্ম !
সম্প্রতি তবু কিছু শোনা যায়
বেদপুরাণের মর্ম্ম !

ওঠ, ওঠ ভাই, জাগো,
মনে মনে খুব রাগো !
আর্য্যশাস্ত্র উদ্ধার করি,
কোমর বাঁধিয়া লাগো !

কাছাকোঁচা লও আঁটি,
হাতে তুলে লও লাঠি !
হিন্দুধর্ম্ম করিব রক্ষা
খৃষ্টানি হবে মাটি !

কোথা গেল ভাই ভজা,
হিন্দুধর্ম্ম-ধ্বজা !
ষণ্ডা ছিল সে, সে যদি থাকিত
আজ হ'ত দুশো মজা !

ধর্ম্ম প্রচার

এস মোনো, এস ভুতো,
পরে লও বুট জুতো !
পাদ্রি বেটার পা মাড়িয়ে দিয়ো
পাও যদি কোন ছুতো !

আগে দেব' দুয়ো তালি,
তার পরে দিব গালি।
কিছু না বলিলে পড়িব তখন
বিশ-পঁচিশ বাঙালী।

তুমি আগে যেয়ো তেড়ে,'
আমি নেব' টুপি কেড়ে'।
গোলেমালে শেষে পাঁচজনে পড়ে'
মাটিতে ফেলিয়ো পেড়ে' !

কাঁচি দিয়ে তা'র চুল
কেটে দেব' বিল্‌কুল্‌।
কোটের বোতাম আগাগোড়া তা'র
করে' দেব' নির্ম্মূল !

তবে উঠ,' সবে উঠ',
বাঁধ কটি, আঁট মুঠো !
দেখো ভাই, যেন ভুলো না, অমনি
সাথে নিয়ো লাঠি দুটো !

দলপতির শিষ ও গান

প্রাণ সইরে
মনোজ্বালা কারে কই রে !

কোমরে চাদর বাঁধিয়া লাঠি হস্তে মহোৎসাহে
সকলের প্রস্থান

পথে বিশু হারু মোনো ভৃত্যের সমাগম। গেরুয়া বস্ত্রাচ্ছাদিত
অনাবৃত-পদ মুক্তিফৌজের প্রচারক।—

"ধন্য হউক তোমার প্রেম,
ধন্য তোমার নাম !
ভুবন মাঝারে হউক উদয়
নূতন জেরুজিলাম।
ধরণী হইতে যাক্ ঘৃণাদ্বেষ,
নিঠুরতা দূর হোক্,
মুছে দাও প্রভু মানবের আঁখি,
ঘুচাও মরণ শোক !

তৃষিত যাহারা, জীবনের বারি
কর' তাহাদের দান!
দয়াময় যিশু, তোমার দয়ায়
পাপিজনে কর ত্রাণ!"

"ওরে ভাই বিশু, এ কে!
জুতো কোথা এল রেখে!
গোরা বটে, তবু হতেছে ভরসা
গেরুয়া বসন দেখে'!"

"হারু তবে তুই এগো!
বল্—বাছা, তুমি কে গো!
কিচিমিচি রাখ, ক্ষিদে পেয়েছে কি?
দুটো কলা এনে দে গো!"

"বধির নিদয় কঠিন হৃদয়
তা'রে প্রভু দাও কোল!
অক্ষম আমি কি করিতে পারি-
"হরিবোল্ হরিবোল্!"

"আরে, রেখে দাও খৃষ্ট !
এখনি দেখাও পৃষ্ঠ !
দাঁড়ে উঠে' চড়' পড়' বাবা পড়'
হরে হরে হরে কৃষ্ণ !"

"তুমি যা সয়েছ তাহাই স্মরিয়া
সহিব সকল ক্লেশ,
ক্রুশ গুরুভার করিব বহন,—"
"বেশ, বাবা, বেশ বেশ !"

"দাও ব্যথা, যদি কারো মুছে পাপ
আমার নয়ননীরে !
প্রাণ দিব, যদি এ জীবন দিলে
পাপীর জীবন ফিরে।
আপনার জন, আপনার দেশ
হয়েছি সর্ব্বত্যাগী।
হৃদয়ের প্রেম সব ছেড়ে যায়
তোমার প্রেমের লাগি'।
সুখসভ্যতা রমণীর প্রেম
বন্ধুর কোলাকুলি
ফেলি' দিয়া পথে তব মহাব্রত
মাথায় লয়েছি তুলি' !

এখনো তাদের ভুলিতে পারিনে,
মাঝে মাঝে জাগে প্রাণে,
চিরজীবনের সুখবন্ধন
সেই গৃহমাঝে টানে!
তখন তোমার রক্ত-সিক্ত
ওই মুখপানে চাহি,
ও প্রেমের কাছে স্বদেশ বিদেশ
আপনা ও পর নাহি!
ওই প্রেম তুমি কর বিতরণ
আমার হৃদয় দিয়ে,
বিষ দিতে যারা এসেছে, তাহারা
ঘরে যাক্ সুধা নিয়ে!
পাপ লয়ে' প্রাণে এসেছিল যারা
তাহারা আসুক বুকে।
পড়ুক্ প্রেমের মধুর আলোক
ভ্রূকুটি-কুটিল মুখে!"

"আর প্রাণে নাহি সহে,
আর্য্যরক্ত দহে!"
"ওহে হারু, ওহে মাধু, লাঠি নিয়ে
ঘা-কতক দাওত হে!"

"যদি চাস্ তুই ইষ্ট
বল্ মুখে বল্ কৃষ্ণ !"
"ধন্য হউক্ তোমার নাম
দয়াময় যিশুখৃষ্ট !"

"তবেরে লাগাও লাঠি
কোমরে কাপড় আঁটি' !"
"হিন্দুধর্ম্ম হউক্ রক্ষা
খৃস্টানী হোক্ মাটি !"

(প্রচারকের মাথায় লাঠি প্রহার। মাথা ফাটিয়া রক্তপাত রক্ত মুছিয়া)

"প্রভু তোমাদের করুন কুশল,
দিন তিনি শুভ মতি !
আমি তার দীন অধম ভৃত্য,
তিনি জগতের পতি !"
"ওরে শিবু, ওরে হারু,
ওরে নিনি, ওরে চারু;
তামাসা দেখার এই কি সময়,
প্রাণে ভয় নেই কারু ?"
"পুলিষ আসিছে গুঁতা উঁচাইয়া,
এই বেলা দাও দৌড় !"

"ধন্য হইল আর্য্য ধর্ম্ম,
ধন্য হইল গৌড় !"

উর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন—

বাসায় ফিরিয়া

সাহেব মেরেছি, বঙ্গবাসীর
কলঙ্ক গেছে ঘুচি' !
মেজবউ কোথা, ডেকে দাও তা'রে,
কোথা ছোকা, কোথা লুচি !
এখনো আমার তপ্ত রক্ত
উঠিতেছে উচ্ছ্বসি',
তাড়াতাড়ি আজ লুচি না পাইলে
কি জানি কি করে' বসি !
স্বামী যবে এল যুদ্ধ সারিয়া
ঘরে নেই লুচি ভাজা !
আর্য্যনারীর এ কেমন প্রথা,
সমুচিত দিব সাজা !
যাজ্ঞবল্ক্য অত্রি হারীত
জলে গুলে' খেলে সবে !
মারধোর করে' হিন্দুধর্ম্ম
রক্ষা করিতে হবে !

কোথা পুরাতন পাতিব্রত্য,
সনাতন লুচি ছোকা !
বৎসরে শুধু সংসারে আসে
একখানি করে' খোকা !

৩২শে জ্যৈষ্ঠ, ১৮৮৮।

নব-বঙ্গ-দম্পতী

(বাসর-শয়নে)

বর। জীবনে জীবনে প্রথম মিলন,
সে সুখের কোথা তুলা নাই।
এস, সব ভুলে' আজি আঁখি তুলে'
শুধু দুঁহুঁ দোঁহা মুখ চাই।
মরমে মরমে সরমে ভরমে
জোড়া লাগিয়াছে একঠাঁই,
যেন এক মোহে ভুলে' আছি দোঁহে
যেন এক ফুলে মধু খাই!
জনম অবধি বিরহে দগধি'
এ পরাণ হয়েছিল ছাই,
তোমার অপার প্রেম-পারাবার
জুড়াইতে আমি এনু তাই!
বল একবার, "আমিও তোমার,
তোমা ছাড়া কারে নাহি চাই!"

ওঠ কেন, ও কি, কোথা যাও সখি ?

কনে। (সরোদনে) "আইমার কাছে শুতে যাই !"

(দু'দিন পরে)

বর। কেন সখি কোণে কাঁদিছ বসিয়া
চোখে কেন জল পড়ে ?
ঊষা কি তাহার শুকতারা-হারা
তাই কি শিশির ঝরে ?
বসন্ত কি নাই, বনলক্ষ্মী তাই
কাঁদিছে আকুল স্বরে ?
উদাসিনী স্মৃতি কাঁদিছে কি বসি'
আশার সমাধি 'পরে ?
খসে'-পড়া তারা করিছে কি শোক
নীল আকাশের তরে ?
কি লাগি কাঁদিছ ?

কনে। পুষি মেনিটিরে
ফেলিয়া এসেছি ঘরে।

(অন্দরের বাগান)

বর। কি করিছ বনে শ্যামল শয়নে
আলো করে' বসে' তরুমূল ?

কোমল কপোলে যেন নানা ছলে
উড়ে এসে পড়ে এলোচুল !
পদতল দিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া
বহে' যায় নদী কুলুকুল্।
সারাদিনমান শুনি' সেই গান
তাই বুঝি আঁখি ঢুলুঢুল !
আঁচল ভরিয়া মরমে মরিয়া
পড়ে' আছে বুঝি ঝুরো ফুল ?
বুঝি মুখ কা'র মনে পড়ে, আর
মালা গাঁথিবারে হয় ভুল !
কা'র কথা বলি' বায়ু পড়ে ঢলি'
কানে দুলাইয়া যায় দুল !
গুন্ গুন্ ছলে কা'র নাম বলে
চঞ্চল যত অলিকুল ?
কানন নিরালা আঁখি হাসি-ঢালা ;
মন সুখস্মৃতি-সমাকুল !
কি করিছ বনে কুঞ্জ-ভবনে ?
কনে। খেতেছি বসিয়া টোপাকুল !
বর। আসিয়াছি কাছে মনে যাহা আছে
বলিবারে চাহি সমুদয় !
আপনার ভার বহিবারে আর
পারে না ব্যাকুল এ হৃদয় !

আজি মোর মন কি জানি কেমন,
বসন্ত আজি মধুময়,
আজি প্রাণ খুলে' মালতী-মুকুলে
বায়ু করে' যায় অনুনয়।
যেন আঁখি দুটি মোর পানে ফুটি'
আশাভরা দুটি কথা কয়,
ও হৃদয় টুটে' যেন প্রেম উঠে
নিয়ে আধ লাজ আধ ভয়!
তোমার লাগিয়া পরাণ জাগিয়া
দিবস রজনী সারা হয়,
কোন্ কাজে তব দিবে তা'র সব
তারি লাগি যেন চেয়ে রয়!
জগৎ ছানিয়া কি দিব আনিয়া
জীবন যৌবন করি' ক্ষয়?
তোমা তরে, সখি, বল, করিব কি?
কনে। আরো কুল পাড়' গোটাছয়।—
বর। তবে যাই সখি, নিরাশা-কাতর
শূন্য জীবন নিয়ে!
আমি চলে' গেলে এক ফোঁটা জল
পড়িবে কি আঁখি দিয়ে?
বসন্ত বায়ু মায়া-নিশ্বাসে
বিরহ জ্বালাবে হিয়ে?

ঘুমন্তপ্রায় আকাঙ্ক্ষা যত
পরাণে উঠিবে জিয়ে ?
বিষাদিনী বসি' বিজন বিপিনে
কি করিবে তুমি প্রিয়ে ?
বিরহের বেলা কেমনে কাটিবে ?
কনে। দেব' পুতুলের বিয়ে !

২৩শে আষাঢ়, ১৮৮৮।

প্রকাশ-বেদনা

আপন প্রাণের গোপন বাসনা
টুটিয়া দেখাতে চাহিরে,
হৃদয়বেদনা হৃদয়েই থাকে,
ভাষা থেকে যায় বাহিরে।
শুধু কথার উপরে কথা,
নিস্ফল ব্যাকুলতা!
বুঝিতে বোঝাতে দিন চলে' যায়
ব্যথা থেকে যায় ব্যথা!

মর্ম্মবেদন আপন আবেগে
স্বর হয়ে' কেন ফোটে না?
দীর্ণ হৃদয় আপনি কেনরে
বাঁশি হয়ে বেজে ওঠে না?
আমি চেয়ে থাকি শুধু মুখে,
ক্রন্দনহারা দুখে;
শিরায় শিরায় হাহাকার কেন
ধ্বনিয়া উঠে না বুকে?

প্রকাশ-বেদনা

অরণ্য যথা চির নিশিদিন
শুধু মর্ম্মর স্বনিছে,
অনন্ত কালের বিজন বিরহ
সিন্ধুমাঝারে ধ্বনিছে,
যদি ব্যাকুল ব্যথিত প্রাণ
তেমনি গাহিত গান,
চিরজীবনের বাসনা তাহার
হইত মূর্ত্তিমান !

তীরের মতন পিপাসিত বেগে
ক্রন্দনধ্বনি ছুটিয়া
হৃদয় হইতে হৃদয়ে পশিত
মর্ম্মে রহিত ফুটিয়া।
আজ মিছে এ কথার মালা,
মিছে এ অশ্রু ঢালা' !
কিছু নেই পোড়া ধরণী মাঝারে
বোঝাতে মর্ম্মজ্বালা !

৬ই বৈশাখ, ১৮৮৯।

মায়া

বৃথা এ বিড়ম্বনা !
কিসের লাগিয়া এতই তিয়াষ,
কেন এত যন্ত্রণা !

ছায়ার মতন ভেসে চলে' যায়
দরশন পরশন,
এই যদি পাই, এই ভুলে' যাই
তৃপ্তি না মানে মন।
কতবার আসে, কতবার ভাসে,
মিশে যায় কতবার,
পেলেও যেমন না পেলে তেমন
শুধু থাকে হাহাকার।
সন্ধ্যাপবনে কুঞ্জভবনে
নির্জ্জন নদীতীরে
ছায়ার মতন হৃদয়-বেদন
ছায়ার লাগিয়া ফিরে !

কত দেখা-শোনা কত আনাগোনা
চারিদিকে অবিরত,

শুধু তারি মাঝে একটি কে আছে
তারি তরে ব্যথা কত !
চিরদিন ধরে' এমনি চলিছে,
যুগ যুগ গেছে চলে' ;
মানবের মেলা করে' গেছে খেলা
এই ধরণীর কোলে ;
এই ছায়া লাগি' কত নিশি জাগি'
কাঁদায়েছে কাঁদিয়াছে,
মহাসুখ মানি' প্রিয়তনুখানি
বাহুপাশে বাঁধিয়াছে।
নিশিদিন কত ভেবেছে সতত
নিয়ে কা'র হাসিকথা ;
কোথা তা'রা আজ, সুখদুখলাজ,
কোথা তাহাদের ব্যথা ?
কোথা সেদিনের অতুল রূপসী
হৃদয়-প্রেয়সীচয় ?
নিখিলের প্রাণে ছিল যে জাগিয়া
আজ সে স্বপনো নয় !
ছিল সে নয়নে অধরের কোণে
জীবন মরণ কত,
বিকচ সরস তনুর পরশ
কোমল প্রেমের মত !

এত সুখদুখ, তীব্র কামনা
জাগরণ হাহুতাশ
যে রূপ-জ্যোতিরে সদা ছিল ঘিরে
কোথা তা'র ইতিহাস ?
যমুনার ঢেউ সন্ধ্যারঙীন্
মেঘখানি ভালবাসে,
এও চলে' যায়, সেও চলে' যায়,
অদৃষ্ট বসে' হাসে !

১লা জ্যৈষ্ঠ, ১৮৮৯।

বর্ষার দিনে

এমন দিনে তা'রে বলা যায়,
এমন ঘনঘোর বরিষায় !
এমন মেঘস্বরে বাদল ঝরঝরে
তপনহীন ঘন তমসায় !

সে কথা শুনিবে না কেহ আর,
নিভৃত নির্জ্জন চারিধার।
দুজনে মুখোমুখী গভীর দুখে দুখী ;
আকাশে জল ঝরে অনিবার ;
জগতে কেহ যেন নাহি আর।

সমাজ সংসার মিছে সব,
মিছে এ জীবনের কলরব !
কেবল আঁখি দিয়ে আঁখির সুধা পিয়ে'
হৃদয় দিয়ে হৃদি অনুভব,
আঁধারে মিশে' গেছে আর সব !

বলিতে বাজিবে না নিজ কানে,
চমক লাগিবে না নিজ প্রাণে।

সে কথা আঁখিনীরে মিশায়ে যাবে ধীরে
এ ভরা বাদলের মাঝখানে।
সে কথা মিশে যাবে দুটি প্রাণে।

তাহাতে এ জগতে ক্ষতি কা'র,
নামাতে পারি যদি মনোভার?
শ্রাবণ-বরিষণে একদা গৃহকোণে
দু'কথা বলি যদি কাছে তা'র
তাহাতে আসে যাবে কিবা কার?

আছে ত তা'র পরে বারো মাস,
উঠিবে কত কথা কত হাস!
আসিবে কত লোক কত না দুখশোক
সে কথা কোন্‌খানে পাবে নাশ!
জগৎ চলে' যাবে বারো মাস।

ব্যাকুল বেগে আজি বহে বায়,
বিজুলি থেকে থেকে চমকায়।
যে কথা এ জীবনে রহিয়া গেল মনে
সে কথা আজি যেন বলা যায়
এমন ঘনঘোর বরিষায়!

৩রা জ্যৈষ্ঠ, ১৮৮৯

মেঘের খেলা

স্বপ্ন যদি হ'ত জাগরণ,
সত্য যদি হ'ত কল্পনা,
তবে এ ভালবাসা হ'ত না হত-আশা
কেবল কবিতার জল্পনা।

মেঘের খেলা সম হ'ত সব
মধুর মায়াময় ছায়াময়।
কেবল আনাগোনা, নীরবে জানাশোনা,
জগতে কিছু আর কিছু নয়।

কেবল মেলামেশা গগনে,
সুনীল সাগরের পরপারে,
সুদূরে ছায়াগিরি তাহারে ঘিরি' ঘিরি'
শ্যামল ধরণীর ধারে ধারে।

কখনো ধীরে ধীরে ভেসে যায়
কখনো মিশে যায় ভাঙিয়া,
কখনো ঘননীল, বিজুলি-ঝিলিমিল,
কখনো ঊষারাগে রাঙিয়া।

যেমন প্রাণপণ বাসনা,
তেমনি বাধা তা'র সুকঠিন,
সকলি লঘু হয়ে'   কোথায় যেত বয়ে'
ছায়ার মত হ'ত কায়াহীন।

চাঁদের আলো হ'ত সুখহাস,
অশ্রু শরতের বরষণ।
সাক্ষী করি' বিধু   মিলন হ'ত মৃদু
কেবল প্রাণে প্রাণে পরশন।

শান্তি পেত এই চিরতৃষা
চিত্ত চঞ্চল সকাতর,
প্রেমের থরে থরে   বিরাম জাগিতরে,
দুখের ছায়া মাঝে রবিকর।

৭ই জ্যৈষ্ঠ, ১৮৮৯।

ধ্যান

নিত্য তোমায় চিত্ত ভরিয়া
স্মরণ করি,
বিশ্ববিহীন বিজনে বসিয়া
বরণ করি ;
তুমি আছ মোর জীবনমরণ
হরণ করি'।

তোমার পাইনে কূল,
আপনামাঝারে আপনার প্রেম
তাহারো পাইনে তুল।
উদয়শিখরে সূর্য্যের মত
সমস্ত প্রাণ মম
চাহিয়া রয়েছে নিমেষ-নিহত
একটি নয়নসম ;
অগাধ অপার উদাস দৃষ্টি
নাহিক তাহার সীমা।
তুমি যেন ওই আকাশ উদার,
আমি যেন এই অসীম পাথার,
আকুল করেছে মাঝখানে তা'র
আনন্দপূর্ণিমা।

তুমি প্রশান্ত চির নিশিদিন,
আমি অশান্ত বিরামবিহীন
চঞ্চল অনিবার,
যতদূর হেরি দিগদিগন্তে
তুমি আমি একাকার।

২৬শে শ্রাবণ, ১৮৮৯।

পূর্ব্বকালে

প্রাণমন দিয়ে ভালবাসিয়াছে
এত দিন এত লোক,
এত কবি এত গেঁথেছে প্রেমের শ্লোক ;
তবু তুমি ভবে চির-গৌরবে
ছিলে না কি একেবারে
হৃদয় সবার করি অধিকার ?
তোমা-ছাড়া কেহ কারে
বুঝিতে পারিনে ভালো কি বাসিতে পারে ?

গিয়েছে এসেছে কেঁদেছে হেসেছে
ভালো ত বেসেছে তা'রা,
আমি ততদিন কোথা ছিনু দল-ছাড়া ?
ছিনু বুঝি বসে' কোন্ একপাশে
পথ-পাদপের ছায়
সৃষ্টিকালের প্রত্যূষ হ'তে
তোমারি প্রতীক্ষায় ;
চেয়ে দেখি কত পথিক চলিয়া যায় !

অনাদি বিরহ-বেদনা ভেদিয়া
ফুটেছে প্রেমের সুখ
যেমনি আজিকে দেখেছি তোমার মুখ
সে অসীম ব্যথা অসীম সুখের
হৃদয়ে হৃদয়ে রহে,
তাইত আমার মিলনের মাঝে
নয়নে সলিল বহে।
এ প্রেম আমার সুখ নহে, দুখ নহে।

২রা ভাদ্র, ১৮৮৯।

অনন্ত প্রেম

তোমারেই যেন ভালবাসিয়াছি
শত রূপে শতবার
জনমে জনমে, যুগে যুগে অনিবার।
চিরকাল ধরে' মুগ্ধ হৃদয়
গাঁথিয়াছে গীতহার,
কত রূপ ধরে' পরেছে গলায়
নিয়েছ সে উপহার,
জনমে জনমে, যুগে যুগে অনিবার।

যত শুনি সেই অতীত কাহিনী.
প্রাচীন প্রেমের ব্যথা,
অতি পুরাতন বিরহ-মিলন-কথা,
অসীম অতীতে চাহিতে চাহিতে
দেখা দেয় অবশেষে
কালের তিমির-রজনী ভেদিয়া
তোমারি মূরতি এসে,
চিরস্মৃতিময়ী ধ্রুবতারকার বেশে।

আমরা দুজনে ভাসিয়া এসেছি
যুগল প্রেমের স্রোতে
অনাদি কালের হৃদয়-উৎস হ'তে।
আমরা দুজনে করিয়াছি খেলা
কোটি প্রেমিকের মাঝে
বিরহবিধুর নয়নসলিলে
মিলন-মধুর লাজে।
পুরাতন প্রেম নিত্য-নূতন সাজে।

আজি সেই চিরদিবসের প্রেম
অবসান লভিয়াছে
রাশি রাশি হয়ে' তোমার পায়ের কাছে।
নিখিলের সুখ নিখিলের দুখ
নিখিল প্রাণের প্রীতি,
একটি প্রেমের মাঝারে মিশেছে
সকল প্রেমের স্মৃতি,
সকল কালের সকল কবির গীতি।

২রা ভাদ্র, ১৮৮৯।

আশঙ্কা

কে জানে এ কি ভালো ?
আকাশভরা কিরণধারা
আছিল মোর তপনতারা,
আজিকে শুধু একেলা তুমি
আমার আঁখি-আলো,
কে জানে এ কি ভালো ?

কত না শোভা, কত না সুখ,
কত না ছিল অমিয়-মুখ,
নিত্য-নব পুষ্পরাশি
ফুটিত মোর দ্বারে ;
ক্ষুদ্র আশা, ক্ষুদ্র স্নেহ,
মনের ছিল শতেক গেহ,
আকাশ ছিল, ধরণী ছিল
আমার চারিধারে ;
কোথায় তা'রা, সকলে আজি
তোমাতেই লুকালো।
কে জানে এ কি ভালো ?

কম্পিত এ হৃদয়খানি
তোমার কাছে তাই।
দিবসনিশি জাগিয়া আছি
নয়নে ঘুম নাই।
সকল গান, সকল প্রাণ
তোমারে আমি করেছি দান,
তোমারে ছেড়ে বিশ্বে মোর
তিলেক নাহি ঠাঁই।
সকল পেয়ে তবুও যদি
তৃপ্তি নাহি মেলে,
তবুও যদি চলিয়া যাও
আমারে পাছে ফেলে,
নিমেষে সব শূন্য হবে
তোমারি এই আসন ভবে,
চিহ্নসম কেবল র'বে
মৃত্যু-রেখা কালো।
কে জানে এ কি ভালো?

১৪ই ভাদ্র, ১৮৮৯।

———

ভালো করে' বলে' যাও

ওগো— ভালো করে' বলে' যাও !
বাঁশরি বাজায়ে যে কথা জানাতে
সে কথা বুঝায়ে দাও !
যদি না বলিবে কিছু, তবে কেন এসে
মুখপানে শুধু চাও ?

আজি অন্ধ-তামসী নিশি।
মেঘের আড়ালে গগনের তারা
সবগুলি গেছে মিশি'।
শুধু বাদলের বায় করি' হায় হায়
আকুলিছে দশ দিশি।

আমি কুন্তল দিব খুলে'।
অঞ্চল মাঝে ঢাকিব তোমায়
নিশীথ-নিবিড় চুলে।
দুটি বাহুপাশে বাঁধি নত মুখখানি
বক্ষে লইব তুলে'।

সেথা নিভৃত-নিলয়-সুখে
আপনার মনে বলে' যেয়ো কথা
মিলন-মুদিত বুকে।

আমি নয়ন মুদিয়া শুনিব কেবল
চাহিব না মুখে মুখে।

যবে ফুরাবে তোমার কথা,
যে যেমন আছি রহিব বসিয়া
চিত্রপুত্তলী যথা।
শুধু শিয়রে দাঁড়ায়ে করে কানাকানি
মর্ম্মর তরুলতা।

শেষে রজনীর অবসানে
অরুণ উদিলে, ক্ষণেকের তরে
চাব দুঁহুঁ দোঁহা পানে।
ধীরে ঘরে যাব ফিরে দোঁহে দুই পথে
জলভরা দু'নয়ানে।

তবে ভালো করে' বলে' যাও!
আঁখিতে বাঁশিতে যে কথা ভাষিতে
সে কথা বুঝায়ে দাও!
শুধু কম্পিত স্বরে আধ ভাষা পূরে'
কেন এসে গান গাও?

৭ই জ্যৈষ্ঠ, ১৮৯৯।

মেঘদূত

কবিবর, কবে কোন্ বিস্মৃত বরষে
কোন্ পুণ্য আষাঢ়ের প্রথম দিবসে
লিখেছিলে মেঘদূত! মেঘমন্দ্র শ্লোক
বিশ্বের বিরহী যত সকলের শোক
রাখিয়াছে আপন আঁধার স্তরে স্তরে
সঘন সঙ্গীত মাঝে পুঞ্জীভূত করে'।

সেদিন সে উজ্জয়িনী প্রাসাদ-শিখরে
কি না জানি ঘনঘটা, বিদ্যুৎ-উৎসব,
উদ্দাম পবন-বেগ, গুরুগুরু রব।
গম্ভীর নির্ঘোষ সেই মেঘ-সংঘর্ষের
জাগায়ে তুলিয়াছিল সহস্র বর্ষের
অন্তর্গূঢ় বাষ্পাকুল বিচ্ছেদ-ক্রন্দন
এক দিনে। ছিন্ন করি' কালের বন্ধন
সেই দিন ঝরে' পড়েছিল অবিরল
চিরদিবসের যেন রুদ্ধ অশ্রুজল
আর্দ্র করি' তোমার উদার শ্লোকরাশি
সেদিন কি জগতের যতেক প্রবাসী
যোড়হস্তে মেঘপানে শূন্যে তুলি' মাথা
গেয়েছিল সমস্বরে বিরহের গাথা
ফিরি' প্রিয়-গৃহপানে? বন্ধন-বিহীন

নবমেঘ-পক্ষপরে করিয়া আসীন
পাঠাতে চাহিয়াছিল প্রেমের বারতা
অশ্রুবাষ্পভরা,—দূর বাতায়নে যথা
বিরহিণী ছিল শুয়ে ভূতল-শয়নে
মুক্তকেশে, ম্লান বেশে সজল-নয়নে ?

তাদের সবার গান তোমার সঙ্গীতে
পাঠায়ে কি দিলে, কবি, দিবসে নিশীথে
দেশে দেশান্তরে, খুঁজি' বিরহিণী প্রিয়া ?
শ্রাবণে জাহ্নবী যথা যায় প্রবাহিয়া
টানি' লয়ে' দিশ দিশান্তের বারিধারা
মহাসমুদ্রের মাঝে হ'তে দিশাহারা।
পাষাণ-শৃঙ্খলে যথা বন্দী হিমাচল
আষাঢ়ে অনন্ত শূন্যে হেরি' মেঘদল
স্বাধীন-গগন-চারী, কাতরে নিশ্বাসি'
সহস্র কন্দর হ'তে বাষ্প রাশি রাশি
পাঠায় গগন পানে ; ধায় তা'রা ছুটি'
উধাও কামনা সম ; শিখরেতে উঠি'
সকলে মিলিয়া শেষে হয় একাকার
সমস্ত গগনতল করে অধিকার।
সেদিনের পরে গেছে কত শতবার
প্রথম দিবস, স্নিগ্ধ নব-বরষার।

প্রতি বর্ষা দিয়ে গেছে নবীন জীবন
তোমার কাব্যের পরে, করি' বরিষণ
নববৃষ্টিবারিধারা ; করিয়া বিস্তার
নবঘনস্নিগ্ধচ্ছায়া ; করিয়া সঞ্চার
নব নব প্রতিধ্বনি জলদমন্দ্রের ;
স্ফীত করি' স্রোতোবেগ তোমার ছন্দের
বর্ষা-তরঙ্গিণী সম।

কত কাল ধরে'
কত সঙ্গীহীন জন, প্রিয়াহীন ঘরে,
বৃষ্টিক্লান্ত বহুদীর্ঘ লুপ্ত-তারাশশী
আষাঢ় সন্ধ্যায়, ক্ষীণ দীপালোকে বসি'
ওই ছন্দ মন্দ মন্দ করি' উচ্চারণ
নিমগ্ন করেছে নিজ বিজন-বেদন !
সে সবার কণ্ঠস্বর কর্ণে আসে মম
সমুদ্রের তরঙ্গের কলধ্বনি সম
তব কাব্য হ'তে।

ভারতের পূর্ব্বশেষে
আমি বসে' আজি ; যে শ্যামল বঙ্গদেশে
জয়দেব কবি, আর এক বর্ষাদিনে
দেখেছিলা দিগন্তের তমাল-বিপিনে
শ্যামচ্ছায়া, পূর্ণ মেঘে মেদুর অম্বর।

আজি অন্ধকার দিবা, বৃষ্টি ঝরঝর,
দুরন্ত পবন অতি, আক্রমণে তা'র
অরণ্য উদ্যতবাহু করে হাহাকার।
বিদ্যুৎ দিতেছে উঁকি ছিঁড়ি মেঘভার
খরতর বক্র হাসি শূন্যে বরষিয়া।

অন্ধকার রুদ্ধগৃহে একেলা বসিয়া
পড়িতেছি মেঘদূত ; গৃহত্যাগী মন
মুক্তগতি মেঘপৃষ্ঠে লয়েছে আসন,
উড়িয়াছে দেশদেশান্তরে। কোথা আছে
সানুমান্ আম্রকূট ; কোথা বহিয়াছে
বিমল বিশীর্ণ রেবা বিন্ধ্য-পদমূলে
উপল-ব্যথিত-গতি ; বেত্রবতীকূলে
পরিণত-ফলশ্যাম জম্বুবনচ্ছায়ে
কোথায় দশার্ণ গ্রাম রয়েছে লুকায়ে
প্রস্ফুটিত কেতকীর বেড়া দিয়ে ঘেরা ;
পথ-তরু-শাখে কোথা গ্রাম বিহঙ্গেরা
বর্ষায় বাঁধিছে নীড়, কলরবে ঘিরে'
বনস্পতি ; না জানি সে কোন্ নদীতীরে
যূথীবনবিহারিণী বনাঙ্গনা ফিরে,

তপ্ত কপোলের তাপে ক্লান্ত কর্ণোৎপল
মেঘের ছায়ার লাগি' হতেছে বিকল ;
ভ্রূবিলাস শেখে নাই কা'রা সেই নারী
জনপদ-বধূজন, গগনে নেহারি'
ঘনঘটা, ঊর্দ্ধনেত্রে চাহে মেঘপানে,
ঘননীল ছায়া পড়ে সুনীল নয়ানে :
কোন্ মেঘশ্যামশৈলে মুগ্ধ সিদ্ধাঙ্গনা
স্নিগ্ধ নবঘন হেরি' আছিল উন্মনা
শিলাতলে, সহসা আসিতে মহা ঝড়
চকিত চকিত হয়ে' ভয়ে জড়সড়
সম্বরি' বসন, ফিরে গুহাশ্রয় খুঁজি',
বলে "মাগো, গিরিশৃঙ্গ উড়াইল বুঝি !"
কোথায় অবন্তিপুরী ; নির্ব্বিন্ধ্যা তটিনী ;
কোথা শিপ্রানদীনীরে হেরে উজ্জয়িনী
স্বমহিমচ্ছায়া ; সেথা নিশি দ্বিপ্রহরে
প্রণয়-চাঞ্চল্য ভুলি' ভবন-শিখরে
সুপ্ত পারাবত ; শুধু বিরহ-বিকারে
রমণী বাহির হয় প্রেম-অভিসারে
সূচিভেদ্য অন্ধকারে রাজপথ মাঝে
ক্বচিৎ-বিদ্যুতালোকে ; কোথা সে বিরাজে
ব্রহ্মাবর্ত্তে কুরুক্ষেত্র ; কোথা কনখল,
যেথা সেই জহ্নু-কন্যা যৌবন-চঞ্চল,

গৌরীর ভ্রূকুটি-ভঙ্গী করি' অবহেলা
ফেন-পরিহাসচ্ছলে, করিতেছে খেলা
লয়ে' ধূর্জ্জটীর জটা চন্দ্রকরোজ্জ্বল।

এই মত মেঘরূপে ফিরি' দেশে দেশে
হৃদয় ভাসিয়া চলে, উত্তরিতে শেষে
কামনার মোক্ষধাম অলকার মাঝে,
বিরহিণী প্রিয়তমা যেথায় বিরাজে
সৌন্দর্য্যের আদিসৃষ্টি ; সেথা কে পারিত
লয়ে' যেতে, তুমি ছাড়া, করি অবারিত
লক্ষ্মীর বিলাসপুরী—অমর ভুবনে !
অনন্ত বসন্তে যেথা নিত্য পুষ্পবনে
নিত্য চন্দ্রালোকে, ইন্দ্রনীল শৈলমূলে
সুবর্ণসরোজফুল্ল সরোবরকূলে
মণিহর্ম্ম্যে অসীম সম্পদে নিমগনা
কাঁদিতেছে একাকিনী বিরহ-বেদনা।
মুক্ত বাতায়ন হ'তে যায় তা'রে দেখা
শয্যাপ্রান্তে লীন-তনু ক্ষীণ শশি-রেখা
পূর্ব্ব গগনের মূলে যেন অস্তপ্রায়।
কবি, তব মন্ত্রে আজি মুক্ত হয়ে' যায়
রুদ্ধ এই হৃদয়ের বন্ধনের ব্যথা ;
লভিয়াছি বিরহের স্বর্গলোক, যেথা

চিরদিন যাপিতেছে বিরহিণী প্রিয়া
অনন্ত সৌন্দর্য্যমাঝে একাকী জাগিয়া !

আবার হারায়ে যায় ;—হেরি চারিধার
বৃষ্টি পড়ে অবিশ্রাম ; ঘনায়ে আঁধার
আসিছে নির্জ্জন নিশা ; প্রান্তরের শেষে
কেঁদে চলিয়াছে বায়ু অকূল উদ্দেশে।
ভাবিতেছি অর্দ্ধরাত্রি অনিদ্র নয়ান,
কে দিয়েছে হেন শাপ, কেন ব্যবধান ?
কেন ঊর্দ্ধে চেয়ে কাঁদে রুদ্ধ মনোরথ ?
কেন প্রেম আপনার নাহি পায় পথ ?
সশরীরে কোন্ নর গেছে সেইখানে,
মানস-সরসী-তীরে বিরহ-শয়ানে,
রবিহীন মণিদীপ্ত প্রদোষের দেশে
জগতের নদী গিরি সকলের শেষে ?

৮ই জ্যৈষ্ঠ, ১৮৯০

অহল্যার প্রতি

কি স্বপ্নে কাটালে তুমি দীর্ঘ দিবানিশি,
অহল্যা, পাষাণ-রূপে ধরাতলে মিশি
নির্ব্বাপিত-হোম-অগ্নি তাপস-বিহীন
শূন্য তপোবনচ্ছায়ে ? আছিলে বিলীন
বৃহৎ পৃথ্বীর সাথে হয়ে' এক-দেহ,
তখন কি জেনেছিলে তা'র মহাস্নেহ ?
ছিল কি পাষাণ-তলে অস্পষ্ট চেতনা ?
জীবধাত্রী জননীর বিপুল বেদনা,
মাতৃধৈর্য্যে মৌন মূক সুখ দুঃখ যত
অনুভব করেছিলে স্বপনের মত
সুপ্ত আত্মা মাঝে ? দিবারাত্রি অহরহ
লক্ষ কোটি পরাণীর মিলন, কলহ,
আনন্দ-বিষাদ-ক্ষুব্ধ ক্রন্দন, গর্জ্জন,
অযুত পান্থের পদধ্বনি অনুক্ষণ
পশিত কি অভিশাপ-নিদ্রা ভেদ করে'
কর্ণে তোর, জাগাইয়া রাখিত কি তোরে
নেত্রহীন মূঢ় রূঢ় অর্দ্ধ জাগরণে ?
বুঝিতে কি পেরেছিলে আপনার মনে
নিত্য-নিদ্রাহীন ব্যথা মহাজননীর ?
যেদিন বহিত নব বসন্তসমীর,

ধরণীর সর্ব্বাঙ্গের পুলকপ্রবাহ
স্পর্শ কি করিত তোরে ? জীবন-উৎসাহ
ছুটিত সহস্রপথে মরু-দিগ্বিজয়ে
সহস্র আকারে, উঠিত সে ক্ষুব্ধ হয়ে'
তোমার পাষাণ ঘেরি' করিতে নিপাত
অনুর্ব্বরা-অভিশাপ তব, সে আঘাত
জাগাত কি জীবনের কম্প তব দেহে ?

যামিনী আসিত যবে মানবের গেহে
ধরণী লইত টানি, শ্রান্ত তনুগুলি
আপনার বক্ষপরে ; দুঃখশ্রম ভুলি'
ঘুমাত অসংখ্য জীব—জাগিত আকাশ—
তাদের শিথিল অঙ্গ, সুষুপ্ত নিশ্বাস
বিভোর করিয়া দিত ধরণীর বুক :
মাতৃঅঙ্গে সেই কোটি জীবস্পর্শসুখ—
কিছু তা'র পেয়েছিলে আপনার মাঝে ?
যে গোপন অন্তঃপুরে জননী বিরাজে,—
বিচিত্রিত যবনিকা পত্রপুষ্পজালে
বিবিধ বর্ণের লেখা,—তারি অন্তরালে
রহিয়া অসূর্য্যম্পশ্য, নিত্য চুপে চুপে
ভরিছে সন্তানগৃহ ধনধান্যরূপে

জীবন যৌবনে ; সেই গূঢ় মাতৃকক্ষে
সুপ্ত ছিলে এতকাল ধরণীর বক্ষে,
চিররাত্রিসুশীতল বিস্মৃতি-আলয়ে ;
যেথায় অনন্তকাল ঘুমায় নির্ভয়ে
লক্ষ জীবনের ক্লান্তি ধূলির শয্যায় ;
নিমেষে নিমেষে যেথা ঝরে' পড়ে' যায়
দিবসের তাপে শুষ্ক ফুল, দগ্ধ তারা,
জীর্ণ কীর্ত্তি, শ্রান্ত সুখ, দুঃখ দাহহারা।

সেথা স্নিগ্ধ হস্ত দিয়ে পাপতাপরেখা
মুছিয়া দিয়াছে মাতা ; দিলে আজি দেখা
ধরিত্রীর সদ্যোজাত কুমারীর মত
সুন্দর সরল শুভ্র ; হয়ে' বাক্যহত
চেয়ে আছ প্রভাতের জগতের পানে ;
যে শিশির পড়ে' ছিল তোমার পাষাণে
রাত্রিবেলা, এখন সে কাঁপিছে উল্লাসে
আজানুচুম্বিত মুক্ত কৃষ্ণ কেশপাশে।
যে শৈবাল রেখেছিল ঢাকিয়া তোমায়
ধরণীর শ্যামশোভা অঞ্চলের প্রায়
বহুবর্ষ হ'তে—পেয়ে বহু বর্ষাধারা
সতেজ, সরস, ঘন—এখনো তাহারা

লগ্ন হয়ে' আছে তব নগ্ন গৌর দেহে
মাতৃদত্ত বস্ত্রখানি সুকোমল স্নেহে।

হাসে পরিচিত হাসি নিখিল সংসার।
তুমি চেয়ে নির্নিমেষ; হৃদয় তোমার
কোন্ দূর কালক্ষেত্রে চলে' গেছে একা
আপনার ধূলি-লুপ্ত পদচিহ্নরেখা
পদে পদে চিনে' চিনে'। দেখিতে দেখিতে
চারিদিক হ'তে সব এল চারিভিতে
জগতের পূর্ব্ব পরিচয়; কৌতূহলে
সমস্ত সংসার ওই এল দলে দলে
সম্মুখে তোমার; থেমে গেল কাছে এসে
চমকিয়া। বিস্ময়ে রহিল অনিমেষে।

অপূর্ব্ব রহস্যময়ী মূর্ত্তি বিবসন,
নবীন শৈশবে স্নাত সম্পূর্ণ যৌবন,—
পূর্ণস্ফুট পুষ্প যথা শ্যামপত্রপুটে
শৈশবে যৌবনে মিশে' উঠিয়াছে ফুটে'
একবৃন্তে! বিস্মৃতি-সাগর-নীলনীরে
প্রথম উষার মত উঠিয়াছ ধীরে।

তুমি বিশ্বপানে চেয়ে মানিছ বিস্ময়,
বিশ্ব তোমাপানে চেয়ে কথা নাহি কয় ;
দোঁহে মুখোমুখী ! অপার রহস্যতীরে
চির-পরিচয় মাঝে নব পরিচয় ।

১২ই জ্যৈষ্ঠ, ১৮৯০ ।

গোধূলি

অন্ধকার তরুশাখা দিয়ে
সন্ধ্যার বাতাস বহে' যায়।
আয়, নিদ্রা, আয় ঘনাইয়ে
শ্রান্ত এই আঁখির পাতায় :
কিছু আর নাহি যায় দেখা,
কেহ নাই, আমি শুধু একা ;
মিশে' যাক্ জীবনের রেখা
বিস্মৃতির পশ্চিম সীমায়।
নিস্ফল-দিবস অবসান,
কোথা আশা, কোথা গীতগান,
শুয়ে আছে সঙ্গীহীন প্রাণ
জীবনের তট-বালুকায়।
দূরে শুধু ধ্বনিছে সতত
অবিশ্রাম মর্ম্মরের মত ;
হৃদয়ের হত আশা যত
অন্ধকারে কাঁদিয়ে বেড়ায়।

আয় শান্তি, আয়রে নির্ব্বাণ,
আয়, নিদ্রা, শ্রান্ত প্রাণে আয় !
মূর্চ্ছাহত হৃদয়ের পরে
চিরাগত প্রেয়সীর প্রায়
আয়, নিদ্রা আয় !

১লা ভাদ্র, ১৮৯০।

উচ্ছৃঙ্খল

এ মুখের পানে চাহিয়া রয়েছ

কেন গো অমন করে' ?

তুমি চিনিতে নারিবে বুঝিতে নারিবে মোরে !

আমি কেঁদেছি হেসেছি ভালো যে বেসেছি

এসেছি যেতেছি সরে'

কি জানি কিসের ঘোরে !

কোথা হ'তে এত বেদনা বহিয়া

এসেছে পরাণ মম,

বিধাতার এক অর্থ-বিহীন

প্রলাপ-বচন সম !

প্রতিদিন যারা আছে সুখে দুখে

আমি তাহাদের নই,—

আমি এসেছি নিমেষে যাইব নিমেষ বই।

আমি আমারে চিনিনে, তোমারে জানিনে,

আমার আলয় কই !

জগৎ বেড়িয়া নিয়মের পাশ
অনিয়ম শুধু আমি।
বাসা বেঁধে আছে কাছে কাছে সবে
কত কাজ করে কত কলরবে,
চিরকাল ধরে' দিবস চলিছে
দিবসের অনুগামী।
শুধু আমি নিজবেগ সামালিতে নারি
ছুটেছি দিবসযামী।

প্রতিদিন বহে মৃদু সমীরণ,
প্রতিদিন ফুটে ফুল।
ঝড় শুধু আসে ক্ষণেকের তরে
সৃজনের এক ভুল।
দুরন্ত সাধ কাতর বেদনা
ফুকারিয়া উভরায়
আঁধার হইতে আঁধারে ছুটিয়া যায়।
এ আবেগ নিয়ে কার কাছে যাব,
নিতে কে পারিবে মোরে?
কে আমারে পারে আঁকড়ি' রাখিতে
দু'খানি বাহুর ডোরে?

উচ্ছৃঙ্খল

আমি কেবল কাতর গীত।
কেহ বা শুনিয়া ঘুমায় নিশীথে,
কেহ জাগে চমকিত।
কত যে বেদনা সে কেহ বোঝে না,
কত যে আকুল আশা,
কত যে তীব্র পিপাসা-কাতর ভাষা!
ওগো তোমরা জগৎ-বাসী,
তোমাদের আছে বরষ বরষ
দরশ পরশ রাশি ;
আমার কেবল একটি নিমেষ,
তারি তরে ধেয়ে আসি।

মহাসুন্দর একটি নিমেষ
ফুটেছে কানন-শেষে ;
আমি তারি পানে ধাই, ছিঁড়ে নিতে চাই
ব্যাকুল বাসনা সঙ্গীত গাই
অসীমকালের আঁধার হইতে
বাহির হইয়া এসে।
শুধু একটি মুখের এক নিমেষের
একটি মধুর কথা,
তারি তরে বহি চিরদিবসের
চির মনোব্যাকুলতা।

কালের কাননে নিমেষ লুটিয়া
কে জানে চলেছি কোথা !
ওগো মিটে না তাহাতে মিটে না প্রাণের ব্যথা

অধিক সময় নাই।
ঝড়ের জীবন ছুটে' চলে' যায়
শুধু কেঁদে' "চাই" "চাই"।
যার কাছে আসি, তা'র কাছে শুধু
হাহাকার রেখে যাই।

ওগো তবে থাক্, যে যায় সে যাক্,
তোমরা দিয়ো না ধরা।
আমি চলে' যাব ত্বরা।
মোরে কেহ কোরো ভয়, কেহ কোরো ঘৃণা,
ক্ষমা কোরো যদি পারো।
বিস্মিত চোখে ক্ষণেক চাহিয়া,
তা'র পরে পথ ছাড়ো।
তা'র পরদিনে উঠিবে প্রভাত,
ফুটিবে কুসুম কত,
নিয়মে চলিবে নিখিল জগৎ
প্রতি দিবসের মত।

উচ্ছৃঙ্খল

কোথাকার এই শৃঙ্খল-ছেঁড়া
স্বষ্টিছাড়া এ ব্যথা
কাঁদিয়া কাঁদিয়া, গাহিয়া গাহিয়া,
অজানা আঁধার-সাগর বাহিয়া,
মিশায়ে যাইবে কোথা !
এক রজনীর প্রহরের মাঝে
ফুরাবে সকল কথা।

৫ই ভাদ্র, ১৮৯০।

আগন্তুক

ওগো সুখী প্রাণ, তোমাদের এই
ভব-উৎসব ঘরে
অচেনা অজানা পাগল অতিথি
এসেছিল ক্ষণতরে।
ক্ষণেকের তরে বিস্ময়ভরে
চেয়েছিল চারিদিকে
বেদনাবাসনাব্যাকুলতাভরা
তৃষাতুর অনিমিখে।
উৎসববেশ ছিল না তাহার
কণ্ঠে ছিল না মালা,
কেশপাশ দিয়ে বাহিরিতেছিল
দীপ্ত অনলজ্বালা।
তোমাদের হাসি তোমাদের গান
থেমে গেল তা'রে দেখে,
শুধালে না কেহ পরিচয় তা'র,
বসালে না কেহ ডেকে।
কি বলিতে গিয়ে বলিল না আর,
দাঁড়ায়ে রহিল দ্বারে,

দীপালোক হ'তে বাহিরিয়া গেল
বাহির অন্ধকারে।
তা'র পরে কেহ জান কি তোমরা
কি হইল তা'র শেষে?
কোন্ দেশ হ'তে এসে চলে' গেল
কোন্ গৃহহীন দেশে?

৫ই ভাদ্র, ১৮৯০।

বিদায়

অকূল সাগর মাঝে চলেছে ভাসিয়া
জীবন-তরণী। ধীরে লাগিছে আসিয়া
তোমার বাতাস, বহি' আনি' কোন্ দূর
পরিচিত তীর হ'তে কত সুমধুর
পুষ্পগন্ধ, কত সুখস্মৃতি কত ব্যথা,
আশাহীন কত সাধ, ভাষাহীন কথা।
সম্মুখেতে তোমারি নয়ন জেগে আছে
আসন্ন আঁধার মাঝে অস্তাচল কাছে
স্থির ধ্রুবতারাসম ; সেই অনিমেষ
আকর্ষণে চলেছি কোথায়, কোন্ দেশ
কোন্ নিরুদ্দেশ মাঝে ! এমনি করিয়া
চিহ্নহীন পথহীন অকূল ধরিয়া
দূর হ'তে দূরে ভেসে' যাব,—অবশেষে
দাঁড়াইব দিবসের সর্ব্বপ্রান্ত দেশে
এক মুহূর্ত্তের তরে ;—সারাদিন ভেসে'
মেঘখণ্ড যথা রজনীর তীরে এসে
দাঁড়ায় থমকি'। ওগো বারেক তখন
জীবনের খেলা রেখে করুণ নয়ন

পাঠায়ো পশ্চিম পানে, দাঁড়ায়ো একাকী
ওই দূর তীরদেশে অনিমেষ আঁখি।
মুহূর্ত্তে আঁধার নামি' দিবে সব ঢাকি'
বিদায়ের পথ ; তোমার অজ্ঞাত দেশে
আমি চলে' যাব ; তুমি ফিরে যেয়ো হেসে'
সংসারের খেলাঘরে তোমার নবীন
দিবালোকে। অবশেষে যবে একদিন—
বহুদিন পরে—তোমার জগৎমাঝে
সন্ধ্যা দেখা দিবে,—দীর্ঘ জীবনের কাজে
প্রমোদের কোলাহলে শ্রান্ত হবে প্রাণ,
মিলায়ে আসিবে ধীরে স্বপন সমান
চির রৌদ্রদগ্ধ এই কঠিন সংসার,
সেই দিন এইখানে আসিয়ো আবার ;
এই তটপ্রান্তে বসে' শ্রান্ত দু'নয়ানে
চেয়ে দেখো ওই অস্ত-অচলের পানে
সন্ধ্যার তিমিরে,—যেথা সাগরের কোলে
আকাশ মিশায়ে গেছে ! দেখিবে তা' হ'লে
আমার সে বিদায়ের শেষ-চেয়ে-দেখা
এইখানে রেখে গেছে জ্যোতির্ম্ময় রেখা।
সে অমর অশ্রুবিন্দু সন্ধ্যা-তারকার
বিষণ্ণ আকার ধরি' উদিবে তোমার
নিদ্রাতুর আঁখি পরে ;—সারারাত্রি ধরে'

তোমার সে জনহীন বিশ্রাম-শিয়রে
একাকী জাগিয়া র'বে। হয়ত স্বপনে
ধীরে ধীরে এনে দেবে তোমার স্মরণে
জীবনের প্রভাতের দু'য়েকটি কথা।
একধারে সাগরের চির-চঞ্চলতা
তুলিবে অস্ফুটধ্বনি, রহস্য অপার,
অন্যধারে ঘুমাইবে সমস্ত সংসার।

আশ্বিন, ১৮৯০।

সন্ধ্যায়

ওগো তুমি, অমনি সন্ধ্যার মত হও।
সুদূর পশ্চিমাচলে কনক আকাশতলে
অমনি নিস্তব্ধ চেয়ে রও।
অমনি সুন্দর শান্ত, অমনি করুণ কান্ত,
অমনি নীরব উদাসিনী,
ওই মত ধীরে ধীরে আমার জীবন-তীরে
বারেক দাঁড়াও একাকিনী।
জগতের পরপারে নিয়ে যাও আপনারে
দিবসনিশার প্রান্তদেশে।
থাক্ হাস্য-উৎসব, না আসুক্ কলরব
সংসারের জনহীন শেষে।
এস তুমি চুপে চুপে শ্রান্তিরূপে নিদ্রারূপে,
এস তুমি নয়ন আনত,
এস তুমি ম্লান হেসে দিবাদগ্ধ আয়ুঃশেষে
মরণের আশ্বাসের মত।
আমি শুধু চেয়ে থাকি অশ্রুহীন শ্রান্তআঁখি
পড়ে' থাকি পৃথিবীর পরে ;
খুলে দাও কেশভার, ঘনস্নিগ্ধ অন্ধকার
মোরে ঢেকে দিক্ স্তরে স্তরে।

রাখ এ কপালে মম নিদ্রার আবেশসম
হিমস্নিগ্ধ করতলখানি।
বাক্যহীন স্নেহভরে অবশ দেহের পরে
অঞ্চলের প্রান্ত দাও টানি'।
তা'র পরে পলে পলে করুণার অশ্রুজলে
ভরে' যাক্ নয়ন-পল্লব।
সেই স্তব্ধ আকুলতা গভীর বিদায় ব্যথা
কায়মনে করি অনুভব।

৭ই কার্ত্তিক, ১৮৯০।

শেষ উপহার

আমি রাত্রি, তুমি ফুল ; যতক্ষণ ছিলে কুঁড়ি
জাগিয়া চাহিয়া ছিনু আঁধার আকাশ জুড়ি'
সমস্ত নক্ষত্র নিয়ে, তোমারে লুকায়ে বুকে ;
যখন ফুটিলে তুমি সুন্দর তরুণ মুখে
তখনি প্রভাত এল ; ফুরাল আমার কাল ;
আলোকে ভাঙিয়া গেল রজনীর অন্তরাল।
এখন বিশ্বের তুমি ; গুন্ গুন্ মধুকর
চারিদিকে তুলিয়াছে বিস্ময়ব্যাকুল স্বর ;
গাহে পাখী, বহে বায়ু ; প্রমোদ হিল্লোলধারা
নবস্ফুট জীবনেরে করিতেছে দিশাহারা।
এত আলো, এত সুখ, এত গান, এত প্রাণ
ছিল না আমার কাছে ; আমি করেছিনু দান
শুধু নিদ্রা, শুধু শান্তি, সযতন নীরবতা,
শুধু চেয়ে-থাকা আঁখি, শুধু মনে মনে কথা।
আর কি দিইনি কিছু ? প্রলুব্ধ প্রভাত যবে
চাহিল তোমার পানে, শত পাখী শত রবে
ডাকিল তোমার নাম, তখন পড়িল ঝরে'
আমার নয়ন হ'তে তোমার নয়ন পরে
একটি শিশির কণা। চলে' গেনু পরপার।

সেই বিষাদের বিন্দু, বিদায়ের উপহার
প্রখর প্রমোদ হ'তে রাখিবে শীতল করে'
তোমার তরুণ মুখ ; রজনীর অশ্রুপারে
পড়ি' প্রভাতের হাসি দিবে শোভা অনুপম,
বিকচ সৌন্দর্য্য তব করিবে সুন্দরতম।

৯ই কার্ত্তিক, ১৮৯০।

মৌন ভাষা

থাক্ থাক্ কাজ নাই, বলিয়ো না কোনো কথা !
চেয়ে দেখি, চলে' যাই, মনে মনে গান গাই,
মনে মনে রচি বসে' কত সুখ কত ব্যথা।
বিরহী পাখীর প্রায় অজানা কানন-ছায়
উড়িয়া বেড়াক্ সদা হৃদয়ের কাতরতা ;
তা'রে বাঁধিয়ো না ধরে', বলিয়ো না কোনো কথা !

আঁখি দিয়ে যাহা বল সহসা আসিয়া কাছে
সেই ভালো, থাক্ তাই, তা'র বেশি কাজ নাই,
কথা দিয়ে বল যদি মোহ ভেঙে যায় পাছে।
এত মৃদু, এত আধো অশ্রুজলে বাধো-বাধো
সরমে সভয়ে ম্লান এমন কি ভাষা আছে ?
কথায় বোলো না তাহা আঁখি যাহা বলিয়াছে !

তুমি হয় ত বা পার আপনারে বুঝাইতে ;
মনের সকল ভাষা, প্রাণের সকল আশা
পার তুমি গেঁথে গেঁথে রচিতে মধুর গীতে ;
আমি ত জানিনে মোরে, দেখি নাই ভালো করে'
মনের সকল কথা পশিয়া আপন চিতে।
কি বুঝিতে কি বুঝেছি, কি বলিব কি বলিতে !

তবে থাক্ ! ওই শোন, অন্ধকারে শোনা যায়
জলের কল্লোলস্বর, পল্লবের মরমর,
বাতাসের দীর্ঘশ্বাস শুনিয়া শিহরে কায়।
আরো ঊর্দ্ধে দেখ চেয়ে— অনন্ত আকাশ ছেয়ে
কোটি কোটি মৌন দৃষ্টি তারকায় তারকায় ;
প্রাণপণ দীপ্তভাষা জ্বলিয়া ফুটিতে চায়।

এস চুপ করে' শুনি এই বাণী স্তব্ধতার,
এই অরণ্যের তলে কানাকানি জলে-স্থলে ;
মনে করি হ'ল বলা ছিল যাহা বলিবার।
হয়ত তোমার ভাবে তুমি এক বুঝে যাবে
আমার মনের মত আমি বুঝে যাব আর ;
নিশীথের কণ্ঠ দিয়ে কথা হ'বে দু'জনার।

মনে করি দুটি তারা জগতের একধারে
পাশাপাশি কাছাকাছি তৃষাতুর চেয়ে আছি,
চিনিতেছি চিরযুগ, চিনিনাক কেহ কারে।
দিবসের কোলাহলে প্রতিদিন যাই চলে'
ফিরে আসি রজনীর ভাষাহীন অন্ধকারে ;
বুঝিবার নহে যাহা, চাই তাহা বুঝিবারে।

মৌন ভাষা

তোমার সাহস আছে, আমার সাহস নাই।
এই যে শঙ্কিত আলো অন্ধকারে জ্বলে ভালো
কে বলিতে পারে বল যাহা চাও একি তাই।
তবে ইহা থাক্ দূরে কল্পনার স্বপ্নপুরে,
যার যাহা মনে লয় তাই মনে করে' যাই ;
এই চির-আবরণ খুলে' ফেলে' কাজ নাই।

এস তবে বসি হেথা, বলিয়ো না কোনো কথা।
নিশীথের অন্ধকারে ঘিরে' দিক দুজনারে
আমাদের দুজনের জীবনের নীরবতা।
দুজনের কোলে বুকে আঁধারে বাড়ুক সুখে
দুজনের এক শিশু জনমের মনোব্যথা।
তবে আর কাজ নাই, বলিয়ো না কোনো কথা।

১০ই কার্ত্তিক, ১৮৯০।

আমার সুখ

ভালবাসা-ঘেরা ঘরে কোমল শয়নে তুমি
যে সুখেই থাক
যে মাধুরী এ জীবনে আমি পাইয়াছি, তাহা
তুমি পেলেনাক।
এই যে অলস বেলা, অলস মেঘের মেলা,
জলেতে আলোতে খেলা সারাদিনমান,
এরি মাঝে চারিপাশে কোথা হ'তে ভেসে' আসে
ওই মুখ, ওই হাসি, ওই দুনয়ান।
সদা শুনি কাছে দূরে মধুর কোমল সুরে
তুমি মোরে ডাক;
তাই ভাবি এজীবনে আমি যাহা পাইয়াছি
তুমি পেলেনাক!

কোনো দিন একদিন আপনার মনে, শুধু
এক সন্ধ্যাবেলা
আমারে এমনি করে' ভাবিতে পারিতে যদি
বসিয়া একেলা;
এমনি সুদূর বাঁশি শ্রবণে পশিত আসি'
বিষাদ-কোমল হাসি ভাসিত অধরে।

আমার সুখ

নয়নে জলের রেখা একবিন্দু দিত দেখা,
তারি পরে সন্ধ্যালোক কাঁপিত কাতরে।
ভেসে যেত মনখানি কনকতরণীসম
গৃহহীন স্রোতে,
শুধু একদিন তরে আমি ধন্য হইতাম,
তুমি ধন্য হ'তে।

তুমি কি করেছ মনে দেখেছ, পেয়েছ তুমি
সীমারেখা মম ?
ফেলিয়া দিয়াছ মোরে আদি অন্ত শেষ করে'
পড়া পুঁথি সম ?
নাই সীমা আগে পাছে যত চাও তত আছে,
যতই আসিবে কাছে তত পাবে মোরে।
আমারেও দিয়ে তুমি এ বিপুল বিশ্বভূমি
এ আকাশ এ বাতাস দিতে পার ভরে'।
আমাতেও স্থান পেত অবাধে সমস্ত তব
জীবনের আশা।
একবার ভেবে দেখ এ পরাণে ধরিয়াছে
কত ভালবাসা।

সহসা কি শুভক্ষণে অসীম হৃদয়রাশি
দৈবে পড়ে চোখে।

দেখিতে পাওনি যদি, দেখিতে পাবে না আর,
মিছে মরি বকে'।
আমি যা পেয়েছি, তাই সাথে নিয়ে ভেসে যাই,
কোনোখানে সীমা নাই ও মধু-মুখের।
শুধু স্বপ্ন, শুধু স্মৃতি, তাই নিয়ে থাকি নিতি
আর আশা নাহি রাখি সুখের দুখের।
আমি যাহা দেখিয়াছি, আমি যাহা পাইয়াছি
এ জনম-সই
জীবনের সব শূন্য আমি যাহে ভরিয়াছি
তোমার তা' কই!

১১ই কার্ত্তিক, ১৮৯০।